শ্রীশ্রী দয়ামাতা

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া ও Self-Realization Fellowship-এর সঙ্ঘমাতা ও সভানেত্রী।

দিব্যবাণী

(Whispers from Eternity)

শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ

অ্যামেলিটা গ্যালি-কার্সির
ভূমিকা সম্বলিত

—প্রকাশক—

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া

দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা, ৭০০০৫৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া, যোগদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক ভারতবর্ষে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই বইখানি

খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিবরু,
হিন্দু ও অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীদের
উৎসর্গ করা হ'ল—

যাঁদের ভেতর মহাজাগতিক প্রাণসত্তা
সমভাবে স্পন্দিত হচ্ছে,

আর উৎসর্গ করা হ'ল তাঁদের—

যাঁদের ভেতর বহুবর্ণের দীপাধারের ন্যায় বিভিন্ন প্রণালীর
সংশিক্ষা চলেছে,—

যে শিক্ষার মধ্যে ঈশ্বরের একই শুভ্রোজ্জ্বল শিখা দীপ্ত রয়েছে

আর—

পৃথিবীর সমস্ত গির্জা, মসজিদ, বিহার, ভ্রাম্যমাণ প্রার্থনার তাঁবু,
প্যাগোডা ও মন্দিরগুলিকেও

উৎসর্গ করা হ'ল,

যে সবের মধ্যে একই পরমপিতা নিরপেক্ষভাবে
তাঁর মহিমার পরিপূর্ণতা নিয়ে
বাস করছেন।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া (সেলফ্ রিয়েলাইজেশন ফেলোশিপ)এর আদর্শ ও লক্ষ্য

প্রবর্তক ও নিরূপক—শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ

সঙ্ঘমাতা —শ্রীশ্রী দয়ামাতা

* * *

ঈশ্বরের সাথে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনার সহায়তার জন্য সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিক্ষা বিভিন্ন দেশে বিস্তার।

স্ব-প্রচেষ্টায় মানুষের সীমিত নশ্বর চৈতন্যকে ভাগবত চৈতন্যে ক্রমোন্মেষ করাই জীবনের লক্ষ্য—এই শিক্ষা দান করা এবং সেই উদ্দেশ্যে দিব্য-মিলনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র যোগদা সৎসঙ্গ মন্দির স্থাপন এবং মানব অন্তরে ও আবাসে নিজস্ব ঈশ্বর উপাসনাগৃহ স্থাপনে উৎসাহ দান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত যোগ ও যীশুখৃষ্ট প্রচারিত খৃষ্টীয় মতবাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য উদ্ঘাটন করা এবং সত্যের এই মূল যে সমস্ত সত্য ধর্মের সাধারণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি—ইহা প্রতিষ্ঠা করা।

নিত্য বিজ্ঞানসম্মত ভক্তিপূর্ণ ঈশ্বর-তপস্যাই যে সকল সনতান ধর্মীয় বিশ্বাসের নির্দেশিত একমাত্র দিব্য পথ তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

মানুষকে ত্রিমুখী যন্ত্রনা মুক্ত করা—শারীরিক ব্যাধি, চিত্তচাঞ্চল্য ও আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা।

সাধারণ জীবনযাপন করা ও উচ্চ চিন্তা করায় উৎসাহ দান। মানুষের ঐক্যের সনাতন সত্য হোল ঐশ্বরিক সাযুয্য—এই শিক্ষা প্রচারের দ্বারা সার্বিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করা।

শরীরের থেকে মন এবং মন থেকে আত্মার উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন করা;

অসৎকে সৎ, বিষাদকে হর্ষ, নিষ্ঠুরতাকে দয়া এবং অজ্ঞতাকে জ্ঞানের দ্বারা জয় করা;

বিজ্ঞান ও ধর্মের মূল অন্তর্নিহিত সূত্র যে এক, এই সত্যকে উপলব্ধি করা;

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সাদৃশ্য প্রচার করা ও তাহাদের বিশিষ্ট উপাদান আদান প্রদান করা এবং

সর্বমানবকে নিজ আত্মার বৃহত্তর প্রকাশরূপে সেবা করা।

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমার "Whispers From Eternity" নামে বইখানির এই সংশোধিত সংস্করণ করতে পেরে আমি বিশেষ আনন্দবোধ করছি। এই বইখানি যখন প্রথমবার প্রকাশিত হয়, তখন তাতে বহু অসম্পাদিত লেখা এবং বিভিন্ন নগরীতে যোগ ক্লাশের জন্য আমার রচিত প্রার্থনা বাক্যগুলির হুবহু নকল অ-সংশোধিত আকারেই প্রকাশিত হয়েছে।

দীর্ঘকাল যাবৎ আমি মনে করে আসছিলাম যে, এই প্রার্থনা বাক্যগুলির সম্পাদনা করি, কিন্তু অন্যান্য কাজের চাপে তা সম্ভবপর হয়নি। গত তিন বৎসরের মধ্যে যখনই আমার সময় হয়েছে তখনই আমি বইখানিকে ত্রুটিবিহীন করবার চেষ্টা ক'রেছি।

আমি 'সেলফ রিয়েলাইজেসন্ ফেলোশিপে'র একটি ছাত্রের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি এই বইখানির সম্পাদনা, সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করার কাজে আমাকে অমূল্য সাহায্যদান করেছেন।

৩০শে নভেম্বর ১৯৫১

২৯ পামস্, ক্যালিফোর্ণিয়া। শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ।

ভূমিকা

মানুষের বিচারশক্তি যখন ভ্রূণাবস্থায় তখন থেকেই সে জানতে চেয়েছে তার অস্তিত্বের রহস্যকে, বোঝবার চেষ্টা করেছে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতিকে। সর্ব যুগে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ঐ সকল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা। এবং তা উপলব্ধি করেই 'সৎসঙ্গের' (শুভ ও প্রজ্ঞাবানের সাহচর্য) আদর্শ ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মর্মস্থলে স্থানলাভ করেছে। 'সৎসঙ্গ' দ্বারা 'সাধক' উৎসাহলাভ ও আধ্যাত্মিক বোধশক্তিকে বর্দ্ধিত করেন। এই শুভ সাহচর্য যতই পবিত্র হয়, ততই 'সাধক' সেই অভিজ্ঞতাকে আত্মভূত করতে পারেন। কিন্তু অতি স্বল্প ভাগ্যবানের ক্ষেত্রেই প্রকৃত মহাত্মার ব্যক্তিগত সংসর্গ ও আশীর্বাদলাভের দুর্লভ সুযোগ উপস্থিত হয়। আক্ষরিক অর্থে 'সৎসঙ্গের' ধারণাকে যদি আমরা সাধুজনের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের প্রয়োজনীয়তা—এই অর্থে গ্রহণ করি, তাহলে অনুসন্ধানী মানব সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু যদি আমরা উপলব্ধি করি যে 'সৎসঙ্গের' স্বকীয় মূল্য হোল সাধুসন্তের শিক্ষা ও নির্দ্দেশনা গ্রহণক্ষম ভক্তজনের সামর্থ—সেই 'সাধক' দিব্যাত্মার সাহচর্যে থাকুন বা নাই থাকুন—তাহলে বর্তমান যুগের মুদ্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে 'সৎসঙ্গ'-কে প্রতিটি সন্ধানীজনের 'সাধনায়' সমুন্নত করা যেতে পারে।

এই মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই পাঠকবর্গের নিকট 'দিব্যবাণী' উৎসর্গ করা হল।

পরমপবিত্র শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ, যাঁর বাণী এই পুস্তকটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি ৭ই মার্চ ১৯৫২ সালে মহাসমাধিতে মগ্ন

হন। মৃত্যুর পর তাঁর দেহের অদ্ভুত অক্ষয়ত্ব তাঁর অতুলনীয় আধ্যাত্মিক তুরীয় জীবনেরই প্রতিচ্ছবি বহণ করে। অধুনা পৃথিবী বিস্তৃত যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেলফ্ রিয়েলাইজেশন ফেলোশিপের তিনিই হলেন পরমশ্রদ্ধেয় গুরু ও প্রতিষ্ঠাতা। 'রাজযোগ', যাহা অতি প্রাচীন এবং সর্বজনীন আত্ম-দর্শন বিজ্ঞান, তাহাই তাঁহার উপদেশের মূল ভিত্তি। সোসাইটি, শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দের উপদেশাবলী বিভিন্ন পুস্তক, রচনা ও গোপনীয় আধ্যাত্মিক অনুশীলনী প্রকাশের মধ্যদিয়ে এবং বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই কার্যে ব্রতী রয়েছে। যদি এই পুস্তকটি পাঠককে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির সংগে সর্বপ্রথম পরিচিত করিয়ে থাকে তাহলে এই লিপির মাধ্যমে মঙ্গলময় গুরুর সাথে 'সৎসঙ্গ' লাভের তাঁর অভিজ্ঞতা হয়ত আরও সুগভীর পরিচয় ও চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের সূচনা করবে।

উদ্দিষ্ট বাণী প্রচার করার ক্ষমতার মধ্যেই কোন লেখার যাথার্থতা নির্ভর করে; এবং সেই বাণীর গুরুত্ব নির্ভর করে লেখকের যোগ্যতাবলীর ওপর। পুস্তকটির সূচিই তার পরিচয় বহণ করছে এবং লেখকের যোগ্যতা জানা যেতে পারে তাঁর রচিত 'অটোবাইওগ্রাফী অফ্ এ যোগী' পুস্তকটিকে গভীর মনোযোগের সংগে পঠনের মধ্য দিয়ে। এই বইখানি হল তাঁর আত্মজীবনী, যাঁর কাছে সত্য শুধু নিছক ঘটনা নয় বরঞ্চ মহান উপলব্ধি বলা যেতে পারে।

— প্রকাশক —

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া

পরিচিতি

ঈশ্বরের সংগে প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপিত হ'লে যে নির্ব্বানানুভূতি জাগে, 'হুইস্পার্স ফ্রম্ ইটারনিটি'র (Whispers From Eternity) প্রার্থনা বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে তার বিশেষ উন্মেষ হয় ও ঈশ্বরকে আমাদের নিকটতর করে নেবার সাহায্য করে।

এই প্রার্থনা বাক্যগুলিতে ঈশ্বরের স্বরূপ বহুলভাবে অঙ্কিত হয়েছে যাতে অনন্তরূপা ও অপরিদৃশ্যমানা পরমা জননীর রূপ যে এই জড় জগতের মাঝেই সসীম হয়, তা উপলব্ধি করার চমৎকার সুযোগ মেলে।

সকল ধর্মাবলম্বীগণই এই সমন্বয়পূর্ণ প্রার্থনা বাক্যগুলির অমৃতধারা পান করতে পারেন। যে সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞান প্রভাবিত মন বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করতে চায়, তাদের সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছে যোগানন্দজীর এই রচনাবলী।

এই বইখানিতে বিভিন্ন ধরণের যে সব প্রার্থনা বাক্য সংযোজিত হয়েছে তার দ্বারা সত্যসন্ধানীরা তাঁদের প্রতিদিনের মনের বিশেষ বিশেষ চাহিদাগুলি পরিপূর্ণ করে নিতে পারেন।

পাঠকদের আমি সবিনয়ে অনুরোধ করি—"এই পবিত্র বইখানির বাক্যরূপ জমির ভেতরে লুকিয়ে থাকা অমূল্য সত্যের খনিগুলি মাত্র বুদ্ধিযুক্ত দ্রুত পাঠের দ্বারা অতিক্রম করে যাবেন না। তার পরিবর্তে সেই খনিগুলি একান্ত নিবিষ্টতা, শ্রদ্ধা ও ধ্যানযুক্ত পাঠরূপ খনন যন্ত্রদ্বারা খুঁড়তে খুঁড়তে অতি গভীরে নেমে যান। সেই চরম গভীরে সন্ধান পাবেন আত্মোন্বেষকারী অমূল্য রত্ন-সম্ভারের।"

এ্যামেলিটা গ্যালি-কার্সি
(Amelita Galli-Curci)

মুখবন্ধ

আমি মানবতার সুপবিত্র বেদীমূলে এই পুস্তকের সরল বাণীগুলি অর্ঘ্য দিচ্ছি, যাতে সকলেই আমার অনুভূত আত্মানন্দের অংশ পান। এই প্রার্থনা বাণীর অন্তর্নিহিত শক্তিধারা যেন বহুজনের অন্তরে দিব্য-উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তোলার ব্যাকুলতা জাগায়।

বইটির নাম 'হুইসপার্স ফ্রম ইটারনিটি' রেখে 'ইটারনিটি' অর্থে আমি ঈশ্বরকে পরমা-শক্তির স্বরূপ এই ভাবটিতে বোঝাতে চেয়েছি। ঈশ্বর তাঁর বিরাটত্বের পরমাবস্থায় মানুষের অচিন্তনীয় হয়ে আছেন. কিন্তু তিনি যখন তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখন তিনি নিজেকে মানুষের এবং জড়জগতের ভেতর দিয়ে সব কিছুরই আশ্রয় ও পরিত্রাতা রূপে আমাদের নিকটবর্তী হন. তখন তাঁর কাছে অগ্রসর হওয়া সরল হয়ে ওঠে।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে যে তাঁর পরিব্যক্ত স্বরূপ মাতৃকারূপে অগণিত জীবের নিয়তি ও তাদের জন্মচক্রের ওপর প্রেমপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রেখে তা নিয়ন্ত্রিত করেন।

পরম সত্যের এই ব্যক্তরূপ তাঁর সন্তানগণকে সত্য পথে চালনার জন্য ব্যগ্র এবং তাদের প্রার্থনায় আনন্দিতভাবে সাড়া দেন।

যাঁরা মনে করেন যে অরূপ ঈশ্বর কখনও স্বরূপ হয়ে প্রকাশিত হতে পারেন না, তাঁরা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সর্বব্যাপকত্ব ও মানুষ যে তার স্রষ্টার সংগে সহজেই যোগাযোগ করতে সক্ষম, তা অস্বীকার করে বসেন। ঈশ্বর বহুক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত ভক্তের সম্মুখে জীবন্তমূর্তি ধারণ

করে আবির্ভূত হয়েছেন। যুগে যুগে ঈশ্বর বিভিন্ন ভক্তের ঈপ্সিত মূর্তিতেও তাঁদের নয়নপথে উদিত হয়েছেন। খৃষ্টান ভক্ত দেখেছেন যিশুকে, মুসলমান দেখেছেন মহম্মদকে, হিন্দু দেখেছেন কৃষ্ণ বা রামকে, এবং এইভাবে কত দেখাই না চলেছে।

ঈশ্বর চান যে প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে তার নিজ নিজ কর্তব্য ত্রুটিবিহীনভাবে করে যায়। কিন্তু মানুষ স্বেচ্ছাচারিতার বশে দিব্য পরিকল্পনার রূপায়নে বাধার সৃষ্টি করে। আত্মবাদের কলরব নীরব হলে আমরা অন্তরের নিয়ন্ত্রণবাণী ও নির্দেশ শুনতে পাই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আত্ম-ইচ্ছার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে উদাসভাবে ভগবদ্ ইচ্ছানুযায়ী কর্মে রত থাকেন।

যিশুখ্রীষ্ট প্রার্থনা করলেন, "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্"। যে মানুষ জীবননাট্যে ঠিকমত নিজ অংশ অভিনয় করে, তাকে কর্মফল ভোগ করতে হয় না।

দিব্য-ভাবোন্মেষই ঈশ্বরের সংগে সংযোগ স্থাপন করবার সহজতম পথ। আমরা যে ঈশ্বর হ'তে অভিন্ন, এই ভাব অন্তরে বদ্ধমূল করে নিয়ে যে প্রার্থনা, তা ফলপ্রসূ হবেই। যুগে যুগে সকল মনীষিরাই এই নিয়মের সদ্ব্যবহার করেছেন। যিশুখৃষ্ট তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার গভীরতা থেকেই আমাদের এই মহান আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন:

"যদি তোমার বিশ্বাস থাকে এবং আদৌ সন্দেহ না জাগে······আর যদি ঐ পর্বতকে বলো, তুমি স্থানচ্যুত হও ও সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হও, তবে তাই হবে। বিশ্বাস সহকারে তোমার প্রার্থনার মাধ্যমে যা কিছু চাইবে, সে সমস্তই পাবে।"*

*ম্যাথু ২১:২১—২২

গভীর ঐকান্তিকতার সংগে অন্তরে অবস্থিত মহাশক্তির কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতে হবে। অন্তরের দিব্য-বাণী চুপি চুপি সে আবেদনের জবাব দেবে—নিঃশব্দ অলৌকিক উত্তর, যা প্রার্থনাকারীর জীবনে আনবে অপূর্ব রূপান্তর।

ভক্তগণ যদি নিমীলিত নয়নে এই পুস্তকের দৃঢ়নিশ্চয়তাপূর্ণ বাণীগুলি বারবার স্মরণ করতে করতে ঐগুলির ভিতরকার গভীর সত্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন ঐগুলি এক স্বর্গীয়ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে অর্থাৎ এই সমস্ত বাক্য-বিন্যাসের পুরু রেশমী আবরণের নীচে যে ভাবাবেগগুলি সুপ্ত ছিল সেগুলি জাগরিত হয়েছে।

জগদীশ্বরের কাছে যে সমস্ত ঐকান্তিক প্রার্থনা জানান যায়, সেগুলি নিত্য নতুন পুষ্পসম্ভারেপূর্ণ অমর বৃক্ষের তুল্য। এই 'হুইসপার্স ফ্রম ইটারনিটি'র প্রার্থনা বৃক্ষগুলিতে একই ধরণের বাক্য-রূপ বহু শাখা আছে। যদি সেই বৃক্ষমূলে ধ্যানের দিব্য শিশির বারি সিঞ্চন করা যায়, তাহলে প্রতিটি বৃক্ষে প্রতিদিন অফুরন্ত বিভিন্ন অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন সদ্যোজাত জীবনপুষ্প প্রস্ফুটিত হবে।

———

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রার্থনা ও আত্মচিন্তা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহৎ জীবনরূপ মন্দির-সমূহে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিগুলির স্তব ও বন্দনা

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর প্রার্থনা

চতুর্থ অধ্যায়

অতি মানস অবস্থার অভিজ্ঞতা এবং ভক্তদের প্রতি বাণী

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

প্রার্থনা ও আত্মচিন্তা

পরম গুরুরূপে ঈশ্বরকে প্রণাম (সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে) হে আমার দিব্য-গুরু, তুমি পরমানন্দ স্বরূপ, তুমি নিত্য সুখ প্রদায়ী, তুমি মহা জ্ঞানময়, তুমি মায়াতীত, তুমি আকাশের মত নির্মল, তুমি 'তত্ত্বমসি' বাণীর প্রকাশক, তুমি অদ্বিতীয়, তুমি শাশ্বত, তুমি শুদ্ধ, তুমি সুস্থির, তুমি সর্ব সাক্ষীভূত, তুমি ত্রিগুণাতীত, তুমি ভাবাতীত ; আমি তোমাকে প্রণাম করি।

* * * *

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মহা সংগীত হে স্বর্গস্থ পরমাত্মা, আমরা বিভিন্ন অভ্রান্ত পথ ধরে তোমার আলোকোজ্জ্বল গৃহের দিকে এগিয়ে চলেছি। তুমি আমাদের সেই আত্ম-জ্ঞানের দিব্য-পথে পরিচালিত কর যেখানে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন ধারাগুলি এগিয়ে গেছে।

বিভিন্ন ধর্মগুলি তোমার অখণ্ড সত্যরূপ মহাবৃক্ষের এক একটি শাখা। আমরা যেন তোমার সর্ব ঋতু ও সর্বকালের ধর্মরূপ বৃক্ষশাখায় ফলে থাকা মনোমুগ্ধকর আত্মানুভূতির সুফল উপভোগ করতে পাই।

আমাদের বিভিন্ন অভিব্যক্তিগুলির মহাসংগীত এক পরম ঐক্যের মাধ্যমে গাহিতে শিখাও। তোমার এই বিশ্ব-মন্দিরে আমরা যে বিভিন্ন কণ্ঠে গান গাইছি, সে সকলই তোমার উদ্দেশ্যে।

হে দিব্যা জননী! তুমি আমাদের তোমার ঐ বিশ্বপ্রেমের কোলে তুলে নাও। তোমার নিঃস্তব্ধতার ধ্যান একটু ভাঙো ও তোমার হৃদয়গ্রাহী সুরে আমাদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের গান শোনাও।

* * * *

তুমি ফিরে তাকাও আমার এই ব্যাকুল আঁখির দিকে

তুমি আমাকে নির্মলতার দ্বারা স্বচ্ছ কর, যাতে আমি তোমার নিরাময়ের দিব্য আলোকে আমার অন্তর উদ্ভাসিত করতে পারি।

আমার বহুভাবে বিক্ষিপ্ত মনোদর্পণটি স্থির করে দাও, যাতে কেবলমাত্র তোমার অনন্ত মুখচ্ছবিটিই প্রতিবিম্বিত হয়।

বিশ্বাসের গবাক্ষগুলি খুলে দাও যাতে আমি তোমার শান্তির সৌরভ আঘ্রাণ ক'রতে পারি।

হে স্বপ্রকাশ, হে বর্ণনাতীত পরম জ্যোতির্ময়, তুমি আমার এই ব্যাকুল আঁখির দিকে একবার তাকাও যাতে আমি তোমা ছাড়া অন্য সব কিছুর প্রতিই চির অন্ধ হয়ে যাই।

* * * *

আমার কৃতজ্ঞতা যেন অপরিবর্তিত থাকে

যখন সৌভাগ্যরূপ গ্রীষ্ম-ঋতু আমার জীবন বৃক্ষকে উষ্ণ রাখে তখন সহজেই তাহা ধন্যবাদের সৌরভপূর্ণ ফোটা ফুলে ভ'রে যায়।

কিন্তু হে প্রভু! দুর্ভাগ্যের শীত-ঋতুতেও যেন আমার রিক্ত শাখাগুলি সর্বদা একটি গোপন সুগন্ধ তোমার দিকে প্রবাহিত করতে পারে।

* * * *

আমার ইন্দ্রিয়-গণের পঞ্চশিখা

হে আমার প্রাণের ঠাকুর, তুমি আমার শিশু-সুলভ চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলিকে সুসংযত ক'রে তুলতে সাহায্য কর যাতে তারা আর তোমার শরণাগতির বাহিরে না ছুটে পালাতে পারে।

তোমার মহিমাময় অন্তর্জগতের দিকে আমার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে দাও যাতে সে তোমার নিত্য নব সৌন্দর্য দেখতে থাকে ও তোমার দিব্য সুর-যন্ত্রের বাদ্য যেন শুনতে পায়।

তোমার উপস্থিতি আমার অন্তরে, আমার উর্দ্ধে, আমার অধোদিকে ও আমার চতুর্দিকে অনুভব করতে শেখাও।

আমাকে আশীর্বাদ কর যেন তোমার আশীর্বাদের নিঃশ্বাসের সৌরভ ধরতে পারি।

আমি যেন চিরদিন তোমার উৎস-বিহীন নদীর অফুরন্ত ধারায় তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারি।

আমি প্রাচ্য দেশের লোকের মত তোমার বেদীমূলে, পবিত্র ধর্মকার্য্যের মাধ্যমে আমার ইন্দ্রিয়গুলির সদ্‌বৃত্তির বর্তিকাগুলি জ্বেলে দেব। ঐ বর্তিকাগুলির দিব্যালোক প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে, মধ্যাহ্নের উজ্জ্বলতায়, গোধূলির ক্রম ম্রিয়মাণ প্রভায় ও রাত্রের রূপালী চাঁদের আলোয় তোমারই কছে মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলতে থাকুক।

হে আমার ইহ জীবনের অভিভাবক, আমার প্রেমের পঞ্চপ্রদীপ তোমার সম্মুখে চিরদিন জ্বালিয়ে রাখ।

* * * *

আমি যেন অল্প খাদ্যে ও অধিকতর মহাজাগতিক আলোর সাহায্যে বাঁচতে পারি

হে দিব্য প্রাণচাঞ্চল্য, তুমি প্রত্যক্ষভাবে আমার দেহকে সঞ্জীবিত করে রেখেছ, সেই তুমিই আমার কঠিন, তরল ও বায়বীয় খাদ্যগুলিকে তোমার প্রাণবন্ত জ্যোতিতে রূপান্তরিত ও দিব্য ভাবাপন্ন করে তুলেছ। হে পরমাত্মা, তুমি আমাকে এমন শিক্ষা দাও যাতে আমি জড় উপাদানের সাহায্য ক্রমশঃ কমিয়ে এনে মহাজাগতিক জ্যোতির সাহায্যে জীবন ধারণ করতে পারি।

তোমার শক্তি আমার দেহের বালবে (bulb) বর্তমান। তোমার সর্বব্যাপক জীবনের সাহায্যে আমি নিজেকে তড়িৎ-তরঙ্গময় করে নেব।

* * * *

যে নক্ষত্র শিশু-যিশুর কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়

হে প্রভু, আমি দীর্ঘকাল যাবৎ বস্তুতন্ত্রের মোহে আকৃষ্ট হ'য়ে রয়েছি। সেগুলির বাহ্য-বিষয়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে আমি আর তাদের মধ্যে তোমার সৃজনশীলতার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি না। এখন ক্রমে ক্রমে আমার আত্ম-দৃষ্টির জ্ঞান-চক্ষুটি ফুটেছে। এই জ্ঞান চক্ষুর সাহায্যে আমি যেন জগৎ সৃষ্টির মধ্যে তোমার মহিমা যে উজ্জ্বল হয়ে আছে তা দেখতে পাই।

আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমি সর্বদা সেই জ্ঞান-চক্ষুটিকে প্রত্যক্ষ করি। যেন এই জ্ঞানচক্ষু, কি দিনের আলোয় অথবা কি রাত্রের অন্ধকারে এই জড় চক্ষুদুটির সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকে।

আমার জ্ঞান-পিপাসা যেন সেই অদ্ভুত তারকার অনুগামী হয়, যাহা শিশু যিশুকে পরম পথ দেখিয়েছে।

* * * *

আমি তোমার দিব্য শিশির-কণা

হে প্রভু! আমি তোমার একটি শিশিরকণা যেটি তটহীন সমুদ্রের বুকে ভাসমান জন্ম-মৃত্যুর পত্রের ওপর দুলছে।

আমি তোমার একটি গৃহ-পলাতক শিশির কণা যাহা অবশেষে তোমারই পবিত্র গৃহে ফিরে যায়।

আমি তোমারই একটি অবিনশ্বর শিশিরকণা যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাপড়ির ওপর নেচে বেড়াচ্ছে।

আমি তোমারই স্নেহমুগ্ধ একটি শিশিরকণা যাহা নির্বিঘ্নে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণবহুল পত্রের ওপর দিয়ে, অবশেষে তোমারই সুনির্মল জ্ঞান-বারিতে প্রবেশ করবে বলে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই না, চাই তোমারই সাগরে মিশে অনন্তরূপে বৃদ্ধি পেতে।

আমি সর্বস্থানে অবস্থানশীল তোমার একটি শিশিরকণা হতে চাই যাহা সকল ঈশ্বর-পিপাসুই পান করে।

* * * *

কেবল ঈশ্বরই! জীবিত ও মৃত সকল মানুষের নিগূঢ়-তত্ত্ব কে জানে? একমাত্র ঈশ্বর! পরমাণুশক্তির উজ্জ্বল চক্ষু উন্মীলন করার ও সৃজনের নৃত্য আরম্ভ হবার পূর্বে কে মহাশূন্যে বিশ্রামরত ছিলেন? একমাত্র ঈশ্বর।

আমরা জানি না আমরা কোন্ এক রহস্যাবৃত রাজত্ব থেকে এখানে এসেছি; আবার এও জানি না যে আমাদের শীঘ্রই কোথায় ফিরে যেতে হবে। আমাদের এই বাধ্যতামূলক পরিভ্রমণের কারণ কে বলে দিতে পারেন? একমাত্র ঈশ্বরই।

কর্মফলের সূত্র নিয়ে আমরা এই জটিল জীবনের নক্সা তৈরী করে চলেছি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীন ইচ্ছাই এই নক্সাগুলির প্রতীক। কে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে এদের ভেতর লুকান ঐক্যকে দেখেন? কে মানুষের নানাপ্রকার সৃজনশীলতার অভিব্যক্তিগুলির সমন্বয় বিধান করেন? একমাত্র ঈশ্বর।

মহাকাশের রহস্যাবৃত কক্ষ সকল থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য প্রাণীর শোভাযাত্রার প্রারম্ভ ও সমাপ্তির কথা কে জানেন?

কে বলে দেবেন পৃথিবী নামে এই গ্রহে আসা অসংখ্য যাত্রীর দল মৃত্যুর যাদু-যষ্ঠীর স্পর্শ মাত্রেই অদৃশ্য হয়ে গিয়ে বর্তমানে কোন্ আকাশ আলয়ে বাস করছেন? একমাত্র ঈশ্বর।

আমাদের প্রিয়জনেরা আমাদের চিরদিনই ভালবাসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু যখন তাঁরা মহানিদ্রায় মগ্ন হন তখন তাঁরা পৃথিবীর স্মৃতি একেবারে ভুলে যান। তা হ'লে তাঁদের প্রতিশ্রুতির কি দাম আছে? ভাষায় প্রকাশ না করেও কে আমাদিগকে চিরদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ভালবেসে চলেছেন? যখন সকলেই আমাদের ভুলে যান, তখন কে আমাদের স্মরণ করেন? যখন আমরা এই পৃথিবীর সকল বন্ধু বান্ধবকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হব তখনও কে আমাদের সঙ্গে থাকবেন? সেই একমাত্র ঈশ্বর।

মানুষ তার নিজ ভূমিকার অভিনয় শেষ করে মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়। আবার সময়ের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবার জন্য নব কলেবরে ফিরে আসে। কে সকল মানুষের পূর্ব পূর্ব ভূমিকাগুলি অভিনয়ের কথা মনে রাখেন? কাহার জানা আছে তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকার কথা? কে তাদের নানা বিফলতার উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে তাদের অসংখ্য জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের রহস্যাবৃত নিলয়ে নিশ্চিতভাবে পরিচালিত করেন। একমাত্র ঈশ্বর।

তিনি কেন এই খেলা খেলছেন এবং কেনই বা তিনি এই তথ্যকে আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখে মাত্র তার যৎসামান্য অংশ আমাদিগকে—যারা তাঁর সন্তান—জানতে দিচ্ছেন, তার রহস্য একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

যখন আমরা জড় দেহের মোহ হ'তে মুক্ত হই তখনই আমরা এই স্ফিংক্সতুল্য বিভ্রান্তকারী জীবন রহস্যের সমাধান করতে সমর্থ হই। কে তবে আমাদের এই মহাজাগতিক জীবনধারার চরম মীমাংসার সূত্রগুলি ধরিয়ে দেবে?

একমাত্র ঈশ্বর!

* * * *

ত্যুর প্রত্যুত্তর এই জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্নকারী তোমার স্বর্গীয় রথ আমার আত্মাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। তখন আমি বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে ভেবেছিলাম যে কোন্ তারকা-চিত আচ্ছাদনের নীচ দিয়ে আমাকে উড়ে যেতে হবে ও কোন্ অচেনা দেশসমূহের ভেতর দিয়ে আমাকে চলতে হবে।

আমি মহাজগতের অনুশাসনবদ্ধ স্বর্গীয় দূতকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি নীরবে এই উত্তর দিলেন—

"নিত্য বিবর্তনময় জীবন ধারার আমি পরিচালক। আমাকে রাচর ভুল করেই বলা হয় মৃত্যুর করাল মূর্তি। কিন্তু আমি তামার ভাই, তোমার উদ্ধার কর্তা, মুক্তিদাতা, বন্ধু ও দেহ যন্ত্রণার কল বোঝা নামিয়ে নেবার মালিক। আমি এসেছি তোমাকে এই ভাঙা স্বপ্নের উপত্যকা থেকে ফিরিয়ে এক মনোমুগ্ধকর জ্যোতির্ময় জ্যে নিয়ে যেতে, যে রাজ্যে দুঃখ বেদনার বিষাক্ত বাষ্প ওঠে না।"

"আমি তোমার আত্মারূপ পাখীকে তার দেহ মমতার খাঁচা থেকে রিয়ে দিয়েছি। দেহ-অস্থির গরাদগুলির পেছনে দীর্ঘকাল রারুদ্ধ থেকে তুমি—অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ খাঁচার ভেতরে থাকতেই ভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে। তুমি কিন্তু সর্বদাই মুক্তি পাবার জন্য ব্যাকুল লে। এখন নির্ভয় হও, তুমি সমগ্র আকাশে পরিভ্রমণ করিবার ধিকার অর্জ্জন করিয়াছ।"

হে পৃথিবীর ক্ষণিকের অতিথি, তুমি পুনরায় মনোরম আকাশমার্গে বেশ কর। পুনরায় খুঁজে নাও তোমার স্বর্গীয় আবাস।

* * * *

ানের পূর্ববর্তী ার্থনা হে জগৎপিতা, আমি আমার অনুতাপের পবিত্র সলিলে আমার হৃদয়মন্দির ধৌত করতে চাই। আমার নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়গুলি—আমার

দিনের আশ্রিত অজ্ঞানতা এখন তোমার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত হবে বলে ভীত-কম্পিত অবস্থায় অপেক্ষা করছে।

আমার ছোট ছোট প্রার্থনাগুলি তোমার প্রতীক্ষায় সসম্মানে জেগে উঠেছে। বহু উচ্চে উড্ডীয়মান জ্যোতিচক্রাদিরূপ মন্দির ঘণ্টার সমতালে আমার সদ্যোজাত প্রার্থনাপ্রসূত আনন্দগুলি নৃত্য করছে।

আমার প্রার্থনার জয়ঢাক তোমার উদ্দেশ্যে গভীরভাবে বেজে উঠেছে। আমার স্বচ্ছ নয়নাশ্রু দিয়ে গড়া ও তোমার প্রতি আমার প্রেম দিয়ে উজ্জ্বল করা জপ-মালায় তোমার নাম পুনঃ পুনঃ জপ করি। এস পরমাত্মা, এস !

* * * *

আমাদের নির্মল নদীগুলি তোমার সাগরেই পৌঁছায়

হে মহাসাগরের দেবতা, তুমি আমাদের আনন্দের ছোট ছোট নদীগুলি নিয়ন্ত্রিত কর, যাতে তারা স্বল্পস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখের বালিরাশির মধ্যে পথ-ভ্রষ্ট না হয়।

আমাদের সমবেদনার শাখানদীগুলি যেন বিষাদময় স্বার্থপরতার মরুভূমিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়।

আমাদের স্নেহরূপা ছোট ছোট সঙ্গীবিহীন ও পৃথক ভাবে প্রবাহিতা উপনদীগুলি যেন তোমারই অনন্ত প্রেমের হ্রদে গিয়ে মেশে।

আমাদের সংকীর্ণ জীবন নদীগুলি তোমার আশীর্বাদ-রূপ মুষলধারার বৃষ্টিপাতে যেন সুপ্রশস্ত হয় আর তা বিনয়, স্বার্থত্যাগ ও অন্যের প্রতি সহানুভূতির নিম্নভূমির ভেতর দিয়ে প্রবাহিতা হয়ে নির্মলভাবে আশীর্বাদের সাগরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

* * * *

আমাকে দিব্য প্রেমের উৎসাহ দাও

হে পরমাত্মা, কৃপণেরা যেমন সর্বান্তঃকরণে টাকার পূজা করে ঠিক্ তেমনি করে আমাকে মনে প্রাণে তোমার আরাধনা করতে শেখাও। মাতালেরা যেমন প্রগাঢ়ভাবে মদে আসক্ত হয় আমিও যেন ঠিক্ তেমনি ভাবেই তোমার প্রতি অনুরক্ত হই। ভ্রান্তপথে পরিচালিত ব্যক্তিগণ যে একগুঁয়েমি নিয়ে তাদের কু-অভ্যাস গুলিতে লিপ্ত থাকে আমিও যেন ঠিক সেই ভাবেই তোমাকে ধরে থাকি। সংসারী লোক যেমনভাবে বিষয় সম্পত্তির জন্য একান্তভাবে কামনা করে, আমাকেও উদ্বুদ্ধ কর যাতে তোমাকে পাবার জন্য আমার সেইরূপ ব্যাকুলতা জাগে।

জননী যেমন সদ্যোজাত শিশুটির প্রতি নিবিষ্টচিত্ত থাকেন, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ নিবিষ্টচিত্ত হইবার কামনা করি। তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্তেরা যে আত্মত্যাগের দ্বারা তোমাকে পেতে চেষ্টা করেন, তোমাকে পাবার জন্য আমাকেও সেইভাবে পরিচালিত কর।

হে দেব-দূতগণ পূজিত, আমি যেন প্রকৃত প্রেমের চরম ব্যাকুলতা নিয়ে তোমাকে নিত্য হৃদয়ে পোষণ করতে পারি।

* * * *

পরম মুল্যবান্ মুক্তার জন্য ডুব দেওয়া

হে রত্নসম্ভারে পূর্ণ অতলস্পর্শী সমুদ্রলোক, তোমার জ্ঞান-মুক্তা সমূহ আহরণের জন্য আমি ধ্যান-সাগরের গভীরে ডুব দেবো।

নিজেকে ইন্দ্রিয়রূপী হাঙ্গরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিবেকরূপী শাণিত ছুরিকা সঙ্গে নিয়ে অদম্য বিশ্বাসে ডুব দিতে আমাকে শেখাও।

যদি আমি একবার বা বহুবারের চেষ্টাতেও মুক্তা আহরণে কৃতকার্য

না হই তাতে যেন আমার এমন বিশ্বাস না আসে যে প্রধান রত্নসম্ভারের কেন্দ্রস্থল শূণ্য। পক্ষান্তরে, আমি যেন নিজ সন্দেহ ও পদ্ধতিবিহীন ডুবকাটার দোষ ত্রুটিগুলি দেখতে পাই।

আমার পবিত্র অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আমাকে চালিত কর যাতে আমি আত্ম-চেতনার গুপ্ত-সমুদ্রে পরম মূল্যবান্ মুক্তাসমূহ আবিষ্কার করতে পারি।

* * * *

আত্মোন্নতি রূপ তোমার ঈগল পাখী

সংকীর্ণতার ধূলাময় গলিসমূহ ও গোঁড়ামীর বহু উর্দ্ধে উড্ডীয়মান তোমার আত্মোন্নতির ঈগল পাখীর মত আমাকে ক'রে তোলো। আমাকে পৃথিবীর কোলাহল ও সূর্যকে অবরোধকারী মেঘপুঞ্জ ছাড়িয়ে উর্দ্ধে, বহু উর্দ্ধে ডেকে নাও।

আমি যেন অভ্রান্ত জীবন যাপনের সমন্বয়পূর্ণ ডানায় ভর করে তোমার প্রতি দ্বিধাহীন পরিষ্কার বিশ্বাসে তোমার অনন্যসাধারণ রাজ্যে উঠে যেতে পারি। অগ্নি-পরীক্ষার সকল ঝড়-ঝাপ্টার উর্দ্ধে তোমার স্বর্গীয় নীড়ে উঠে যেতে চাই।

হে প্রভু, আমাকে আত্মোন্নতিরূপ তোমার ঈগল পাখী করে নাও।

* * * *

ইন্দ্রিয় দাসত্ব থেকে আমাকে মুক্ত কর

হে পরম শুদ্ধির অনাদি আত্মা! আমাকে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-লালসা থেকে মুক্ত কর। জ্ঞানের শুভ্র-উত্তাপে আমার পুঞ্জীভূত মরিচা দূর কর। কঠোর অসহযোগের দ্বারা যেন আমি আমার ইন্দ্রিয়গুলির সকল অবৈধতা দমন করতে পারি।

আমাকে পরিচালিত কর কেবলমাত্র তোমার ইচ্ছার সঙ্গে সহযোগিতা করতে,—ঐক্যের সঙ্গে আমার ছোট ছোট স্বরগ্রামগুলি বাজিয়ে, ছোট ছোট কাজগুলি সুসম্পূর্ণ করে ও ছোট ছোট গানগুলি ঠিকমত গেয়ে তোমাকে শুনিয়ে।

আমাকে উদ্বুদ্ধ কর আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত করতে ও তাদের সুচারুরূপে সংযত করতে যাতে তারা আমাকে প্রকৃত সুখ প্রদানে আগ্রহশীল হয়। তাদের পরিচালিত কর তারা যেন যে নীরবতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও অনিন্দনীয়তার জন্য তাদের তুমি গড়েছ সেই সব গুণে আনন্দের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে।

যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি ঘরকে হয় আলোকিত না হয় ধ্বংস করতে পারে, তেমনই মানুষের ক্ষমতাও হয় তার জীবনকে গৌরবান্বিত অথবা শ্মশানতুল্য করে তোলে। অতএব এই শিক্ষা দাও যাতে তুমি আমাকে যে ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি একান্ত বিশ্বাসে অর্পণ করেছ তার যথাযথ নিয়োগ করতে পারি।

আমার ইন্দ্রিয় লালসাগুলিকে আত্মদর্শনের প্রবল ইচ্ছায় রূপান্তরিত কর। হে পরমাত্মা! আমি যদি কখনও তোমার কাছ থেকে দূরে ইন্দ্রিয়-লালসার পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তখনই যেন আমার মনে পড়ে তোমার শাসন-দণ্ডের কথা।

* * * *

হে মহা জাগতিক কুম্ভকার! তুমি চির-ব্যস্ত

হে বিশ্বপিতা, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, তোমার সকল সৃষ্ট জীবকে এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে এই বিশ্বসৃষ্টির কাজ পরিচালনায় আমাদেরও তোমার দায়িত্বের অংশ দেবার জন্য। আমরা তোমার মানব শিশু, আমরা যেন কখনও

আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের লঘুত্ব বা গুরুত্বের জন্য তোমার কাছে কোন অভিযোগ না জানাই।

তুমিই ত' মধুমক্ষিকাদের কর্মব্যস্ত করে রেখেছ, শাবকদের প্রতিপালনের জন্য প্রাণীদের, ও তরুলতার ওপর বারিবর্ষণের জন্য আকাশের কালো মেঘগুলিকে ব্যস্ত রেখেছ?

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু, সুবৃহৎ প্রাণীখাদক জন্তু ও বৃহদায়তন অগ্নিবর্ষী গ্রহ-উপগ্রহগণ যেগুলি মহাকাশে উজ্জ্বল হয়ে আছে তারা সকলেই তোমার কিছু না কিছু কাজ করে যাচ্ছে।

হে মহা সাবধানী দেবতা, হে সর্বাধিক ব্যস্ততার স্বরূপ, তুমি একটি চড়াইপাখীর পতনও লক্ষ্য করছ, কারও গায়ে একটু আঁচড় লাগলে তার কাছে আসছ, আবার উল্কাপিণ্ডগুলির পথেও ঘুরছ।

তুমিই ত' তোমার কর্ম-চঞ্চল আঙ্‌ুলগুলির সাহায্যে পৃথিবীর এই মাটীর গোলকটি গড়েছ, তুমিই'ত ঐটিকে সূর্য-রশ্মির আকর্ষণে বদ্ধ করে তার চারদিকে সুশৃঙ্খলিতভাবে ঘোরাচ্ছ।

হে মহা জাগতিক কুম্ভকার, তোমার জীব সৃষ্টিকারী চাকার ওপর তুমি অনন্তকোটি অথচ একটি অপরটির মত নয় এমন মাংস-দেহ তৈরী কর, আর তৈরী কর মানুষের অমর আত্মা থাকবার ভঙ্গুর যান-বাহন সকল।

তোমার সৃষ্টির গুপ্ত কারখানায় সব কিছুই তৈরী হয় অর্থাৎ সমস্ত আসবাব পত্র ও সাজসরঞ্জাম,—যেগুলি তোমার সন্তানগণের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঘরগুলির জন্য কাজে লাগে।

তুমিই মূলস্বরূপ, সৃষ্টিকারক এবং প্রকৃতিজাত দ্রব্যসম্ভার নিত্য নিয়মিতভাবে প্রদর্শনকারক। তুমিই মহাবিক্রেতারূপে জীবনরূপ কলা-নিপুণতার নবাগত নিদর্শনগুলির বিশেষ দাম বেঁধে দাও।

তোমার সমবায় পদ্ধতি এই চায় যে মানুষ তোমার অসীম করুণার

দাম দিক্। বলকারী খাদ্য পাবার জন্য মানুষকে হয় টাকা অথবা চাষের জমিতে পরিশ্রম করতে অবশ্যই হয়; তাকে তার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সাবধানতা ও স্থৈর্য অবলম্বন করতে হয়, ও তার মনের আরাম-দায়ক কুটীরটিতে উপযুক্তরূপে বৈদ্যুতিক আলো ও শক্তি নেবার জন্য তাকে স্বেচ্ছায় অধ্যয়ন ও আত্মোন্নতিরূপ মুদ্রা দিতে এগিয়ে আসতে হয়। আর তাকে তোমার আগমনের জন্য তার অন্তঃস্থল পরিশ্রম সহকারে খনন ক'রে সুপবিত্র প্রার্থনার জলের ফোয়ারা আবিষ্কার করতে হয়।

জড় জগতের সমস্ত বস্তুই কেনা বা বেচা যায়, কিন্তু হে অমূল্যনিধি তুমি বিক্রয়ের অতীত।

একদিন তোমার প্রতিটি সন্তান তার ভেতরের দিব্য শক্তির কথা উপলব্ধি করতে পেরে নিজের মধ্যে ফিরে যাবে। তখনই তোমার অফুরন্ত করুণা, যাহা নিত্য বিনামূল্যে বিতরিত হয় তা নেমে আস্‌বে।

* * * *

সকলকে ভালবাসার একটি ফুলের তোড়া তোমাকে দিই

আমাদের পক্ষে অপরকে ভালবাসা সম্ভবপর হয় কেবলমাত্র এই কারণে যে আমরা তোমার কাছ থেকে স্নেহের অনুভূতি শক্তি পেয়েছি। অতএব তুমি আমাদের উদ্বুদ্ধ কর যেন তোমাকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা দিতে পারি।

তুমি আমাদের পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, বিবাহিতা সঙ্গিনী, পুত্রাদি এবং বন্ধুবর্গ দিয়েছ যাতে আমরা এই বিভিন্ন সম্পর্কসূত্র থেকে লাভ করা নানা ধরনের ভাবধারা দিয়ে তোমাকেই ভালবাসতে পারি।

হে দিব্য প্রেমিক, হে পরমাত্মীয় মহারাজা, মানুষকে ভালবাসার সমস্ত রকম ফুলের একটি তোড়া তৈরী করতে আমাকে শেখাও ও সেটি তোমারই বেদীমূলে অর্পণ করতে দাও।

যদি আমার আনুগত্যের প্রমাদবশতঃ এখনই তোমাকে ঐরূপ একটি সম্পূর্ণ ফুলের তোড়া দিতে অসমর্থ হই, তা হলে আমি একটি মহা দুর্লভ ফুল তুলেই তোমার পায়ে দেবো। প্রভু! তুমি সেটি গ্রহণ করবে ত'?

* * * *

হে পরমাত্মা, আমরা তোমারই পূজার জন্য একত্রিত হই

হে পরমাত্মা আমরা সকলে তোমার আরাধনার জন্য বিভিন্ন ভাবযুক্ত একটি গম্বুজবিহীন ও পরিমাপহীন সার্বজনীন দেব-গৃহ তৈরী করেছি। সেখানে একান্ত সম্মানের কুলুঙ্গিতে, সমস্ত হিন্দুর মন্দির থেকে, ইহুদিদের ভ্রাম্যমান উপাসনার তাঁবু থেকে, বৌদ্ধগণের বিহার থেকে, চীন ও জাপানীদের প্যাগোডা থেকে, এবং খৃষ্টানগণের গির্জা থেকে জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক-বর্তিকা এনে বসিয়ে দেবো।

আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দিব্য-প্রার্থনার পরম ঐক্যের সৌরভ ধূপের ধোঁয়ার ন্যায় পাক্ খাওয়ার ভঙ্গিতে তোমারই দিকে উঠে চলেছে। প্রেম-পূর্ণ অব্যক্ত ভাষায় আমরা তোমার শিরে স্তুতিধারা বর্ষণ করি।

আমাদের স্তব্ধতার গভীরে 'ওম্'রূপ মহা বাদ্যযন্ত্রে সকল পবিত্র আকাঙ্ক্ষার ধর্মসংগীত, সকল অশ্রুবারির বেদনা এবং সকল আনন্দের মহোচ্ছ্বাস বেজে চলেছে।

আমরা তোমার সকল সন্তানগণ এই প্রাচীর-বিহীন পরমাত্মার নিকেতনে মহা ঐক্যবদ্ধ।

হে সর্বজন পিতা,* (১) আমেন্, (২) হুম্, (৩) আমিন্ ও (৪) ওম্, আমরা সকলেই তোমাদের দিব্য-আনন্দ পূর্ণ করুণা উপলব্ধি করি।

* * * *

ভক্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

আমি হতে চাই নায়েগ্রার জলপ্রপাত। যেন ওরই মত আমার আনন্দধারা বজ্রনাদে ও অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। সেই স্রোতের শক্তিশালী প্লাবনে যেন অন্যের দুঃখ কষ্টরূপ কাঠের সমস্ত গুঁড়িগুলি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

আমি হব একটি আনন্দের ঝঞ্ঝা। আমি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যাব সকল বেদনার কড়িকাঠ ও সৌধগুলি। অনন্ত মনের ওপর দিয়ে পশুবেগে ছুটে চলে আমি তাদের সকল বিপদ দূর করব।

আমি রাত্রিকালীন বিদ্যুৎ ঝলকের মত এক নিঃশ্বাসে তোমার অবর্ণনীয় সৌন্দর্য যাহা মানুষের বুজিয়ে থাকা চোখের অন্ধকার আবরণে দীর্ঘকাল লুকিয়ে ছিল তা প্রকাশ করে দেব।

আমি তোমার আশীর্বাদের চন্দ্রকিরণরূপে পৃথিবীর সকল ক্লেশ দূর করতে চাই।

আমি হব সেই আলোকের রশ্মি যাহা দূর করবে মানুষের চিন্তা-ধারার গহ্বরে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারকে। তোমার কৃপায় চকিতে উদয় হওয়া জ্ঞানের শরজাল যেন অনন্তকালের সঞ্চিত ভ্রান্তি সকল দূর করে।

* * * *

আমি তোমার একটি ছোট্ট টুন্ টুনি পাখী

আমি তোমার একটি ছোট্ট টুন্ টুনে পাখী. তোমারই শক্তিতে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি ও নিয়তই তোমাকে খুঁজছি।

আমি তোমারই একটি ছোট্ট পাখী, তোমারই দুর্লভ ফোটা ফুলের সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছি ও পরিণামে তোমারই রঙে রঙে উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় ফিরে যেতে প্রস্তুত হচ্ছি।

আমি তোমারই একটি ছোট্ট পাখী, আমার এই চঞ্চলতার ভেতর দিয়ে আমি তোমারই জয় গাথার সৃষ্টি করছি।

আমি তোমারই একটি ছোট্ট পাখী,—মহাজীবনের অনন্ত রঙে রাঙা ফুলের অন্তঃস্থলে আমার ঠোঁট্ ঢুকিয়ে দিচ্ছি। তোমার করুণা যেন আমাকে রক্ষা করে; দেখো যেন আমি কোন বিষবৃক্ষে মুখ না দিয়ে ফেলি।

আমি তোমারই একটি ছোট্ট টুন্‌টুনে পাখী, পথের ধারে ফুটে থাকা মানব-জীবনের মধুময় ফুল থেকে ও তোমার মহিমাময় পবিত্র বাগান থেকে আমি প্রতি চুমুকেই অমৃত পান করছি।

* * * *

তোমার হৃদয়ে আমাকে একটি ক্ষুদ্রতম স্থান দাও

হে বিশ্বস্রষ্টা, তোমার স্বপ্নঘেরা বাগানে আমাকে একটি উজ্জ্বল ফুল করে ফুটিয়ে তোল। অথবা তোমার স্বর্গরাজ্যের মহামাল্যে আমি যেন একটি দীপ্তিময় ছোট তারার মত তোমার অনন্ত সূত্রে গাঁথা বিশ্বপ্রেমের একটি উজ্জ্বল কণ্ঠহার হতে পারি।

অথবা আমাকে সর্বোচ্চ সম্মান দাও, যেটি হ'ল তোমার হৃদয়রাজ্যে একটু ক্ষুদ্র স্থান। সেই স্থানটুকু থেকে আমি জীবনের পবিত্রতম দৃশ্যগুলি দেখব।

হে স্বপ্নজাল বোনার পরম তন্তুবায়, তুমি আমাকে আত্মোপলব্ধির একটি নরম কার্পেট বুন্‌তে শেখাও, যার ওপর দিয়ে তোমার প্রেমে প্রেমিকের দল দিব্য জাগরণের মন্দিরে যাবার সময়ে পা ফেলে যাবেন।

আমি কি সেই দেবদূতগণের সঙ্গে যোগদান করতে পারি, যাঁরা তোমার পূজার বেদীমূলে নিত্য নব অনুভূতি ও প্রেরণার পুষ্পস্তবকের অর্ঘ দেন ?

* * * *

তোমার আলোই সর্ব সৃষ্টির রূপে পরিবর্তিত হয়

হে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্তনশীল দিব্যালোক ! কি সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে, কি স্নিগ্ধপ্রদ চন্দ্রালোকে তুমি অপরিদৃশ্যমান ও অননুভবনীয়। মহাকাশের আলোগুলি কেবল পুরাণো প্রকৃতির রূপ প্রকাশ করে মাত্র, তোমার রূপ নহে।

উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান বস্তুতন্ত্রের এই জগৎ আমার কাছে অন্ধকারময় বলেই মনে হয়। তোমার সমস্ত সৃষ্টির প্রকৃত স্বরূপের ভেতরে লুকান পরম বিভূতি দেখতে আমার দৃষ্টিশক্তিকে শেখাও।

যখন আমি আমার এই চোখ দুটি বুজিয়ে স্বয়ংকৃত অন্ধকারের আবরণের ভেতরে বসব তখন তুমি আমাকে দিব্যানুভূতির অরুণালোকের ছটায় ভরিয়ে তুলো। তোমার মহা-সক্রিয়তার মাংগলিক নৃত্যের ভেতর যেন ধ্যান দৃষ্টিতে তোমাকে ঠিক্‌মত দেখতে পাই

* * * *

তুমি জননীর ন্যায় প্রকৃতিতে পরিদৃশ্যমান

হে অজাত, অনাদি, অতলস্পর্শী, ও অনন্তস্বরূপ পরমাত্মা! যদিও তুমি দূরস্থিত ও জ্ঞানের অগোচর তবুও সেই জ্ঞানের ভেতর দিয়েই প্রকৃতিরূপা মাতৃ মূর্তিতে যাহা রূপের ভেতর ও সসীমে প্রকাশিত তাতেই তুমি মূর্ত, নিকটবর্তী, ও প্রিয় হয়ে ওঠ। প্রকৃতির সেই নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল চোখ দুটির ভেতর দিয়ে মানুষ দেখতে পায় তোমারই ত্রিগুণাত্মক নিষ্কলুষ মহিমা।

হে পরমা সৌন্দর্যের অধিশ্বরি! তোমার অনন্ত আকাশজোড়া বসন-ভূষণ চির এক ও চির বিভিন্ন। উহা প্রভাতের স্নিগ্ধতায়, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ডতায়, সন্ধ্যার পরিবর্তনশীল অবস্থায় ও রাত্রির রহস্যময়ী আবরণে পূর্ণা।

আমি অনিমেষ নয়নে তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি,—দেখি ঐ মুখচ্ছবি সূর্য্যের আভ্যন্তরীণ দীপ্তিতে মহোজ্জ্বল ও চন্দ্রের রাত্রি-স্নিগ্ধকর প্রতিবিম্বে সুশীতল। তোমার জাগ্রতকারী বাতাসের সঙ্গে আমি আমার শ্বাস-প্রশ্বাস মিশিয়ে দেই। আমি তোমার মহাজাগতিক শক্তি আমার নাড়ীতে অনুভব করি ও সর্বজীবের চলাচলের ভেতর দিয়ে তোমার পদধ্বনি শুনি। মাধ্যাকর্ষণের বেগের ভেতর তোমার কর্মব্যস্ত হাতদুটি দেখি ও বৈদ্যুতিক চৌম্বক তরঙ্গের ভেতরে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে লক্ষ্য করি তোমার নিয়ন্ত্রণ শক্তির ধারা। তোমার কর্ম কঠোর জীবনরূপ আকাশের রোমকূপ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতে দেখি, যা জীবনী শক্তিরূপ বারিধারায় বর্ষিত হয়। আরও দেখি যে তোমারই শোণিত-প্রবাহ মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্ত-বর্ণে, নদী উপনদীতে স্ফটিক-স্বচ্ছজল-ধারায় ও মহাসাগরের জলে নির্মল নীল রঙে প্রবাহিত হচ্ছে।

হে মহা মৌনের পরম বাণী, হে দিব্য অন্তর্বচনবিদ্, তোমার

প্রতিধ্বনি শঙ্খধ্বনির ভেতর, সমুদ্রগর্জনের জয়ঢাকে, পাখীর কলতানে ও স্পন্দমান জগতের গুপ্ত ওঁঙ্কার ধ্বনিতে শুনতে পাই।

হে অফুরন্ত দানের অধিশ্বরি! প্রাচ্য-নীতিতে আমি যথারীতি উপচারে তোমার পূজা করতে চাই। আমার মনোমন্দিরে সমন্বয়ের ঘণ্টা বাজাই, তোমার বেদীমূলে ভক্তিপুষ্পের অর্ঘ দেই, ও দিব্যভাবের বর্তিকা ও প্রেমের ধূপ জ্বেলে দেই।

হে আমার মহাজাগতিক প্রতিমূর্তি, রামধনুর মুকুটপরা, গলায় দোলা ছায়াপথের মুক্তায় গাঁথা ফুলের মালা ও উজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্ররূপ হীরা বসান আংটি পরা সেই পরম পুরুষ, তোমাকে প্রণাম করি।

* * * *

হে পুণ্যময়, তুমি পাপকর্ম্ম অপেক্ষা বহুগুণ মনোমুগ্ধকর

হে পরমাত্মা! তুমি আমাদের এই শিক্ষা দাও যেন আমরা ধর্মকে ভয়ের ভেতর দিয়ে ভক্তি না করে তাকে যেন প্রেমের ভেতর দিয়ে ভক্তি করি। আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারি যে তোমার ধর্মানুশাসন মেনে চ'ললে একদিন না একদিন আমরা তোমার করুণার নির্মাল্যের মুকুটে ভূষিত হবই।

তুমি আমাদের সুখ শান্তি যথাযথভাবে সুরক্ষিত করে রাখবার নির্দেশনামা জারী করে দিয়েছ। এখন আমরা যেন দুঃখকষ্ট প্রদান-কারী ভ্রান্তিমূলক পথগুলি এড়িয়ে চলতে পারি। আমাদের বুঝতে দিও যে পাপের অপেক্ষা ধর্মের পথ শতসহস্রগুণে মনোমুগ্ধকর।

তুমি আমাদের এটাও বুঝতে সাহায্য ক'রো যে পাপ আপাততঃ আনন্দপ্রদ হলেও পরিণামে বিষবৎ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু যা সৎ তা আমাদের সাধারণ রুচিতে গোড়ার দিকে তিক্তবৎ মনে হলেও অন্তে অমৃততুল্য হয়ে ওঠে।

* * * *

উন্নতির সঠিক চিন্তা

তুমি আমার পিতা, আমি তোমা হ'তেই উদ্ভূত। তুমি পরমাত্মা, আমি তোমারই প্রতিমূর্তিতে গঠিত। তুমি এই বিশ্বজগতের সৃজক ও পালক। ভাল হই বা মন্দ হই আমি তোমারই একটি সন্তান এবং আমিও এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণের অধিকারী।

আমি বকাটে ছেলে, তাই আমি আমার বিশ্ব-জাগতিক প্রাচুর্যপূর্ণ ঘর থেকে দূরে স'রে রয়েছি। আমাকে সাহায্য কর যাতে আমি আমার মনকে তোমারই মনের মাধ্যমে চিন্‌তে পারি। আমাকে প্রসারিত কর, যাতে আমি বারে বারে অনুভব করতে পারি যে আমি তোমার হ'য়েই তোমার ভেতরে রয়েছি।

আমার মনকে উদ্ধার কর। উহা এখন বিভ্রান্তিকর চিন্তার তুফানে বাত্যাতাড়িত জাহাজের মত সংকীর্ণ চিন্তাধারার ছোট দ্বীপে আটকে পড়েছে।

তোমার কৃপায় আমি আবার সর্বব্যাপী পরমাত্মা-স্বরূপ নিজ সৎ স্বভাবকে অন্তরে পুনরাবিষ্কার ক'রে বস্তুজগতের প্রভাবের ওপর আধিপত্য ক'রব।

* * * *

তুমিই মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য

দৃষ্টিশক্তিহীন মানুষ কি আলোর মহিমা উপলব্ধি করতে পারে? বধির কি সুরের মাধুর্য্য জানতে পারে? স্বেচ্ছাচারিতায় যারা অন্ধ তারা কি আত্ম-সংযমের সূর্য থেকে নেমে আসা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের রশ্মি দেখতে পায়? জড় জগতের ধনৈশ্বর্যে মত্ত ও অধ্যাত্ম চেতনাহীন বিভ্রান্ত ব্যক্তিরা কি জান্‌তে পারে শান্তিরূপ ধনের কি মহিমা?

হে বিশ্বপিতা, তুমি আমাদের সদসৎ বিচার শক্তি বাড়াতে সাহায্য

কর।' আমরা যেন মায়াময় ও সীমাবদ্ধ জড়বস্তুর আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তিতেই সন্তুষ্ট না থাকি।

হে অনন্তস্বরূপ, হে পরমরত্ন, তোমাকে উপলব্ধি করবার চরম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করতে শেখাও।

* * * *

হে পরমাত্মা, আমি তোমাকে সকল ধর্ম্ম-মন্দিরে পূজা করি

হে আনন্দস্বরূপ পরম দেবতা, তুমি শান্তির মন্দিরে আবির্ভূ'ত হও। হে মঙ্গল-নিদান, তুমি আমার ধ্যানের কেন্দ্রে প্রবেশ কর ও তোমার উপস্থিতির দ্বারা আমাকে পবিত্র কর।

হে আল্লারূপ পরমপুরুষ, তুমি আমার পবিত্র আকাঙ্ক্ষারূপ মসজিদের মিনার থেকে দৃষ্টিপাত কর। এখন আমার মনোরূপী মসজিদ থেকে স্থিরতার ধূনা ও গুগ্‌গুলের সৌরভ বাহির হ'চ্ছে।

আমার অন্তঃস্থলরূপ বৌদ্ধ-বিহারের বেদীমূলে আকাঙ্ক্ষা শূণ্যতার পুষ্পস্তবক অর্পণ করি। ঐ পুষ্পস্তবকের সৌন্দর্য, ওগো পরমাত্মা, সে'ত তোমারই

মানুষের হাত দিয়ে তৈরী নয় ইহুদীদের মরুভূমিতে ভ্রাম্যমান প্রার্থনা-তাঁবুর ভেতরের দিব্যাধারের প্রতি আমার মাথা নোয়াই ও তোমার আদেশ বাক্য পালনের শপথ নিই।

হে স্বর্গীয় পিতা, আত্মনিবেদনের স্বচ্ছ পাথরে গড়া অপরিদৃশ্যমান গির্জায় তুমি প্রার্থনার নিত্য-নূতন এই অকিঞ্চিতকর হৃদয়-নির্মাল্য নাও।

* * * *

আমি যেন অভ্যাস অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তার দ্বারা কাজ করতে পারি

হে পরমপিতা, আমাকে এই শিক্ষা দাও যেন আমি ইন্দ্রিয়লালসার অস্থায়ী সুখের অপেক্ষা আত্মানন্দের স্থায়ী সুখ অন্বেষণ করতে পারি।

আমার আত্মশক্তিকে দৃঢ়তর কর যাতে আমি সকল কু-অভ্যাসগুলি অতিক্রম করতে এবং ধ্যান ও অধ্যাত্ম শক্তিসম্পন্ন সঙ্গীগণের প্রভাবে নিজেকে উন্নত ক'রে তুলতে পারি।

আমাকে এই জ্ঞান দাও যাতে আমি আনন্দের সঙ্গে ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে পারি। যেন আমি হিতাহিত বিচারের আত্মশক্তি বাড়াতে পারি যাতে অন্তরের ক্ষুদ্রতম দোষ ত্রুটিগুলিও ধরা পড়ে ও আমাকে সততার বিনম্র পথে পরিচালিত করতে পারে।

আমি আমার জীবনকে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীন চিন্তা-শক্তির সাহায্যে পরিচালিত ক'রতে চাই। আমি চাই না কোন বাধ্যতামূলক কঠোর অভ্যাসের ভেতর দিয়ে চলতে।

* * * *

সুখ আমাদের জন্মগত অধিকার

হে ঈশ্বর, আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারি যে আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের মানসিক সুখভংগকারী সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবগুলিকে দমন করে রেখে অধ্যাত্ম উন্নতিতেই তৃপ্তিবোধ করতে অভ্যস্ত হই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই সুখী হতে পারি না। আমরা যেন বুঝতে পারি যে এলোমেলো চিন্তার ভেতর দিয়ে সুখ আসে না, সুখ আসে আমাদের সমস্ত ভাবধারা ও কার্যপ্রণালীর ভেতর দিয়ে তাঁকে রূপায়িত ক'রে তোলবার প্রচেষ্টায়।

আমরা যে কোন সাধারণ কাজ করে যাই না কেন, তার ভেতরে সেই এক দিব্য অন্তঃপ্রবাহিনী স্রোতকে, যাহা তোমার আশীর্বাদের গুপ্ত-নদী ও যাহা আমাদের শত সহস্র চিন্তাধারার বালিরাশির ও দুঃখকষ্টের প্রস্তরাস্তীর্ণ জমির নীচ দিয়ে চির-প্রবাহিতা হ'য়ে চলেছে, সেই দিব্য-স্রোতকে আমাদের অন্তরে অনুভব করতে শেখাও।

আমরা যেন সকল প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও পবিত্রতাপূর্ণ আনন্দের ভিতরে থাকতে শিখি, এই কথাটা জেনে যে সুখ আমাদের জন্ম-গত অধিকার ও লুকিয়ে রাখা স্বর্গীয় ধনসম্ভার।

তুমি আমাদের পথ দেখাও যাতে আমরা এই আত্মার ভেতরে খুঁজে বের করতে পারি সেই পরমরত্ন যাহা রাজা-মহারাজারও আয়ত্তের বাহিরে।

* * * *

দিব্য ত্রিশক্তির নিকট প্রার্থনা

হে ত্রিগুণাত্মক দেবতা! তুমি পূর্ণ মহিমায় ভরা ত্রিশক্তির সমন্বয় ও অবিচ্ছেদ্য একতার প্রতীক। হে সৎ তৎ ওম্, তুমি ঈশ্বররূপী পরম পিতা, নিগুর্ণ ও আদি সৃষ্টিকর্তা, আবার তুমিই ঈশ্বররূপী দিব্য সন্তান। তুমি সৃষ্টিচক্রের ভেতরে বসে খৃষ্টধর্মের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করছ, আবার তুমিই ঈশ্বর রূপে সর্বভূতে অবস্থিত হ'য়ে ওম্ ধ্বনির ভেতর দিয়ে স্বপ্রকাশিত হ'চ্ছ। তুমি আমাকে পূর্ণ জ্ঞানরূপ মহাসত্যের পথে পরিচালিত কর।

তোমার আদি-কারণ-গত সুসম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য আমার ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টাকে পরিচালিত কর। হে দুরধিগম্য পরমেশ্বর! আমি যেন আত্মোপলব্ধির পর্বত-চূড়ায় উঠতে ও সেই মহোজ্জ্বল শিখরে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে পারি।

* * * *

অনন্তের সুখী সন্তান

তোমার স্বতঃস্ফূর্ত ফোয়ারার মত আমি নিজ ইচ্ছাশক্তিকে গ'ড়ে তুল্‌তে ও নিয়োগ ক'রতে চাই; তবে তা কেবলমাত্র তোমার নির্দেশাধীনে থকে। হে জগৎ পিতা, যেন আমার সমস্ত কার্য আমাকে তোমার সুসম্পন্নতার স্বর্গরাজ্যের কাছে নিয়ে যায়।

আমি হব তোমার চির-অনন্তের একটি সুখী সন্তান, এই অনুভূতি নিয়ে যে তোমার এই দিব্য-সৃষ্টির মাঝে তোমার সন্তানগণ কেবলমাত্র নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা ও হতাশা নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য সৃষ্ট হয়নি।

তুমি আমাকে আলস্যের লজ্জাপ্রদ এই বন্ধন ছিন্ন ক'রতে শিক্ষা দাও। আমি যেন নিরলসভাবে সংকীর্ণতার বন্যপথের অন্ধকার দূর ক'রে আলোকোজ্জ্বল চির নূতন রাজ্যে যেতে পারি।

* * * *

মায়া-গুটিকা থেকে বেরিয়ে এস

হে পরম মাতা, তুমি নিত্যই নীরবে আমাদের ব'লছ, "তুমি দীর্ঘকাল ভ্রান্ত ধারনার গুটিকার ভেতরে রয়েছ। মৃত্যু-রূপ সিল্ক-ব্যবসায়ী এসে পৌঁছিবার পূর্বে তুমি ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে এস। বিলাসব্যসন প্রিয়তার অভ্যাসের যে সিল্কের বন্দীশালায় তুমি আট্‌কে আছ তার সূত্রগুলি কেটে ফেল।

দুর্বল চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন একটি ভ্রান্তির কীট হ'য়ে প'ড়ে থাকতে আর চেও না। ঐ মায়া গুটিকা থেকে বেরিয়ে এস। অধ্যাত্ম-চেতনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা তুমি নিজেকে একটি দিব্য ও উজ্জ্বল প্রজাপতিতে রূপান্তরিত কর।

সর্বস্থানে বিচরণশীল তোমার আত্মানুভূতির ডানা দু'টি সূর্য ও নক্ষত্রের দ্বারা সুশোভিত ক'রে প্রসারিত কর। তার পরে অনন্ত আকাশে ধীরে ধীরে উড়ে চল সমস্ত সৌন্দর্য্য-প্রিয়দের সেই পরম সুন্দরকে আকৃষ্ট করিয়ে।"

* * * *

হে মহাজাগতিক তড়িৎ শক্তির অভিজ্ঞ কারিগর, আমার শিরা উপশিরার তারগুলি মেরামত করে দাও

হে মহাজাগতিক তড়িৎশক্তির অভিজ্ঞ কারিগর তুমি এস ; আমার জীবন-নদীর তটবর্তী আত্মারূপ ছোট্ট কুটীরখানির সংস্কারের প্রয়োজন হ'য়েছে।

কালের বায়ুবেগে শিরাউপশিরারূপ ইলেক্‌ট্রিকের তারগুলি বিক্ষিপ্ত ও ছিন্ন হ'য়েছে। আমার ইন্দ্রিয়রূপ নানা রংয়ের ডুমগুলি আর উজ্জ্বল নেই।

হে সর্বদেহের পরম নির্মাতা, হে জীবনীশক্তির মহাতরঙ্গ সৃষ্টিকারী দিব্য উদ্ভব কেন্দ্র! আমার এই ত্রুটিপূর্ণ নিষ্ক্রিয় তাররূপ শিরাগুলি তোমার শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত ও পূর্ণ করে তোলো যাতে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আবার তোমার মহিমাতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমি হ'লাম ডুম ও তুমি হ'লে তার ভিতরের আলো। আবার এও সত্য ও উপলব্ধির চরম যে—"তুমিই ডুম ও তুমিই আলো।"

* * * *

আমি যেন তোমার সাগরে ডুবে গিয়ে সেখানে বাস করি

আমি আমার আনন্দের গান গাইতে গাইতে তোমার কাছে এসেছি। আমার আত্মার পবিত্র লৌহ সিন্দুক থেকে আগ্রহভরে তোমার জন্য রত্নসম্ভার এনেছি। আমার হৃদয়-মৌচাকে তোমার জন্য উপাসনার মধু আহরণ করেছি। আমার নিজের যা কিছু আছে সে সবই তোমার।

আমি মিথ্যা আকাঙ্ক্ষার মরুভূমিতে দগ্ধ হ'চ্ছিলাম। এখন

তোমার প্রেমসুধা পান করে আমার সকল বাসনা ও কামনা চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হয়েছে।

তোমার দিব্য-গন্ধের মহিমার ঝলক এখন আমার কাছে ভেসে আসছে। তোমার আশীর্বাদের অগ্নিশিখা থেকে আমার শান্তির বাতি জ্বলে উঠেছে।

আমি পৃথিবীর ভ্রমাত্মক মরুস্থানের মরীচিকায় পড়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এখন তোমার মহান্ আত্মার আনন্দপ্রদ তরঙ্গ এসে আমাকে যুক্ত করেছে। এখন আমি কি তোমার অতল সমুদ্রের তলে ডুবে গিয়ে সেখানে বাস ক'রতে পারি?

* * * *

আমরা তাপদগ্ধ শিশু, তোমার সাহায্যের জন্য সকরুণভাবে চীৎকার করছি

মিথ্যা সুখের মনোমুগ্ধকর আগুণ তোমার সন্তানগণকে আকৃষ্ট করে। বিবেকের নীরব বাণী জানিয়ে দেয় ঐ আগুণের উত্তাপ ও দাহিক শক্তির জ্বালাময় পরিণামের কথা, কিন্তু মানুষ প্রায়ই ঐ ক্ষণস্থায়ী উল্লাসকর অগ্নিশিখা ধরতে অন্ধ হয়ে ছোটে। অনেকে, তাঁদের আকাজ্ক্ষায় ভরা হাতগুলি ঐ লেলিহান্ অগ্নিশিখার ভেতরে ঢুকিয়ে দেন, ও পরিণামে ভীষণভাবে দগ্ধ হন। তখন তাঁরা তোমার সাহায্যের জন্যই সকরুণভাবে চীৎকার করেন।

হে পরম ধৈর্য্যশীল মহাবৈদ্য, তুমি সর্বদাই কাছে কাছে থাক, ক্ষমা ও প্রেমের মলম নিয়ে। তুমি আমাদের অন্তরস্থ সাবধান বাণীর প্রতি মনযোগ দিতে শেখাও যাতে আমরা অনাবশ্যকীয় যন্ত্রণায় ছটফট করে ও অসহায় আর্তনাদে তোমাকে বিরক্ত না করে যেন তোমাকে আনন্দপূর্ণ স্তুতি-গান শোনাতে পারি।

আমরা তোমার অবাধ্য সন্তান এবং জড়জগতের লেলিহান অগ্নিশিখা আমাদের প্রলুব্ধ করে। আমাদের এই শিক্ষা দাও যেন আমরা একমাত্র তোমার নামরূপ শক্তির তাপলেশহীন উজ্জ্বল শিখা নিয়ে খেলা ক'রতে শিখি।

* * * *

মানুষের প্রতি ভালবাসা দিব্য ভালবাসায় রূপান্তরিত হোক

হে মহাবিশ্ব জননি! আমাকে এই শিক্ষা দাও যেন আমি তোমার দেওয়া আমার অন্তরের ভালবাসাকে সীমাহীন সহানুভূতিতে বাড়িয়ে তুল্‌তে পারি।

আমি যেন আমার নিজ পরিবারবর্গের প্রতি ভালবাসার গণ্ডিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর বন্ধুত্বে ও সর্বজন সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারি। আমি যেন পুরস্কার পাবার প্রতীক্ষার মনোবৃত্তি নিয়ে না থাকি, তা সেই পুরস্কার যত বড় সাধু সংস্থা বা উচ্চ পর্যায় থেকে আসুক না কেন।

স্বর্গীয় ভালবাসার অসীমতার ভেতরে ঢুকে যেতে তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ কর। হে সর্বসত্বায় অবস্থিত পরমাত্মা! আমি আমার মানস-হৃদয়ে সমস্ত প্রাণী ও দৃশ্যমান্ সমস্ত জড় বস্তুকেও আলিঙ্গন ক'রতে চাই।

আমি যেন তোমার রহস্যাবৃত আণবিক শক্তি দিয়ে তৈরী পাথরের ভিতরেও তোমার অনন্ত প্রকাশ মানও অপ্রতিহত জীবন স্পন্দনকে উপলব্ধি করতে পারি নিজের অন্তর-অনুভূতিতে।

* * * *

আমি পরিণামে মহাজাগতিক

কালের আবর্তে আমি ভ্রান্তির মহা-গর্তে পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু হে পরমেশ্বর, আমি বরাবরই

গৃহের যাত্রী

তোমার অলক্ষ্য হাতদুটির সাহায্যে উদ্ধার পেয়েছি।

আমি দীর্ঘকাল ধরে তোমার ও আমার মাঝখানে একটা আভ্যন্তরীণ অন্তরায়ের জগৎ গড়ে তুলেছিলাম। তাতে ছিল একটি নিরুৎসাহের ভাঙাচোরা কুঁড়ে ঘর, কু-অভ্যাসের কাঁটা তারের বেড়া, অমনোযোগিতার পাথরের পাঁচিল, কর্মবিমুখতার পাহাড়, ও বিশ্বাস-ঘাতকতার সমুদ্র।

কিন্তু হে পরমাত্মা! এখন আমার অন্তর দিব্যদৃঢ় সংকল্পে ভরে উঠেছে। এখন যদি বহু দেবতাগণ এসেও, আমাকে আত্মোপলব্ধি ছাড়া-অনন্তকাল ধরে নির্বিবাদে জাগতিক সুখ-ভোগের প্রতিশ্রুতি দেন, তা হ'লেও সেই প্রলোভন, আমাকে কিছুতেই তোমাকে খোঁজার পরম পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারবে না।

অতএব ওহে বাধাবিঘ্নের দল, তোমরা সাবধান! তোমরা সরে দাঁড়াও আমার পথ থেকে। আমি এখন মহাজাগতিক গৃহের যাত্রী।

* * * *

তুমি যুক্ত-মহাবিশ্বের সভাপতি

হে মহা স্রষ্টা! হে মহাজগতের সভাপতি, ও ছায়াপথ প্রভৃতির প্রধান পরিচালক! তোমার একনায়কত্বের শাসন যাহা তোমার সকল নাগরিককে স্বাধীন চিন্তাধারার ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে রেখেছে, তা তোমারই মহান্ আদর্শের পথে একটু একটু ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।

মহাব্যাপকতার চৈতন্যসূত্র থেকে আমরা সৃষ্ট হয়েছি বলে আমরা তোমার কাছ থেকে জন্মগত ভাবে দিব্য-স্বাধীনতা নিয়েএসে ছি কিন্তু হায়, আমরা স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তির বেড়ার ভিতরে

আমাদের সার্বজনীন মুক্তিকে বন্দী করে ফেলেছি। এখন আমরা যেন অনুদারতার তুষারময় বাধাগুলিকে গলিয়ে আমাদের আত্মার প্রেম ও আদান প্রদানের উদারতার উষ্ণতা প্রকাশের প্রেরণা পাই।

হে পরম পিতা, আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা একটি সংযুক্ত মহাবিশ্ব গড়ে তুলে সেখানে তোমাকে চিরস্থায়ী পারমাত্মিক সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। তোমার পরিচালনাধীনে আমরা যেন বিবেকবুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা নিজেদের ঠিকমত শাসনে রাখতে পারি।

আমাদের এই শিক্ষা দাও যেন আমরা বর্ণ, জাতি, শ্রেণী, নরনারী ও রীতিনীতি নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত বাসিন্দাদের ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক সুযোগ সুবিধা ও সহানুভূতি প্রসারিত করে ঐগুলি আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি।

হে পরম দেবতা, আমাদের সাহায্য কর যেন আমরা তোমার জীবন্মুক্ত সমস্ত সন্তানগণের স্বাধীনতার সম্মান একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে দিয়ে যেতে পারি। তারা ভালই হোক্ বা সাময়িক ভ্রান্তির নেশায় আচ্ছন্ন থাকুক, আমরা তাদের সকলকে যেন তোমারই সন্তান এই সুনিশ্চিত জ্ঞানে সম্মান দিই।

* * * *

আমি অন্যায়-কারীদের শাস্তি না দিয়ে তাদের যেন সুস্থ ক'রতে পারি

হে সর্বজন পিতা, আমি যেন উপলব্ধি করতে পারি যে যিনি আমার মর্মে আঘাত করেন, তিনিও আমার ভাই, তিনি তোমারই অংশে উদ্ভূত এবং তিনি অজ্ঞানতার অন্ধকারে সাময়িকভাবে প'ড়ে রয়েছেন। আমার মন থেকে প্রতিহিংসাপরায়ণতার বৃত্তি একেবারে দূর করে দাও।

আমার সমবেদনা যেন সকলের প্রতি প্রসারিত হয়, এমন কি তাদের প্রতিও, যাদের সমাজ নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য বন্দী করে রেখেছে। আমাকে এই শিক্ষা দাও যেন আমি সর্বান্তঃকরণে তাদের মুক্তির ও সান্ত্বনার কামনা তোমার কাছেই করতে পারি।

আমি যেন আমার সহনশীলতার অভাবে বা প্রতিহিংসাপরায়ণ বৃত্তিতে দুষ্কৃতকারীদের অজ্ঞানতা না বাড়িয়ে দিই। আমি যেন তাদের ক্ষমা, তাদের জন্য তোমার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা ও প্রেমের অশ্রুতে শীতল করে তাদের সাহায্য করতে পারি—আমাকে এই অনুপ্রেরণা দাও।

* * * *

বল তুমি আমার হবে?

যদি পরিণামে আমি তোমার দেখা না পাই তাহ'লে আমি যে কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করাকে ভ্রূক্ষেপই করি না, আর জড় জগতের যত কিছু বাসনা সমস্তই জলাঞ্জলি দিতে পারি।

যদি সর্বশেষে তোমাকে পাই তা হলে আমি অনন্ত কোটি জন্মের দুঃখ ও মৃত্যুর বেদনা সহ্য করে ও রক্ত-মাংসে গড়া বিভিন্ন ধরণের দেহের স্তূপ পেছনে ফেলে চলতে পারি।

হে প্রভু! বল, তুমি নিশ্চয়ই আমার হবে ত'? তখন তোমার দানের প্রাচুর্য উপলব্ধি করে ও তার প্রতিদানে আমার অতি অকিঞ্চিতকর ত্যাগ করতে পারার চেষ্টার কথা ভেবে, আমি শত শত বৎসরকে একটি দিনমাত্র মনে করে, ধীরভাবে অতিক্রম করব।

বল, তুমি আমার হবে ত'?

* * * *

আমাদিগকে উদারতার দ্বারা অনুপ্রাণিত কর

হে স্বর্গীয় পিতা, তুমি আমাদের উদারতায় অনুপ্রাণিত কর। তোমার সত্তা, দানশীলতার উৎসকেন্দ্র। তাই দানের ভেতরে যে কি আনন্দ আছে তা তুমি আমাদেরও জানতে শেখাও।

আমরা যেমন নিজেদের অভাব মেটাবার জন্য খরচ করি তেমনি তুমি আমাদের শেখাও যেন সেই ভাবেই অন্যের প্রয়োজনেও আমরা ব্যয় করতে পারি। আমরা, এমন কি নিজেদের কোন ক্ষতি হবার কল্পনাতেই যেমন আতঙ্কিত হ'য়ে উঠি, তেমনি যাঁরা প্রকৃত পক্ষে অভাবের তাড়নায় জর্জরিত তাঁদেরও যেন ঠিক্ সেই রকম সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করতে পারি।

আমাদের বুঝতে দিও যে ধনৈশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তা অন্যের কাজে লাগিয়ে কেবল বড়লোক হ'য়ে মরে যাওয়া, পরমার্থের চোখে, রিদ্র হয়ে মরারই সামিল। আর দরিদ্র হয়ে মরা কিছুই নয়, কেননা বদান্যতা করে মরলেই তোমার আশীর্বাদের ঐশ্বর্য্য নিয়ে মরা হবে।

ঐশ্বর্যমদে স্বার্থান্ধ মানুষ ইহ জীবনেই হোক্ বা পরজীবনেই হোক্, ারিদ্র্যের তাড়নায় পড়বেই ; কেন না এই পৃথিবী ছেড়ে গিয়ে তারা যে আশ্রয়ে পৌঁছুবে, তারা ভাগ্যদোষে সেখানে আর তোমাকে দেখতে পাবে না।

তোমার সন্তানগণের ভিতরে নিত্য অবস্থান করে তুমি নিজেই আনন্দ ও দুঃখ উপলব্ধি করে থাক। তুমিই ধনবান্ সেজে ধনীকে অর্থ দাও, এই দেখবার জন্য যে, মানুষের জীবনরূপ আধারের ভিতর দিয়ে তুমি নিজে অভাবগ্রস্তদের প্রতি কতটা দানশীল হ'তে পার।

উচ্চ হৃদয়সম্পন্ন লোক তোমার কাছ থেকে ভালবাসার মহত্ত্ব

পেয়ে এবং তা অপরকে দিয়ে সে নিজে মহা জীবনের প্রসারের পথে
এগিয়ে যায়।

হে সর্বদানের অধিকর্তা! তোমার অসীম দান নিত্য পেয়ে যে
তোমার গুণকীর্তন করতে ও তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি।

* * * *

হে পরমা জননি! আমি হব তোমার একটি দুরন্ত শিশু

তোমার কৃপা কটাক্ষ সম্ভূত গিরিমালা, সমতল ও সমুদ্র শোভিত এই পৃথিবীর ক্রীড়াক্ষেত্রে আমি দীর্ঘদিন ক্রীড়ারত ছিলাম।

হে পরমা জননি! যতবারই আমি খেলায় ক্লান্ত হ'য়ে তোমার জন্য উচ্চৈঃস্বরে কেঁদেছি, তুমি আমাকে শান্ত করবার জন্য আমার স্বার্থ-বিজড়িত কামনার খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে নানা জাগতিক আনন্দ, যশ ও উচ্চপদরূপ চক্‌চকে খেলানা আমার খেলবার জন্য ফেলে দিয়েছ।

কিন্তু এবারে আমি হব তোমার দুরন্ত শিশু। আমি ক্রমাগত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকব। কিছুতেই আর ঐ সব ক্ষণভঙ্গুর খেলনার মোহে চুপ করব না। হয় ভালয় ভালয় তুমি তাড়াতাড়ি কাছে এস, নতুবা আমি ভীষণ চীৎকার ক'রে অন্যান্য সকলকে জগিয়ে তুলব। তখন তোমার সমস্ত ঘুমন্ত শিশুরাই জেগে উঠ্‌বে আর তারাও আমার সঙ্গে তারস্বরে কাঁদতে থাকবে।

হে বিশ্ব জননি! তুমি তোমার বিশ্ব-জগতের ঘর-কন্নার কাজের চাপ একটু ভোলো। মাগো, আমার দিকে ফিরে তাকাও। আমি আর কোন খেলনাই চাই না, আমি কেবল তোমাকেই চাই।

* * * *

আমি চিরদিন তোমারই থাকব

আমি সর্ব দূরবর্তী তারকা থেকেও বহু দূরে চলে যেতে পারি, কিন্তু আমি চিরদিন তোমারই থাকব।

বহু ভক্ত আস্‌তে পারেন আবার চলে যেতেও পারেন, কিন্তু আমি চিরদিন তোমারই থাকব।

জনশূন্য মহাকাশের নীচে পরিত্যক্ত অবস্থায় হয়ত আমি বহু জন্মান্তরের দোলায় দুল্‌ব, কিন্তু আমি চিরদিন তোমারই থাকব।

তোমার দেওয়া খেলানা নিয়ে এই জগৎ সংসার তোমাকে ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু আমি চিরদিন তোমারই থাকব।

আমার কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে তথাপিও আমি আমার অন্তরাত্মার নীরব কণ্ঠে বলব "আমি চিরদিন তোমারই থাকব।"

নানা পরীক্ষা, জরা ও মৃত্যু আমাকে বিভ্রান্ত বা বিশীর্ণ করতে পারে। যখন আমার স্মৃতির দীপশিখা সেই অবস্থায় পড়ে কম্পান্বিত ও ম্রিয়মান হ'য়ে আস্‌বে তখন হে প্রভু, তুমি বিশেষ লক্ষ্য রেখো যেন আমার মরনোন্মুখ চোখ দুটি নীরব-ইঙ্গিতে বলতে পারে "আমি চিরদিন তোমারই থাকব।"

* * * *

হে স্বর্গীয় মৃগ, আমি তোমাকে আত্ম-চেতনার বনে শিকার করেছি

হে দিব্য-চেতনা! আমি স্বার্থ-পূর্ণ রঙিন্ শিকারীর বেশে আত্মচেতনার বনে যখন তোমার অনুসরণ করেছিলাম তখন আমার বেসুরো চীৎকারে ভরা প্রার্থনা তোমাকে সচকিত করে তুলেছিল, আর তুমি তখন তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলে। আমি তোমার পিছু পিছু ছুটে-

ছিলাম, কিন্তু আমার ভ্রমাত্মক পশ্চাদ্ধাবন ও অস্থিরতাপরায়ণ বিশ্রী চীৎকার তোমাকে আরও বেশি করে পলায়নপর ক'রে তুলেছিল।

পরে খুব সতর্কতার সঙ্গে স্থিরতার বর্শা নিয়ে তোমার দিকে খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তখনও আমার লক্ষ্য স্থির হয় নি। সেই সময়ে, যখন তুমি দূরে চলে যাচ্ছিলে তখন তোমার পদক্ষেপের পবিত্র ধ্বনি থেকে শুন্‌তে পেলাম কে যেন ব'লছে, "ধ্যানের শক্তি ছাড়া তুমি একটি অত্যন্ত দুর্বল, অক্ষম লক্ষ্যভেদী।"

এমন কি আমি যখন ধ্যানের ক্ষেপণাস্ত্র দৃঢ়ভাবে ধরেছি তখনও তোমার প্রতিধ্বনি বারে বারে ব'লতে লাগল "আমি তোমার মনের নানা আবর্জ্জনার উর্দ্ধে, বহু উর্দ্ধে।"

সর্বশেষে, সর্ব সমর্পণ-সুলভ জ্ঞানে, নীরব নিঃস্বার্থ প্রেমের গুহায় আমি প্রবেশ করলাম। কি আশ্চর্য! তখনই সেই স্বর্গীয় মৃগ-রূপী তুমি, স্বেচ্ছায় আমার অন্তরে চলে এলে!

* * * *

আমাদের অন্তঃকরণ যেন পুনঃ পুনঃ তোমার নাম নিতে পারে

হে পূর্ণ নির্মলতার প্রতীক! আমরা তোমাকে বন্দনা করার অযোগ্য। আমরা দীর্ঘকাল ধ'রে জড়জগতের আলাপ আলোচনায় নিজেদের মগ্ন রেখেছিলাম। এখন এই কলঙ্কিত মুখ দিয়ে তোমাকে ডাকতে আরম্ভ করেছি।

আমরা যা
আমাদের আত্মা
ঈশ্বর, হে পরম
পূণঃ তোমারই

আমি যেন ভয়কে অতিক্রম ক'রতে পারি

হে বীরোত্তম! ভয়ের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমাদিগকে সজাগ করে ভয়কে জয় করতে শেখাও। আমি তোমার সন্তানরূপে জীবনের যে কোন অগ্নি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবার অসীম ক্ষমতার অধিকারী। দুর্বল ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়ে সে ক্ষমতাকে যেন নিষ্ক্রিয় করে না ফেলি।

পঙ্গুকারী ভয় থেকে আমাকে মুক্ত রেখো। আমি যেন কোন দুর্ঘটনা ও দুর্বিপাকের কথা মনের কোনেও না আনি, কেন না, তাহ'লে আমি নিজেই তাদের বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে বসব।

কেবলমাত্র মনুষ্যজনোচিত সাবধানতায় আস্থা না রেখে তোমার ওপর অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করতে আমাকে অনুপ্রাণিত কর। যদি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে রয়েছ তা হ'লে যে পথে বন্দুকের গুলি ছুটছে বা যেখানে মহামারীর জীবাণু ছড়িয়ে র'য়েছে সেখান দিয়েও আমি নির্ভয়ে চলে যেতে পারব।

আমি যেন মৃত্যু ভয়ে কখনও কম্পিত না হই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ কথা ভুলে না যাই যে, এই দেহটাকে নিয়ে যাবার জন্য শমন মাত্র একবারই আসবে ও তারই কৃপায় আমার মৃত্যুসময় উপস্থিত হলে আমি মৃত্যুর কথা জান্‌তেও পারব না অথবা গ্রাহ্যও করব না।

হে অনন্ত আত্মা! আমাকে এই শিক্ষা দাও যে, আমি জেগে থাকি বা ঘুমাই, সতর্ক থাকি বা দিবা-স্বপ্ন দেখি, জীবিত থাকি বা মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলি, সমস্ত অবস্থাতেই যেন বুঝি যে তোমার চির-অভয় উপস্থিতি আমাকে ঘিরে রেখেছে।

* * * *

ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত বোধশক্তি দাও হে পরমা জননি! তুমি আমাদের প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের বোধশক্তি দাও। আমরা যেন যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলে গিয়ে পরস্পরের ভেতর সহানুভূতি-মূলক স্থায়ী বোঝাপড়ার দিব্য মলমের সাহায্যে সকল জাতিরই ক্ষত সারিয়ে তুল্‌তে পারি।

হে সর্বশক্তিময়ী জননি! আমাদের ভেতরে তোমার নিরপেক্ষ ভালবাসার বৃত্তি জাগিয়ে তোল; আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা লোভ ও মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকি। আমাদিগকে এমন একটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে উৎসাহিত কর, যেখানে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অজ্ঞতা কেবল মাত্র অতীতের এক বেদনাদায়ক স্মৃতি-রূপেই থাকবে!

হে জগৎ প্রসবিনী জননি! তোমার ইচ্ছা শক্তির জ্ঞান আমাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ কর, কেন না তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করবার সময় এই মানুষদের জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন ক'রেই গড়েছিলে। বন্য পশুদের মত কোন কাজ ক'রতে আমরা যেন লজ্জা পাই, কেন না, কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় কেবলমাত্র বল প্রয়োগের দ্বারাই তারা তাদের মতভেদের মীমাংসা করে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আমাদের সমস্যাসকল যুক্তিহীন বিতর্কের দ্বারা সমাধান না করে হিতাহিত বিচারশক্তি ও তোমার প্রতি অটুট বিশ্বাসের দ্বারা সমাধান করতে পারি।

হে বিশ্ব জননি। প্রত্যেক মানুষকে যেন ভ্রাতৃসুলভ নামে ডাক্‌তে পারি, এই শিক্ষা দাও।

* * * *

আমার জীবন-উদ্যানে আমার হৃদয়ের প্রার্থনা-কর্ষিত ভূমিতে তোমার আশীর্বাদের বীজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বপন কর সেগুলি থেকে যেন আত্মোন্বেষকারী মহামূল্যবান ফলপ্রসূ বৃক্ষ সকল জন্মায়।

আমার সকল কাজের দ্রাক্ষালতায় যেন গুচ্ছ গুচ্ছ আনন্দের আঙুর ধরে। আমাকে প্রতিদিনের ছোট ছোট আনন্দের পাকা আঙুরগুলি থেকে দিব্য-সুরা নিঙড়ে বের করবার শিক্ষা দাও।

আমার অগ্নি-পরীক্ষার প্রতিটি কণ্টকাকীর্ণ কেন্দ্রে তুমি আমার অধ্যাত্ম-চেতনার চির-উৎফুল্ল ফুল ফুটিয়ে তোলো।

* * * *

আমি যেন সকলকে ক্ষমা করতে পারি

হে প্রেমের ঠাকুর, সকলের জন্য প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে আমাকে শেখাও। আমি যেন তাদের সকলকেই একান্ত নিজ জন বলে দেখি ও মনে করি যে তারা আমারই বিভিন্ন প্রকাশ।

আমি সহজেই নিজের দোষকে ক্ষমার চোখে দেখি; অতএব অপরের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিও যেন তাড়াতাড়ি ক্ষমা করতে পারি। হে পরম পিতা! আমাকে আশীর্বাদ কর আমি যেন আমার সংগীদের ওপর অপ্রীতিকর সমালোচনার বোঝা না চাপাই। যদি তারা নিজেদের সংশোধন করবার জন্য আমার পরামর্শ চায় তা হলে আমি যেন তোমারই দ্বারা অনুপ্রাণিত সু-পদ্ধতির কথাই বলে দেই।

আমাকে এই শিক্ষা দাও যেন বাধ্যতামূলক চিন্তাধারার উর্দ্ধে থেকে দয়া ও প্রেমের সাহায্যে আমি যেন দুর্বল ও অবাধ্য মানুষদিগকে তোমার অভিমুখী করতে পারি। আমার চিন্তাধারা ও শক্তিকে এমনভাবে পরিচালিত কর যাতে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন জনগণকে জ্ঞানদীপ্ত করে তুলতে পারি; কেন না তারা মূলতঃ তোমারই প্রজ্ঞার রশ্মিতে প্রতিবিম্বিত।

তুমি যেমন একজন ফাঁসির মঞ্চে মৃত হত্যাকারীকেও—পরজন্মে তাকে চেনা যাবে না এমন আর একটা নতুন দেহ দিয়ে, তাকে নতুন

এক পরিবেশের মধ্যে রেখে আত্মোন্নতি করবার সুযোগ দাও তেমনি আমার সহানুভূতিও যেন এই জগৎ কর্তৃক পরিত্যক্ত দুষ্কৃতকারীদের ওপরেও প্রসারিত হয়। হে পরমাত্মা! আমার প্রেমের উত্তাপ যেন ভ্রান্তি কুয়াশায় জমে যাওয়া ভাইদের বরফ সমূহ গলিয়ে উষ্ণ করে তুলতে পারে।

সকলের ভেতরে তোমার উপস্থিতি প্রকাশ করবার জন্য তুমি প্রশান্তভাবে অপেক্ষা করছ। হে পরম ধৈর্য্যের অতুলনীয় প্রতিমূর্তি! তুমি এক অমনোযোগী পৃথিবীর সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছ। তুমি আমাকে তোমার ঐ মহান্ হৃদয়ের ক্ষমাশীলতার সদগুণটি দাও। যখন মানুষ আমাকে নির্দয় হয়ে আঘাত করবে তখন আমি যেন কিছুতেই প্রতিশোধ না নিতে যাই।

আমি যেন অপরকে তাদের নিজেদের সাহায্যের জন্যই সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করতে পারি। যদি তারা আমার ওপর বিমুখ হয়, ও তাদের সেবা করার অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করে তা হলেও তুমি আমাকে এই শিক্ষা দিও আমি যেন তাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য ঘৃণা প্রকাশ না করি।

যারা আমাকে ভীষণভাবে আঘাত করেছে তাদের আমি যেন ক্ষমা (প্রথমে অন্তরে ও পরে বাহ্যতঃ) করতে পারি। আমি যেন ঘৃণার পরিবর্তে ভালবাসা, তিক্ত অভিযোগের পরিবর্তে সুমিষ্ট সুখ্যাতি ও মন্দ আচরণের পরিবর্তে সদ্ব্যবহার ফিরিয়ে দিই।

অতিশয় পাপাসক্ত ও তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষের ভেতরেও তোমার দিব্য-আলো লুকানো রয়েছে। সে আলো সৎসংগ ও আত্মোন্নতির প্রবল আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত অবস্থায় এসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমরা তোমাকে এই জন্য ধন্যবাদ দিই যে পৃথিবীতে এমন কোন

পাপ নেই যা ক্ষমা করা যায় না, বা এমন কোন দুষ্কৃতি নেই যাকে অতিক্রম করা চলে না ; কেননা এই আপেক্ষিক জগতে সম্পূর্ণ বলিয়া কিছু নাই।

হে স্বর্গীয় পিতা, আমাকে নির্দ্দেশ দাও যেন আমি তোমার বিভ্রান্ত সন্তানদের অমরত্বের ও স্বর্গীয় শিশুত্বের, যা ছিল তাদের মূল সত্তা, সেই অবস্থায় সচেতন করে তুলতে পারি।

* * * *

প্রভাতের প্রার্থনা তোমার দিব্য আলো নেবার জন্য, প্রভাতে এবং পদ্মফুলের কুঁড়িগুলি ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমার চিদাত্মারূপ পুষ্পও ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে। তখন প্রত্যেক পাপড়িটি তোমার আশীর্বাদের রশ্মিতে সুস্নাত হয়। উষার প্রথম পবন তোমার উপস্থিতির সৌরভ ভাসিয়ে আনে।

আমাকে আশীর্বাদ কর, অরুণালোক উদ্ভাসিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যেন তোমার প্রেমের বার্তা সমস্ত মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি। দিনের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন আমার নিজের এবং সহস্র সহস্র আত্মার অভ্যুত্থান করিয়ে তাদের তোমার কাছে নিয়ে যেতে পারি।

* * * *

মধ্যাহ্নের প্রার্থনা সূর্য্যদেব এখন ঠিক্ মাথার ওপর ; তোমার বাহ্য-জগত এখন আলোর তেজে পরিপূর্ণ। এখন আমার মাধ্যমে তোমার তেজ ও সৃজন-শীলতা প্রকাশ কর।

হে অপরিদৃশ্যমান দেবতা! তোমার উপস্থিতি সূর্য্য কিরণকেও ভেদ করে আসে। ঐ কিরণচ্ছটা আমার দেহ-কোষকে পুনঃ

শক্তিশালী করে, যার দ্বারা আমি বলিষ্ঠ ও ক্লান্তিশূন্য হতে পারি। দিবসের কার্য্যধারার উত্তাপের ভেতরে আমি তোমার আনন্দের উৎস থেকে আনন্দধারা পান করি।

তোমার অনন্ত রশ্মি-সমূহ জনাকীর্ণ ও জনশূন্য উভয় স্থানেই সমভাবে আলো দেয়। আমিও যখন আমার জীবন-পথে জনবহুল অথবা জনশূন্য স্থান দিয়ে চলব তখন আমিও যেন সমভাবেই তোমার প্রেমের আলো প্রকাশ করতে করতে যেতে পারি।

* * * *

সন্ধ্যা-বন্দনা

দিনের কাজ শেষ হয়েছে। দিনের সূর্য্য কিরণে পবিত্র হয়ে এখন অস্পষ্ট নক্ষত্রের আলোনামা সন্ধ্যার দুয়ারের ভেতর দিয়ে চলেছি। আমার সম্মুখাগত তোমার শান্ত মূর্তিধারী পরমাত্মা রূপকে প্রণাম করি।

তোমার প্রার্থনা কেমন করে করব? কেন না তোমাকে বলবার মত উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নেই। আমি আমার হৃদয় বেদীতে উপাসনার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করব। সেই অগ্নির সামান্য দীপ্তি কি আমার এই দীর্ঘকালের অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢাকা হৃদয়-মন্দিরে তোমাকে আহ্বান করার পক্ষে প্রচুর হবে?

হে প্রভু, এস, আমি তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছি।

* * * *

রাত্রিকালীন প্রার্থনা

রাত্রির শান্তির কোলে আমি তোমার পূজা করব। যে সূর্য্যালোক জড়জগতের অনন্ত প্রলোভনকে প্রকাশ করেছিল তা এখন আর নেই।

আমি এখন এক এক করে আমার সমস্ত রিপুগুলির দরজা বন্ধ করছি যাতে না কোন গোলাপ ফুলের গন্ধ অথবা কোন বুল্‌বুলির গান এসে আমার প্রেমকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

রাত্রি দেবীর ন্যায় আমি তোমাকে অতি গোপনে ও নিস্তব্ধতার ভেতরে পূজা করব। হে বরপ্রদ, হে চিরপ্রিয়! আমি তোমাকে রাত্রির শান্ত মন্দিরের অন্ধকারের ভেতরে আহ্বান করি।

* * * *

আমি যেন মহা জাগতিক চেতনার ফসল তুলতে পারি

এক কালে আমার আত্মচেতনার ক্ষেত্র অত্যন্ত ছোট এবং আধ্যাত্ম অনুশীলনরূপ জীবিকা নির্বাহের উপযোগী সমস্ত ফসল-শূণ্য ছিল।

তোমার আশীর্বাদরূপ বর্ষার বারিধারা ও গ্রীষ্মকালের সূর্য্যকিরণ আমার ওপর নেমেছে, কিন্তু এখনও আমি আমার আত্মচেতনার জমি চাষ না করেই ফেলে রেখেছি। দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ভরা শীত ঋতু তার বন্ধ্যাত্বের ও সুযোগ-অপহরণকারী আবরণ নিয়ে এল।

তখন দারুণ মনস্তাপে আমি তোমার সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে আরম্ভ করলাম। তখন তুমি তোমার যোগনিদ্রা ভংগকারী ও আমার আত্ম-চেতনার ক্ষেত্রটি উৎকর্ষ-সাধনে সাহায্যকারী তোমার সর্বোৎকৃষ্ট লাঙলটি ব্যবহার করবার উপায় বলে দিলে। হে স্বর্গীয় বীজ বপণকারী, এখন তুমি এসে আমার মনের জমিতে উত্তম ভাবে লাঙল দেওয়ার দাগে দাগে তোমার সত্যের প্রাণপূর্ণ বীজসমূহ ছড়াও।

আমি আমার অন্তরের জমিগুলি পরিষ্কার করে আবাদ করতে করতে

আমার এককালে যে অত্যল্প পরিমাণ চাষোপযুক্ত জমি ছিল তা এখন অনেক বাড়িয়ে ফেলেছি। যারা তোমার জন্য একান্ত ক্ষুধিত, আমি এখন সেই সমস্ত অসংখ্য পরিবারবর্গকে, প্রতিষ্ঠানকে ও উচ্চাকাংখীদের অবশ্যই ভোজন করাব। তাদের পালন করবার জন্য আমি ক্রমাগতই আমার অন্তরের সম্পত্তি বাড়িয়ে যাব। তোমার বীজ বপণ ক'রে দেওয়া আমার প্রত্যেক বড় বড় জমিটিতে এখন হাজারগুণ ফসল ফলে ও তারা যেন আমার কানে কাণে সফলতার কথা শোনায়।

হে মহা জাগতিক দিব্য-চেতনার স্বরূপ! আমি আমার এই পৃথিবীর জীবনের স্বল্পস্থায়ী সুযোগের মরসুমে সর্বাধিক ফসল উৎপন্ন ক'রে নেবার উচ্চাকাংখা রাখি।

* * * *

হে পরমাত্মা, তুমি স্বরূপে প্রকাশিত হও

হে পরমাত্মা! আমি আমার এই দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তোমার যে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখি, তুমি সেই দৃষ্টিশক্তির ঠিক্ পেছনেই রয়েছ। আমি আমার এই শ্রবণ শক্তি দিয়ে জড় জগতের নানা ধরণের যে শব্দ শুনি, তুমি সেই শ্রবণ-শক্তির ঠিক্ পেছনেই রয়েছ। আমি আমার স্পর্শ শক্তি দিয়ে পৃথিবীর যে সমস্ত বিষয়বস্তু অনুভব করি, তুমি সেই স্পর্শ-শক্তির ঠিক্ পেছনেই রয়েছ।

তুমি প্রকৃতির ঐশ্বর্যের অবগুণ্ঠনের ঠিক্ নীচেই রয়েছ। ফুলের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে, খাদ্য গ্রহণের সুস্বাদের মধ্যে ও তোমার অন্যান্য সমস্ত দানের মধ্যে তোমার অস্তিত্বের ও তোমার অপার্থিব মাধুর্যের সৌরভ লুকানো রয়েছে।

হে প্রভু, তোমাকে বন্দনা করি। তুমি আমার ভয়-কম্পিত কণ্ঠস্বরের ঠিক্ পিছনেই রয়েছ। আমি যে মন দিয়ে তোমার প্রার্থনা

করি তুমি সেই মনেরও পেছনেই রয়েছ। তুমি আমার গভীর অনুভূতির পেছনেই রয়েছ, তুমি রয়েছ আমার পবিত্র চিন্তা-ধারার ঠিক পেছনে; তোমাকে পাওয়ার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা, তুমি ঠিক্ তারও পেছনে রয়েছ। তুমি আমার ঠিক্ ধ্যানের পেছনেই রয়েছ। তুমি রয়েছ আমার বিণম্র ভালবাসার ঠিক্ নীচেই।

তুমি কি মনুষ্যগণের এই নানা অনুভব শক্তির ও তোমার সৃষ্টিচক্রের মহাপ্রকাশের পেছন থেকে বেরিয়ে আস্‌বে না? ওগো জড়-বুদ্ধির বিচারবহির্ভূত! আমার দিব্য-দৃষ্টি খুলে দাও যাতে আমি তোমার স্বরূপ দেখতে পাই।

* * * *

তোমার সন্তান-গণের দাবী

হে জগৎপিতা, তুমি আমাদিগকে তোমারই প্রতিমূর্তিকে গড়েছ। আমরা তোমার কাছে ভিক্ষুকের মত প্রার্থনা করি না। করি, তোমার সন্তানের ও তোমার রাজ্যের উত্তরাধিকারীর দাবীতে। আমরা প্রীতিপূর্ণভাবে তোমার কাছে অবিনশ্বর কৃষ্টি, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সুখ, মুক্তি ও দিব্য-আনন্দ দাবী করি।

মন্দ হই বা ভাল হই আমরা তোমারই সন্তান। আমাদের ভেতরে তোমারই সুনিশ্চিত পরিচালনার ধারা খুঁজে বের করতে—উদ্বুদ্ধ কর। যে ইচ্ছাশক্তি তুমি আমাদেরকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে দিয়েছ তা যেন তোমার মহান্ ইচ্ছার সঙ্গে সমসুরে বাঁধতে পারি।

****

আমি যেন ইন্দ্রিয়-গণের বেগ প্রশমিত ক'রতে পারি

হে পরমাত্মা, আমি চঞ্চলতা, ইন্দ্রিয়-লালসা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিকূল তরঙ্গ দূর করে যেন ধ্যানের মাধ্যমে তোমাকে পাই। দিব্য অনুভূতির যাদু-দণ্ডের স্পর্শে ইন্দ্রিয়ের ও বাসনা সমূহের প্রবল ঝটিকার বেগ তুমি প্রশমিত করে দাও।

আমি যেন তরঙ্গ-শূণ্য মনের হ্রদে তোমার আলোকে উজ্বল আমার আত্মারূপ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব স্থির ও অকম্পিত অবস্থায় দেখতে পাই।

* * * *

ধ্যানের বর্তিকা

আমি আত্ম-গবেষণার গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করেছি। তোমাকে আবিষ্কার করবার জন্য আমি আমার অন্যান্য সকল কাজই ত্যাগ করেছি। ঘোর অন্ধকারের ভেতরে পড়েও আমি নির্ভিক চিত্তে সেই অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছি, ভাল করে খুঁজছি ও তোমাকে পাবার জন্য কাঁদছি। তুমি কি আমাকে এই ভাবে একা ফেলে রাখবে? হে পরম পিতা, তুমি প্রকাশিত হও।

আমার নানা পূর্বস্মৃতির দরজাগুলি খুলে গেছে। নানা বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে আমি তোমাকে দেখতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তুমি আবির্ভূত হ'চ্ছ না। তুমি আমার অসংখ্য চিন্তাধারার ও নানা ধরনের পূর্ব-অভিজ্ঞতার ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে পড়েছ। তাই তুমি আমার পবিত্র মন্দিরে ঢুকছ না।

এখন আমি অতীত-চিন্তার বড় দরজাটি দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে, একমাত্র তোমাতেই আমার মনকে নিবিষ্ট ক'রলাম।

গভীর মনঃসংযোগের ভেতরে একটি ছোট্ট বাতির আলোর মত ক্ষীণ দীপ্তি অনুভব করে দীর্ঘস্থায়ী প্রার্থনায় রত হ'লাম। তখন আমার অন্তরের অশ্রুবারি ও প্রার্থনার বায়ুবেগ সেই পবিত্র বাতিটিকে প্রায় নিভিয়ে ফেলবার উপক্রম করেছিল।

আমি আর কোন বাক্যের দ্বারা প্রার্থনা না ক'রে প্রবল আবেগ নিয়ে তোমার বহির্জগতের শ্বাসপ্রশ্বাসকে সংযত করলাম, যাতে তারাও নিঃশব্দ হয়। তোমার প্রতি আমার গোলমেলে ভালবাসাকে তিরস্কার করলাম। শান্তির গদিতে আমি নীরবে তোমার পূজা আরম্ভ করলাম।

এখন ধ্যানের বাতিটি অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে জ্বলছে। দিব্য-আলো উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এখন তোমার উপস্থিতি আমি অনুভব করতে পেরেছি। আমি ত' তুমি!

আমি এখন মহানন্দে তোমার পূজা করছি।

* * * *

আমি কেবল মিষ্টতা পরিবেষণ করব

যেমন পাকা কমলালেবুকে পিষ্‌লে বা কামড়ালে সে তার ভেতরকার মিষ্টতা পরিবেশন করতে ভোলে না, আমাকেও তুমি ঠিক্ সেই রকম হতে শেখাও।

পুনঃ পুনঃ নির্দয়তার পীড়ন, নিষ্ঠুর মন্তব্য, ও ভুল বোঝার আঘাত বা বেদনা পেলেও আমি যেন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কেবলমাত্র প্রেমের সৌরভ দিতে পারি।

সাবানের তরল কণাগুলিকে আছাড় দিলে যেমন ময়লা পরিষ্কার হবার ফেনা বাহির হয়, আমিও সেইরূপ অকৃতজ্ঞতার দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হলেও যেন আমার গভীরতম জ্ঞানের নির্মলকারী ফেনা, সকলকে দিয়ে যেতে পারি।

* * * *

আনন্দ থেকে আমি এসেছি, আনন্দের জন্যই বেঁচে থাকি

আনন্দ থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি, আনন্দের জন্য বেঁচে আছি এবং তোমার পবিত্র আনন্দের ভেতরেই আমি আবার গলে মিশে যাব।

আমাকে এই শিক্ষা দাও যেন পৃথিবীর ভেতরে আনন্দ খুঁজে না গিয়ে তোমার ভেতরেই আনন্দ খুঁজি। ধ্যান ও সৎকর্ম জাত আনন্দের ভেতরে তোমার উপস্থিতিকে আবিষ্কার করে আমি যেন আর এই ভ্রান্তপথে চালিত ইন্দ্রিয় সুখের অভাব বোধ না করি।

হে পরম পিতা, তুমিই নিত্য নব-আনন্দের প্রতিমূর্তি, তুমি আত্মার চিরস্থায়ী আনন্দের স্বরূপ এবং তুমিই সেই পরমানন্দময়, যাকে আমি চাই।

* * * *

ভ্রান্তির স্তূপ পরিষ্কার করা

আমার মনের রাজ্যটি অজ্ঞানতায় ধূলি-ধূসরিত হয়ে আছে। আমি কি আমার অধ্যাত্ম উদাসীনতার সহরগুলিতে ভ্রান্তির দ্বারা জমে ওঠা দীর্ঘকালের আবর্জনা, আত্ম-সংযমরূপ অধ্যবসায়ের ঘন বর্ষার জলে ধুইয়ে দিতে পারব' না?

বর্ষার বন্যা এসে সংকীর্ণতার ও জাতিধর্মের গোঁড়ামী রূপ অশোভন বস্তিগুলিকে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে যাক্।

হে প্রভু! আমার মনের কলঙ্কিত ও অপরিচ্ছন্ন চিন্তা-শিশুগুলি তোমার পবিত্র ও সুসংযত জলে স্নান ক'রে শুদ্ধ হোক্।

****

আমি তোমার অনুপম কণ্ঠস্বর শুনতে ব্যাকুল হয়েছি

হে পরমাত্মা, তুমি সকল জ্ঞানভাণ্ডারের মূল রূপে আমার কাছে প্রকাশিত হও। পরিদৃশ্যমান চঞ্চল শক্তির ভেতরের নিত্য-কালীন শক্তির নৃত্যের রহস্য আমার কাছে উদ্ঘাটিত কর।

আমাকে সেই ওম্ ধ্বনির কথা বল, যা মহাজাগতিক শব্দের পন্দন, যা সৃষ্টির প্রকাশ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রছে ও যা প্রত্যেক রমাণুটিকে নিজ নিজ বিশেষ ধারায় গান গাইতে শক্তিশালী করে রেখেছে।

হে প্রতাপবান্ আদি পুরুষ, আমি তোমার অনুপম কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হয়েছি।

* * * *

আমি যেন ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করতে পারি

আমাকে সতর্ক থাকতে শেখাও যাতে আমার সুখের রাজকীয় পোষাকগুলি ও তৃষ্ণা নিবারণের উপকরণগুলি, ইন্দ্রিয়গণ হরণ করতে ও ছদ্মবেশ ধরে আমার দেহ-মন্দিরকে অপবিত্র করে আমাকে ঠকাতে না পারে।

আমাকে সাহায্য কর যাতে আমার অজ্ঞ, বিপথগামী ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয়ে ওঠে ও তাদের বৃত্তিগুলো অধ্যাত্ম-চেতনাশীল হয়।

ইন্দ্রিয়গণের জমকালো বাঁশীর আওয়াজ জড়জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ দিতে চায়। তুমি তোমার আনন্দের স্বর্গীয় দূতগণকে সরলতার পাষাকে সুসংবদ্ধ করে রেখেছ। আমি যেন তাদের অনুসরণ করে র্গীয় আবাসের দিকে যেতে পারি।

* * * *

তুমি মহাজাগতিক রশ্মির একটি পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছ

হে অপ্রাকৃত সূক্ষ্মময়তা ; তুমি সূর্য্য মধ্যস্থিত তোমার অদৃশ্য রঙ্গোত্তর রশ্মির (অতি বেগুণে রঙ) ও পৃথিবী জয়কারী মহাজাগতিক রশ্মির আড়ালে লুকিয়ে থাক।

হে প্রভু, তোমার মহাশূন্যের অসংখ্য অদৃশ্য ঈথর তরঙ্গ প্রবাহ কার্যতঃ তোমাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। তুমি এই ব্যবধানের সাজ পোষাক ত্যাগ কর, যাতে আমি এই জড়-মায়ার অতীত হয়ে তোমাকে দেখতে পাই।

* * * *

তোমার কাছে পৌঁছিবার জন্য আমি একটি রামধনু সেতু তৈরী করেছি

তোমার ও আমার ভেতরে দীর্ঘ কালের একটি ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তোমার প্রতি আমার বিস্মৃতিপরায়ণতা জলপ্লাবনের মত বেগে ক্রমে ক্রমে তাকে প্রশস্ততর করে তুলছে।

এখন আমি তোমার দূরবর্তী স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা দেখবার জন্য জড়-বিষয়ের প্রস্তরময় স্থানে সতৃষ্ণ নয়নে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি আমার অন্তরের স্থপতিবিদ্‌গণকে একটি রামধনুর সংযোগকারী সেতু গড়ে তোলবার জন্য ডেকেছি। নিরবিচ্ছিন্নভাবে তোমার স্মরণ হবে, এই সেতুর উপাদান। সেতুর প্রধান অংশগুলি এখন আত্ম-সংযমরূপ লৌহ শলাকা দিয়ে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা হচ্ছে। আশা করছি তোমার কাছে শীঘ্রই পৌঁছতে পারব।

* * * *

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তোমার ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হে জীবন-সূর্য, যখনই তুমি সর্বপ্রথম তোমার তরলীভূত জীবনীশক্তিতে ভরা নশ্বর পেয়ালার ওপর মুখ বাড়ালে তখনই তোমার প্রতিবিম্বের ভেতর দিয়ে তুমি এই ক্ষুদ্র জগতে মনুষ্য-চেতনার ভেতরে ধরা পড়লে।

তোমার সেই দৃষ্টি থেকে তোমার প্রতিটি সন্তান তোমার ব্যক্তিত্বের একটি মনোরম দিক ধরে রাখল। তাদের সকলের জীবনের ভেতরেই আমি তোমার বিভিন্ন ধরণের অক্ষয় প্রকাশ দেখতে পাই।

* * * *

ধ্যান ও অনুরাগ হে পরমাত্মা, আমাকে গভীর একাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করতে শেখাও ও অনুরাগ-প্রসূত বিজ্ঞান সম্মত ধ্যানে অনুপ্রাণিত কর। আমার অন্তঃকরণ যেন তোমার প্রতি সর্বাত্মক প্রেমের প্রভাবে দিনে দিনে পবিত্রতর হয়ে ওঠে।

* * * *

প্রেমের ভাষায় আমি তোমায় পূজা করব' হে পরমা জননি! আমি যেন তোমাকে এই জড়-চক্ষুর সাহায্যে এবং আত্ম-জ্ঞান রূপ তৃতীয় চক্ষুর সাহায্যে দেখতে পাই।

আমার নির্বাক প্রার্থনার আবেগ, আমার প্রাণ-স্পন্দনের ছন্দে তামার গান করে। আমি আমার অনুরাগের, আমার কর্মের ও আমার জ্ঞানের কুসুম স্তবক তোমার কাছে হাজির করব আর তোমাকে আমার প্রেমের ভাষায়, গুপ্ত অস্ফুট কথায়, শান্ত স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির ঐক্যে ও ধ্যানরূপ স্বর্গীয় আনন্দের আভ্যন্তরীণ অশ্রুবারীতে পূজা করব।

* * * *

আমি অমর আত্মা হে সর্বময় রক্ষাকর্তা ! যুদ্ধের মেঘ যখন গ্যাস ও অগ্নি বর্ষণ করবে তখন তুমি হয়ো আমার আত্মরক্ষার গুপ্ত আশ্রয় স্থল।

জীবনে, মরণে, ব্যাধিতে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে অথবা দারিদ্র্যে আমি যেন চিরদিন তোমাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি। আমাকে এইটে বুঝতে সাহায্য কর যে আমি অবিনশ্বর আত্মা। শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও জড় জগতের উত্থান পতনের কোন পরিবর্তনই একে স্পর্শ করতে পারে না।

* * * *

আমি একটি আনন্দের তরঙ্গ আমি সমুদ্রের ফেনা। আনন্দের গভীরতা থেকে জমাট বেঁধে উঠেছি। আমি একটি আনন্দের তরঙ্গ, উত্তাল তরঙ্গের ওপর নৃত্য করবার জন্য চেষ্টা করছি আর আনন্দ সাগরে পরিণত হবার জন্যই যুদ্ধ করছি।

আমার হাসির ছোট ছোট তরঙ্গগুলি যেন সীমাহীনভাবে বেড়ে যেতে থাকে ও পরিশেষে আনন্দের অনন্ত সমুদ্র বক্ষে লীন হয়।

* * * *

স্বর্গীয় মনোচোর আমার অন্তরের নিঃস্তব্ধ আকাশে যে আনন্দের ছটা বেরিয়ে পড়ছে তা তোমারই আগমনের নিশ্চয়তা প্রকাশ করছে। (হে স্বর্গীয় মনোচোর, তুমি) শীঘ্র অথবা বিলম্বে যখনই আস না কেন, আমি একদিন না একদিন তোমাকে ধ'রে ফেলবই।

* * * *

ভাব-সিংহাসনে উপবিষ্ট শান্তির রাজকুমার হে স্বর্গীয় পিতা, তুমি আমাকে শান্ত ভাবে জাগতিক কাজ করে যেতে ও কাজের ভেতরে ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় থাকতে শিক্ষা দাও। আমি যেন একটি শান্তির রাজকুমার হ'য়ে ভার-সাম্যের সিংহাসনে বসে কর্ম রাজ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারি।

* * * *

আমি জীবন সমুদ্রে বাত্যাতাড়িত জাহাজের মত হয়ে পড়েছিলাম আমার জাগতিক সুখ স্বচ্ছন্দের তরীখানি জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল ; আমি জীবন সমুদ্রে বাত্যাতাড়িত জাহাজের মত হয়ে পড়ে-ছিলাম। আমি জড় জগতের প্রবঞ্চনাময় স্বপ্নের ভয়াবহ সমুদ্রের ভেতরে পড়ে অনেক হাবুডুবু খেয়েছি।

তোমারই করুণার বাতাসের সঙ্গে একখণ্ড অধ্যাত্ম-আশা আমার সামনে ভেসে এসেছিল। আমি সেটিকে আয়ত্বের ভেতরে আনলাম ও তাকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরলাম এবং তারই সাহায্যে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে যেতে অনন্ত-মাধুর্যে ভরা একটি সুবিস্তীর্ণ দ্বীপে পৌঁছিলাম।

তোমার আশীর্বাদ-রূপ স্বর্গীয় দূতেরা ধীরে ধীরে এলেন তোমার কাছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। তোমার নিরাপদ উপস্থিতিতে আমার সমস্ত দুর্দৈবের আঘাত দূর হয়ে গেল।

* * * *

আমাকে হাসির ক্রোরপতি কর হে নীরব হাস্যমুখর পরমাত্মা! তুমি আমার আত্মার ভেতর দিয়ে হাস্য কর। আমার আত্মা যেন আমার প্রাণের ভেতর দিয়ে, ও আমার প্রাণ যেন আমার চোখ দুটির ভেতর দিয়ে হাসতে পারে।

আমাকে তুমি হাসির ক্রোরপতি কর। আমি যেন তোমার হাস্য-রূপ রত্নসম্ভার দরিদ্র হৃদয়গুলিকে বিনামূল্যে বিলিয়ে দিতে পারি। হে সর্ব হাস্যের যুবরাজ, আমার এই দেহ-প্রাসাদে তোমার সিংহাসন পাত। আমি জানি সেখানে কোন কপটতার বিদ্রোহী ঢুকতে পারে না। তুমি আমাকে কপটতার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত ক'রে রাখ।

* * * *

তোমাকে অত দূরবর্তী বলে মনে হচ্ছে কেন হে স্বর্গীয় পিতা, তুমি ত আমার প্রার্থনার ঠিক পেছনেই রয়েছ; তবে তোমাকে এত দূরবর্তী বলে মনে হচ্ছে কেন?

আমার ভাব-রাজ্যের মাধ্যমে তোমার উপস্থিতির সংকেত কেঁপে উঠ্‌ছে ও আমার পবিত্র চিন্তাধারার ভেতরে তোমার রূপের ছটা প্রতিফলিত হচ্ছে; কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে তুমি যেন দূরে রয়েছ।

হে পরমাত্মা, তুমি আমাদের দু'জনের মাঝখানের পাতলা পর্দাটি সরিয়ে দাও। এস, তুমি এস। আমি তোমাকে পাবার ও তোমার কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। আমি যখন তোমার প্রার্থনায় বসি তখন তুমি আমার প্রার্থনা শুনছ কি না তা অনুভব করতে চাই।

হে প্রভু! তোমার নিকটবর্তী হবার পথটি আমাকে দেখিয়ে দাও।

* * * *

হে আত্মার সারথি! তুমি আমাকে পরিচালিত কর হে প্রভু, তুমি আমাকে আত্ম-শক্তির দ্বারা আত্মজয় করতে শেখাও। আমি যেন কখনও অন্ধ অহংকার মোহে আমার আত্মাকে বাধা দেবার চেষ্টা না করি।

আমাকে আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সাগ্রহে আমার আত্মাকে এই

দেহের একমাত্র সারথি রূপে নিযুক্ত রাখতে পারি। যেন সেই দিব্য সারথি তাঁর ত্রুটিবিহীন বিচারশক্তির দ্বারা আমার ইন্দ্রিয়রূপ পাঁচটি দুর্দান্ত অশ্বকে স্ববশে রাখতে পারেন, মনের বল্গাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকেন ; আর আমার এই নিয়ম শৃঙ্খলার চাকার ওপরে বসান ছোট্ট রথখানিকে দিব্য প্রকাশের দ্রুত চলার রাজপথের ওপর দিয়ে বিজয় গৌরবে নিয়ে যান।

হে রাজরাজেশ্বর, শেষ দৌড়ের অবকাশে আমি তোমার অনন্ত জ্যোতির একটি রথে চড়ব।

* * * *

ভ্রান্তির টানা-জালের মুখ থেকে আমাকে বাঁচাও

অনিত্যের মোহ রূপ জেলে আমাদিগকে গোপনে ভ্রান্তির পথে টেনে নিয়ে যায়। নিরাপদের মিথ্যা আশ্বাসে আমরা অগভীর জলের দিকে সাঁতার কেট এগিয়ে যাই, আর ঠিক সেই মুহূর্তে অজ্ঞানতার মারাত্মক জাল আমাদের গা ঘেঁসা হয়ে এগিয়ে আসে। প্রতিদিনের জাল টানায় বহু লোকই ধরা পড়ে ; পালাতে পারে অতি অল্প লোকই।

হে অনন্ত করুণার আধার, তুমি আমাদের বাসনা ও বিষয় লালসা-রূপ ভয়াবহ টানা জালের হাত থেকে বাঁচাও। আমরা যেন দিব্য-সংযোগরূপ স্থির ও গভীর সমুদ্রের অনন্ত বিস্তৃতির দিকে সাঁতার কেটে চলে যাই ও ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে পারি।

* * * *

জীবন থেকে জীবনে আমি উড়ে চলি

তোমার সৌন্দর্যের জীবন-সূত্র দিয়ে আমার মাধুর্যে ভরা ডানা দুটি বুনে দেওয়া হয়েছে। এক কণা অমরত্বের ভূষণে সজ্জিত হয়ে আমি জীবন থেকে জীবনে উড়ে বেড়াচ্ছি।

যারা ধৃষ্টতা করে আমাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল তাদের সকলের কাছ থেকেই আমি পালিয়ে এসেছি। আমি যে কেবলমাত্র তোমারই। কোন অনিত্যতাই আমাকে দাসত্ব করাতে পারবে না। তোমার অপরিবর্তনশীল পরমাত্মাই আমার একমাত্র সত্যকারের আশ্রয়।

নিরাভরণ অনন্ত কালকে তুমি বিভিন্ন বর্ণের বিবর্তনের লাবণ্যময় পোষাকে সজ্জিত করেছ। দিব্য প্রকাশের অরণ্যে আমি আনন্দে এ গাছ থেকে ওগাছে উড়ে চলেছি। হে প্রভু, আমি অবশেষে নেমে এসে তোমারই এগিয়ে দেওয়া হাতে বসব।

* * * *

চঞ্চল বাসনার প্রবল ঝড় আমি কি শান্ত করতে পারব না

যীশুখৃষ্ট যেমন বাতাস ও সমুদ্রকে ভৎর্সনা করে শান্ত করেছিলেন,* তেমনই, তোমাকে উপলব্ধি করার ভেতর দিয়ে যে শক্তি প্রবাহিত হয় সেই শক্তির দ্বারা আমিও যেন সেইভাবে আমার চঞ্চল বাসনার ঝড়কে শান্ত করতে পারি।

হে পরম পবিত্র আত্মা, আমার জীবনে নিরবচ্ছিন্নতার প্রবাহিত ছোট ছোট ঢেউগুলির বেগ প্রশমিত করতে তুমি আমাকে সাহায্য কর, যাতে তোমার মহাসমুদ্রের বিশালতা আমার ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

আমার আত্মার নির্মল জলে আমি যেন তোমার প্রশান্ত মুখচ্ছবির প্রতিবিম্ব অকম্পিত অবস্থায় দেখতে পাই।

***And He arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm."**

Mark 4:39

হে মহা নাবিক, তুমি আমার নৌকা খানির ভার নাও

হে পরমপিতা, আমার ধ্যানের ছোট্ট নৌকাখানি চিত্ত-বিক্ষিপ্ততার ভীষণ তুফানে পড়ে টলমল করছে। এই কোলাহলপূর্ণ মানস সমুদ্রে আমি এখনও কূলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছি। হে মহা নাবিক! এস, আমার নৌকাখানির ভার নাও।

* * * *

তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অম্লান থাকুক

হে পরমাত্মা, যদি দুঃখ কষ্ট আসে, আসুক; অথবা যদি আমাকে সমস্ত কিছু থেকেই বঞ্চিত করা হয়, হোক্; এর কোন কিছুতে আমি ভ্রূক্ষেপও করি না। কেবল এইমাত্র প্রার্থনা করি যে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা, অবহেলার ফলে যেন কখনও ম্লান না হয়। আমার স্মৃতির বেদীতে তোমার প্রতি আমার অনুরক্তির প্রদীপ যেন চিরদিন জ্বলে।

* * * *

আমার হৃদয়ের সহজাত সঙ্গীত

অন্যের গলার সঙ্গে না মিলিয়ে আমি নিজে নিজেই একটি স্তব-গাথা গাইছি। তোমাকেই আমি সেই ভাবগীতি উৎসর্গ করি যা আমার হৃদয় অতি গোপনে উচ্চারণ করে। আমি নিজে নিজেই আমার সেই সঙ্গীত শিশুকে পালন করছি। এখন সেটিকে আমি তোমার কাছে গাইব, তোমার দ্বারা সংশোধিত হবার জন্য।

আমি আমার এই একক গানে তোমার কাছে বুদ্ধিমত্তার, সুদক্ষতার বা সুশৃঙ্খলার পরিচয় দিতে চাই না। এই গান আমার হৃদয়ের সহজাত অভিব্যক্তি মাত্র।

তোমাকে দেবার জন্য আমার আবেগের যত্নপূর্ণ জল-সিঞ্চিত ও সযত্নে রক্ষিত ভাল ভাল ফুল নেই ; আছে মাত্র দুর্লভ বনফুল, যা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই আমার আত্মার উচ্চতম শিখরে ফুটে থাকে।

* * * *

যোগীরা যেমন তোমাকে ভালবাসেন, আমিও যেন তোমাকে সেই মত ভালবাসতে পারি

হে স্বর্গীয় পিতা, নব চেতনায় অনুপ্রাণিত যোগীর ন্যায় তুমি আমার অন্তঃকরণ ভালবাসায় ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ করে দাও।

আমাকে সেই আবেগ দাও যা ভক্তেরা তোমাকে ভালবেসে ও তোমার দর্শন পেয়ে লাভ করেছেন।

* * * *

আমিত্বের অহঙ্কার

আমার অহমিকা, সগর্ব পদক্ষেপ করে দম্ভোক্তি করতে পারে—"আমিই তুমি"। কিন্তু আমি সেই হীন গর্বের মুখোসকে তুচ্ছ করে অনন্ত নম্রতার সৌরভে ভরা আমার অন্তরের দেবতার সন্ধান করব।

হে প্রভু! আমার আত্ম-পরিচিতির ভেতরেই যেন অন্তর থেকে তোমার স্বতঃস্ফূর্ত দিব্যভাব ওঠে—"আমিই তুমি।"

* * * *

নিশা স্বপ্নের উদ্যানে

আমার নিশা স্বপ্নের উদ্যানে অনেক ফুল ফোটে : আমার কল্পনার দুর্লভ ফুল। সেখানে আকাশের স্বপ্নালোকের উত্তাপে জাগতিক কামনার আধফোটা কুঁড়িগুলি স্পর্ধিত সমাপ্তির পাপড়ি মেলে।

থেকে থেকে ভুলে যাওয়া প্রিয়জনদের মুখগুলির ও অবচেতন মনের ভূমিতে বহুদিন পূর্বে কবর দেওয়া প্রিয় ও বিগত ভাবধারার স্মৃতিগুলির আভাস স্বপ্নালোকে ভেসে আসে। তারা সবাই চাকচিক্য-ময় পোষাক পরে উঠে আসে। স্বপ্ন পরীর সঙ্গীতের সঙ্গে আমার বিগত অভিজ্ঞতাগুলিকে নিজ নিজ কবরভূমি থেকে উঠে আসতে দেখতে পাই।

হে প্রভু! স্বপ্নভূমিতে রাত্রিকালীন উপস্থিতির দ্বারা তুমি আমাদের প্রতিদিনের দুঃখ কষ্টগুলি ভুলে যাবার স্বাধীনতা দিয়েছ। কিন্তু আমরা তোমার ভেতরে সর্বদাই জেগে থেকে যেন সমস্ত জাগতিক বেদনাগুলি চিরদিনের মত অতিক্রম করে যেতে পারি।

* * * *

তুমি আমার ফিরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় চেয়ে আছ

হে পরম আশ্রয় দাতা, আমি জীবন সমুদ্রে ভীষণ পরীক্ষার ঝড়ে তাড়িত হয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে চলেছি। আমি স্বল্পক্ষণের জন্য সুখ-তরঙ্গের ওপরে ভেসেই থাকি অথবা পুণঃ পুণঃ দুঃখ কষ্টের গভীরে ডুবেই যাই, কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই যেন মায়াতীত হয়ে তোমার অপার্থিব কূলে পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করি।

প্রার্থনার প্রতিটি শক্তিশালী চেষ্টার দ্বারা আমি ক্রমে ক্রমে তোমার নিকটবর্তী হ'চ্ছি। আমি আমার এই চেষ্টা কখনও পরিত্যাগ করব না, কেন না আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে তুমি আমার ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছ।

* * * *

আমি তোমার স্বর্গের পাখি আমি তোমারই মনোমত করে গড়া স্বর্গের পাখি। তুমি আমাকে মাধুর্যে, বর্ণে ও সৌন্দর্য্যের পোষাকে সাজিয়ে দিয়েছ। তুমি আমাকে নম্রতার কোমলতাময় ও আত্ম প্রাসারের সুবর্ণময় পাখা দিয়েছ।

স্বর্গীয় আনন্দ খুঁজে বের করবার জন্য আমি জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে ডানা মেলে চলেছি। অন্ধকারে ভরা নিরাশার পরিবেশ আমার ঔজ্জ্বল্যাকে নিষ্প্রভ করে তুলেছে।

হে প্রভু! তুমি এস, তোমার এই কলঙ্ক—মলিন স্বর্গের পাখিটিকে জ্ঞান সূর্যালোকে ও শান্তির সুমিষ্ট গানের বারিধারায় স্নান করিয়ে দাও।

* * * *

স্বর্গীয় ভাস্কর আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন, তোমার প্রতি আমার অসীম ভালবাসার গীতিকাব্যের নতুন নতুন বাক্যে পরিণত হোক্। আমার ঠোঁট দুটি দিয়ে বেরিয়ে আসা প্রতিটি শব্দ যেন তোমারই সুপবিত্র কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি করতে পারে। আমার প্রতিটি চিন্তা যেন তোমার উপস্থিতির আনন্দ-সংপৃক্ত হয়ে ওঠে।

আমার ইচ্ছা প্রণোদিত প্রতিটি কার্য যেন তোমারই দিব্য-জীবনীশক্তিতে ভরে ওঠে। আমার প্রতিটি ভাব, প্রতিটি প্রকাশ ও প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা তোমার করুণার ভূষণে সাজিয়ে দাও।

হে স্বর্গীয় ভাস্কর, আমার জীবনকে খোদাই করে তোমারই পূর্বকল্পিত ছাঁদে গড়ে তোল।

* * * *

তুমিই আমার পরম রক্ষাকর্তা

আমি যেন বিশৃঙ্খল অভ্যাসদ্বারা গঠিত আমার উগ্র মেজাজকে জাগিয়ে না তুলি। কিন্তু যদি আমি সেই অবস্থায় পড়ি তাহলে আমি নীরবে আমার আত্ম-রূপ তোমারই পর্বতের আড়ালে যেন লুকিয়ে পড়ি।

হে দিব্য-রক্ষাকর্তা, তুমি ছাড়া আমি, এমন কি পৃথিবীর সর্ব আক্রমণ রোধ-কারী দুর্গের ভেতরে থেকেও অসহায়। তুমি আমার পরীক্ষারূপ অগ্নিবর্ষী গোলার দুর্ভেদ্য আবরণ হও।

যাঁরা জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের গোলার আঘাতে ভুগছেন, আমি যেন দিব্য-অস্ত্রোপচারের দ্বারা তাঁদের সারিয়ে তুল্‌তে পারি, আমাকে এই আশীর্বাদ কর।

* * * *

প্রার্থনার নানা উপাদানে তৈরী মদ যেন ঈশ্বরের নেশা জাগায়

যখন তোমার ভক্তেরা প্রার্থনায় বসেন তখন তাঁদের চোখে আমি ভগবদ্ নেশার এক দীপ্তি দেখতে পাই। সেই দীপ্তিতে বহু প্রকার উপাদান মেশান মদরূপ আত্ম-উন্মেষণা মিশিয়ে আমি আমার তৃষিত চিন্তাধারাকে দিই। তারা তাই পুনঃ পুনঃ পান করে আঘাত ও দুঃখ কষ্ট দূর করে।

যাঁরা শান্তিকামী আমি তাঁদের এই যাদুকরী নানা উপাদানে তৈরী মদ, আমার অন্তরের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতার স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাশে করে পান করতে দেবো।

এই সঞ্জিবনী সুরা পানকারীরা যেন এই স্বর্গীয় নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে চিরতরে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যান।

* * * *

পরীক্ষার মহাচুল্লীতে আমাকে খাঁটি কর

পরীক্ষার মহাচুল্লীতে আমার ময়লা মিশ্রিত জীবনের ধাতুপিণ্ডকে গালান হ'চ্ছে। অভিজ্ঞতা ও পবিত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুণে সমস্ত ময়লা পরিশোধিত হচ্ছে।

হে দিব্য-শ্রমশিল্পী, আমার দুর্বলতার ময়লাগুলি কমিয়ে দাও। সহিষ্ণুতা ও আত্মশক্তির স্থিতিস্থাপকতাপূর্ণ ইস্পাতে আমাকে সুকঠিন কর। আমাকে সাহায্য কর, ঐ সংশোধিত ধাতুকে উপযুক্ত দৃঢ়তা ও আত্ম সংযমের সক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে পরিণত করতে। মনের সাম্যাবস্থার তলোয়ারের দ্বারা আমি যেন, যে সমস্ত আভ্যন্তরীন শত্রু আমাকে তোমারই একমাত্র চিন্তা থেকে পৃথক করে রাখতে চেষ্টা করবে, তাদের নির্মূ'ল করতে পারি।

* * * *

তুমিই আমার সূর্য্য ও চন্দ্র হও

আমার সফলতার সুখময় দিনগুলিতে আমাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবার জন্য তুমি আমাকে তোমার জ্ঞানের সূর্য্য কিরণ, ও দুঃখের অন্ধকারময় রাত্রে অভ্রান্ত ভাবে চলবার জন্য তোমার ক্ষমার চন্দ্র-কিরণ দিও।

* * * *

স্পর্শনীয় মনুষ্য দেহ ধরে তুমি আমার কাছে এস

(সাধক রামপ্রসাদ সেনের একটি গান অবলম্বনে)

হে পরমা জননি! আবার কবে সেই সুপ্রভাত হবে, যেদিন তোমার নাম নিতে নিতে আমার অশ্রুর বন্যা বইবে; সেই বন্যায় আমার অজ্ঞানতার দু'কূল প্লাবিত হবে ও আমার হৃদয়ের অনাবৃষ্টির শুষ্কতা দূর করবে? তখন আমার সেই অবিশ্রান্ত অশ্রুবারির হ্রদে মনের চির-অন্ধকার দূর-কারী উজ্জ্বল জ্ঞান-পদ্ম ফুটে উঠবে!

হে সর্বব্যাপী দিব্যা-জননি! তুমি স্পর্শনীয় মনুষ্যদেহে আমার কাছে আবির্ভূতা হও। আমার সকল দুঃখ বেদনা, একমাত্র তোমার ঐ অনন্ত করুণায় ভরা মুখখানিই দূর করতে পারে।

* * * *

অখণ্ড একত্ব হে জগৎ পিতা, আমাকে এই শিক্ষা দাও যেন আমি অন্তরের শান্তি ও বাহিরের সোরগোল এই উভয়ের ভেতরেই তোমার সঙ্গে আমার একত্ব খুঁজে বের করতে পারি। যদি সর্ব কালে ও সর্ব স্থানে তোমার আচ্ছাদনশীল উপস্থিতি আমি অনুভব করতে পারি তা হলে চারদিকে নীরবতাই থাকুক অথবা হট্টগোলই থাকুক, কোনটাই আমি গ্রাহ্য করি না।

* * * *

আমি যেন আনন্দ সহকারে কর্মব্যস্ত থাকতে পারি তুমি নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মব্যস্ত, কিন্তু তবুও তুমি অসংখ্য প্রফুল্ল-চিত্ত হৃদয়গুলির ভেতর দিয়ে স্বর্গীয় হাসি হাসছ। আমাকে আশীর্বাদ কর, যখন আমি এই জীবনের কর্মশালায় পরিশ্রম করতে থাকব তখন যেন তোমারই মত উজ্জ্বল হাসি মাখা অবস্থায় নিজেকে রাখতে পারি।

তোমার শক্তির তরঙ্গ যেন আমার প্রতিদিনের কার্যধারার নদীর ওপর নৃত্য করে।

হে দিব্যা জননি! তুমি যেমন পরমাণু, ফুল ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপ-দান করে আনন্দ পাও, তেমনি আমাকেও সেই নিগূঢ় তত্ত্বের অধিকারী কর যেন আমি সক্রিয়তা ও প্রফুল্লতা নিয়ে মেতে থাকি।

* * * *

আমাদের দেহ মন ও আত্মাকে নিরাময় কর হে পরমাত্মা, আমাদের দেহগুলিকে মহাজাগতিক শক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ করতে শেখাও। মনকে একাগ্রতা ও প্রফুল্লতার দ্বারা নিরাময় করতে শেখাও। আত্মাকে না চিন্‌তে পারার অজ্ঞানতার ব্যাধি তোমার ধ্যানরূপ দিব্য-ঔষধের সাহায্যে দূর করতে শেখাও।

* * * *

আরোগ্যের শপথ হে দিব্য পরমাত্মা, তুমিই আমার এই দেহ গড়েছ। এটি সুন্দর, কেন না, তুমি এর ভেতরে উপস্থিত রয়েছ। তোমার সত্ত্বা সম্পূর্ণতার আধার। তোমারই প্রতিমূর্তিতে আমি সৃষ্ট, তাই আমিও সুসম্পূর্ণ।

* * * *

অপরকে নিরাময়ের শপথ তুমি স্বর্গীয় পরম-পিতার একটি সন্তান তাঁর অবিন র জীবনী-শক্তি তোমা দেহের প্রতিটি কণায় কণায় পরিব্যাপ্ত তোমার সমস্ত অস্তিত্বটুকু সেই পরম পিতারই উপস্থিতির অনুকম্পন সমষ্টি। তুমিও সুন্দর।

* * * *

তোমার আলোর সম্মুখে অন্ধকার দূরীভূত হয় হে দিব্য-গুরু, আমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে দা যে যদিও আমার অজ্ঞানতার অন্ধকার যু যুগান্তরের সঞ্চিত, কিন্তু তবুও তোমা আলোর প্রভাবে সমস্ত অন্ধকার এমনভা চলে যাবে, যেন তা কোন দিনই ছিল না।

* * * *

আত্ম-চেতনার প্রশস্ত রাজ পথে আমাকে পরিচালিত কর যতদিন পর্য্যন্ত না আমার সমস্ত পথ অতিক্রম করে আমি তোমার কাছে পৌঁছতে পারছি, ততদিন পর্য্যন্ত আমি খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা মুসলমান যা'ই হই না কেন এবং আমার ধর্ম, আমার জাতি ও আমার জন্ম-স্বাতন্ত্র যা'ই হোক্ না কেন, আমি কোন কিছুই গ্রাহ্য করি না।

আমি যেন ধর্মের অনুষ্ঠান-মূলক গোলক ধাঁধার পথে না যাই। হে প্রভু! তুমি আমার পা দু'খানিকে আত্ম-চেতনার যে সোজাসুজি পথ তোমার দিকে গিয়েছে সেই প্রশস্ত রাজপথের দিকে এগুতে দাও।

* * * *

আমার অধিনায়ক হও হে স্বর্গীয় পিতা, তুমি আমার নিত্য-কর্ম-রূপ নৌকার অধিনায়ক হও ও উহা দিব্য-সিদ্ধির তীরে পৌঁছে দাও।

* * * *

নির্বুদ্ধিতার ভ্রান্তির আগুণ ভ্রান্তির রাত্রে আমরা ইন্দ্রিয়-সুখের আলেয়ার আলোর পেছনে ছুটেছিলাম। আত্মোন্নতির পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে ভ্রান্তির জলাভূমির উপর দিয়ে হোঁচট্ খেতে খেতে যাচ্ছিলাম।

হে চির-জাগ্রত পিতা, ইন্দ্রিয়গণের আলেয়ার আলো যা পাঁক থেকে ওঠে, তাই দেখে যেন ইন্দ্রিয়গণের পাঁকে গিয়ে না পড়ি।

আমরা যেন তোমার আগ্রহশীল তীর্থযাত্রী সন্তান হয়ে, তোমার হাতছানিরূপ পবিত্র স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ আলো অনুসরণ করে অতি সহজেই আমাদের পরম গৃহে পৌঁছতে পারি।

* * * *

আমি তোমাকে স্নেহার্দ কণ্ঠে বলতে শুনেছি "বাড়ী ফিরে এস"

বহু জন্ম আমি তোমাকে অস্ফুট মধুর স্বরে ডাকতে শুনেছি "বাড়ী ফিরে এস"। কিন্তু সেই ডাক আমার অপবিত্র কামনার চীৎকারে ডুবে গিয়েছিল। আমি বাসনার সংঘর্ষ পূর্ণ ভীড় ত্যাগ করেছি। এখন আমি নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের নিভৃতে তোমাকে আহ্বান করি।

জড় জগতের প্রলোভনের ডাক যা এখনও আমার স্মৃতির ভেতরে উঁকি মারছে, তুমি সেগুলিকে আমার ধ্যানের গহনে নির্বাসিত কর। আমি পুনরায় ব্যাকুলভাবে আত্মার স্থিরতার ভেতরে তোমার শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে ইচ্ছা করি।

* * * *

তোমাকে স্মরণ রাখবার আমার বাতি

আমি পথ হারিয়ে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে পারি, কিন্তু হে দিব্য-জননি! দেখো যেন তোমাকে স্মরণে রাখবার আমার ছোট্ট বাতিটি অবিশ্বাসের দমকা বাতাসে কখনও না নিভে যায়।

আমি জড় জগতের সমস্ত জিনিষ খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করলাম যে আমার তোমাকে পাওয়া চাই-ই। তুমি এস, আমার সঙ্গে নিত্য থাক।

* * * *

আমি তোমার মহাজাগতিক অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ

যখন সৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ প্রথমে তোমার অঙ্গের অগ্নিশিখা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল তখন আমি মহাজাগতিক তারাগণের সঙ্গে সমবেত আলোর গান গেয়েছিলাম, যে আলো এই বিশ্ব জগতকে সৃষ্টিকারীর মুকুট পরিয়েছে। আমি তোমার মহাজাগতিক অগ্নির একটি অমর স্ফুলিঙ্গ।

অজ্ঞানতার দুর্গ ধ্বংস করা তোমার প্রতি আমার ব্যাকুলতার গোলা বর্ষণের পর গোলা বর্ষণ ভ্রান্তিরূপ দুর্গ প্রাচীর ভেঙে ফেলবে। জ্ঞানের ক্ষেপণাস্ত্র ও দৃঢ় সংকল্পের ভয়ানক কামান আমার অজ্ঞানতার দুর্গ ধ্বংস ক'রবে।

* * * *

তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পুনরুজ্জীবিত কর হে সহিষ্ণুতার মহা হৃদয়! ধ্যানের ভেতর দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার প্রাচীন বন্ধুত্ব পুনরায় জাগিয়ে দাও। আমি যেন উপলব্ধি ক'রতে পারি যে আমার এই দিব্য-ব্যাপ্তির পথে এবং বার বার দেহ ধারণের ভ্রম পথে তুমি ও শ্রীগুরু আমার স্বর্গীয় বন্ধুরূপে পূর্ব্বেও ছিলে, পরেও থাকবে।

* * * *

অরণ্যে রোদন আমি একাকী বসে অরণ্যে রোদন করছি। প্রার্থনায় বসে চোখ বুজে দীর্ঘকাল ধরে অন্তরের অন্ধকারময় আকাশে তোমার উপস্থিতির গুপ্ত আলো আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।

হৃদয়ের অসংখ্য আবেগে আমি তোমার জ্ঞানের বারি-বর্ষণের জন্য একান্ত ভাবে কামনা করি। হে নিত্য প্রেম বারিবর্ষণকারী, তুমি আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

* * * *

তোমার মহাজাগতিক ছায়াচিত্রে আমরা অভিনেতা নানা বৈচিত্র্য দেখাবার তোমার যে সবাক্ চিত্র, যাতে কোলাহল ও নিস্তব্ধতার নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অভিনয় হয়, সেটি একটি বিরাট মায়ার কাঠামো মাত্র।

আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর, তুলনার ও বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের, মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক নাটকের স্বপ্নজালগুলি সবাক্-চিত্র ছাড়া আর কিছুই নহে, কেন না ঐগুলি দেখান হয় উপদেশ দেবার ও মনোরঞ্জন করবার জন্যই।

হে দৃষ্টিবিভ্রমকারী দেবতা, তুমি 'ওম' রূপ মহা জাগতিক কম্পনশীল শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে, আমাদের চেতনারূপ পর্দায় তোমার স্বরূপের ছায়াচিত্রের ধারাবাহিক অনন্ত দৃশ্যের এক এক অধ্যায় নিত্য আমাদের দেখাচ্ছ।

তোমার সবাক্ চিত্রে আমরা প্রত্যেকেই হর্ষ ও বিষাদের অভিনয়-গুলি করে যাচ্ছি। সেই অভিনয় আমরা যেন ঠিকমত করতে পারি। আমাদের সর্বদাই সময় দাও যাতে আমরা আমাদের চিন্তারূপ দর্শকগণের ভেতরে ও নিজ চিন্তাধারার বহিঃ প্রকাশ পরীক্ষা করবার বারাণ্ডায় বসে, চরম বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে দেখতে পারি যে আমাদের আর না অভিনয় করতে নামতে হয়।

আমরা আমাদের জীবনের উল্টো দিকের ঘটনা প্রবাহগুলি জ্ঞান চক্ষে দেখে যেন বলতে পারি "বাঃ, বায়স্কোপের এই ছবিটি বেশ এতে জীবন সংগ্রামের দৃশ্যগুলি জীবন্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে। আমি এর থেকে বহু জ্ঞান লাভ ক'রলাম।"

* * * *

শান্তির জন্য প্রার্থনা (ইং ১৯৪৪ সালে লিখিত) হে জগৎ পিতা, মানুষ এই হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকায়— এই ধুক্ ধুকে জীবনের বিনাশে (হে যুবক তুমি অ-মৃত হয়েও মৃত্যুর পথে চলেছ!) এবং মানুষের নিজ নিজ বাস্তব অধিকারের

ওপর হানা দিতে দিতে ও হানিতে (হায় মণ্টি ক্যাসিনো,* যা যুগে যুগে গৌরবের প্রতীক ছিল, তা এক দিনের বোমার আঘাতেই ধ্বংস হয়ে গেল) অবসন্ন।

আমরা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে মহাপাপ তুল্য যুদ্ধ বিগ্রহ লাভজনক নহে। প্রথম মহাযুদ্ধ কেবল দ্বিতীয় মহা যুদ্ধকেই ডেকে এনেছিল। জয়ী ও পরাজিত উভয় পক্ষই একই ভাবে আজও চেয়ে আছে—কিন্তু তা ধর্ম ও ভ্রাতৃপ্রেমের লক্ষ্যের বহু দূরে।

হে জগৎ পিতা, একমাত্র তুমিই সর্বশক্তিমান; তুমি আমাদের প্রার্থনা শোনো, ও এই যুদ্ধ ন্যায়বিচারে থামিয়ে দাও। তুমি এই সব নিরপরাধ যুবকদের ও সহায়হীন বৃদ্ধগণকে বোমা বর্ষণের হাত থেকে বাঁচাও। যেন আমাদের প্রার্থনা ও তোমার করুণা, বিভিন্ন জাতির যুদ্ধোন্মত্ততার প্রবৃত্তি প্রশমিত করে ও অতি শীঘ্রই এই ভয়াবহ রক্তপাত বন্ধ করে।

* * * *

সদা-উপস্থিত আলোর প্রহরী

যন্ত্রনায় আর্তনাদকারী হৃদয়গুলিকে তোমার শান্তিময় দিব্য-উপশমের মলম আমাকে লাগিয়ে দিতে দাও, যাতে তারা তোমারই ভেতরে ফিরে গিয়ে মধুর বিশ্রাম পায়।

আমি যেন বিষন্ন স্বভাবযুক্ত মানুষদের কাছে সূর্য্যের হাসি নিয়ে, নীরস মনগুলির কাছে উর্বরকারী বারিধারা নিয়ে, ব্যবহারে পীড়িতদের কাছে দয়ার উপহার নিয়ে ও অন্ধকারে আচ্ছন্নদের কাছে চোর

* গত মহাযুদ্ধে ইতালীর সুপ্রসিদ্ধ ধর্মস্থান ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বোমাবর্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বিতাড়নকারী তোমার নিত্য উপস্থিতির আলোর প্রহরা নিয়ে হঠাৎ হাজির হ'তে পারি।

* * * *

একটি আবেগের নদী তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তোমার প্রতি প্রার্থনার আবেগপূর্ণ উচ্ছল অশ্রুবারির নদীর ওপর দিয়ে আমি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছি। তুমি এই হৃদয় আলোড়নকারী জলরাশি নিয়ন্ত্রিত কর যাতে তারা নৈরাশ্যের মরুভূমিতে পথ হারিয়ে না ফেলে। তুমি লক্ষ্য রেখো যেন আমার এই উন্মত্ত প্রার্থনার বন্যা ঠিক পথে অর্থাৎ সরাসরি তোমারই দিকে ছোটে।

* * * *

হে দিব্যা জননী! আমাকে আবার পরিষ্কার করে দাও তুমি আমাকে পবিত্র পোষাকে সাজিয়ে খেলতে পাঠিয়েছিলে। আমি কিন্তু ছুটে চলে গিয়ে ভ্রান্তির ফলহীন বৃক্ষ সকলের ভেতরে গিয়ে লাফালাফি করেছিলাম তখন দুঃখ কষ্টের বনের ছায়া আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

আমি না খেলেই ফিরে গিয়েছিলাম। এখন আমি অজ্ঞানতার পাঁকে মাখামাখি। হে দিব্যা জননি, তোমার পরম জ্ঞানের জলে আমাকে ধুইয়ে দাও। আমাকে আবার পরিষ্কার কর।

* * * *

সত্যের স্থির-দৃষ্টি হে প্রভু! আমার এই জড় চক্ষুদুটি জীবনের পরিবর্তনশীল নানা দৃশ্যপূর্ণ চিত্র, প্রকৃতির প্রাচুর্যের ঔজ্জ্বল্যে ভরা বহু বর্ণের ফুল ও নিঃশব্দে বিচরণশীল মেঘপুঞ্জ দেখে একান্ত মুগ্ধ।

আমার জ্ঞানচক্ষু দুটি খুলে দাও যাতে তারা সমস্ত সৌন্দর্যের ভেতরেই কেবল তোমার সাম্রাজ্যের সৌন্দর্যই দেখতে পায়। সত্যের স্থির দৃষ্টির দ্বারা আমি যেন এই বিশ্বে একমাত্র তোমাকে ছাড়া আর কিছুই না উপলব্ধি করি।

* * * *

সমস্ত শক্তিই দিব্য ভাবাত্মক

তুমি আমার এই দেহের রহস্যময় বৈদ্যুতিক শক্তিরূপ মাংস, হাড়, মাংসপেশী ও শিরা উপশিরার জটিল যন্ত্রটি চালাচ্ছ। তোমার জীবনীশক্তি আমার প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ্‌স্পন্দনের মধ্যে বর্তমান।

হে মনুষ্যগণের ও ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সক্রিয়তার অধিশ্বর, তুমি আমাকে বুঝতে দিও যে, সমস্ত শক্তিই স্বর্গীয় ও তা একমাত্র তোমার কাছ থেকেই নেমে আসে।

* * * *

আমি যেন সমস্ত নির্দোষ আনন্দের আস্বাদন তোমার পরম আস্বাদ থেকে নিতে পারি

হে দিব্যা জননি! আমাকে আনন্দের ভেতরে বাস করতে শেখাও। আমি যেন জাগতিক কর্তব্য ও সৃষ্টির অনন্ত সৌন্দর্য ঠিকমত উপভোগ করতে পারি। আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে শিখিয়ে তুল্‌তে সাহায্য কর যেন তারা তোমার এই অদ্ভুত প্রকৃতি জগতকে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারে।

তোমার পরম আস্বাদনের দ্বারা আমি যেন সমস্ত নির্দোষ আনন্দের আস্বাদ নিতে পারি। আমাকে নেতি নেতির বিচার থেকে ও অযুক্তিযুক্ত হিংসার মনোবৃত্তি থেকে রক্ষা কর।

* * * *

আমার ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টি সরিয়ে দাও

আমি দীর্ঘকাল যাবৎ জড় জগতের পাণ্ডু রোগাক্রান্ত দৃষ্টি-দোষে ভুগছি। হে চিরজীবি পরমাত্মা ! তোমাকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে আমার গোলমেলে দৃষ্টি জড়বস্তুর বিবর্ণ শবদেহ দেখছে। তুমি কি আমাকে সারিয়ে তুল্‌বে না যাতে আমি আমার সঠিক জ্ঞান দৃষ্টিতে সকল বস্তুর মধ্যেই তোমার বিভিন্ন রূপের উপস্থিতি দেখতে পাই।

* * * *

হে মহা অপ-রসায়ণ-বিদ্ তুমি আমাদের আত্ম শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর

হে মহা অপ-রসায়ণবিদ্, তুমি আমাদের আত্ম শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের দুর্বলতার পরিবর্তে বলশালী কর ও ভুল চিন্তার পরিবর্তে সত্যের উপলব্ধি করতে দাও। আমাদের স্বার্থপূর্ণ উচ্চাকাঙ্খাকে উড্ডীয়মান পরীতুল্য সৌন্দর্যের মহৎ প্রার্থনাতে, আমাদের বেদনা দায়ক অজ্ঞানতাকে দিব্য জ্ঞানেতে ও আমাদের ময়লায় ভরা নিষ্ক্রিয়তার ধাতু পিণ্ডকে অধ্যাত্ম জ্ঞানযুক্ত খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত কর।

* * * *

তোমারই মূল জীবন-সূত্র

হে বিশ্বপিতা, দুই যুক্ত করে আমি এসে দাঁড়িয়েছি আমার সমস্ত সত্ত্বা তোমাকে উৎসর্গ করতে। আমার প্রার্থনা সমূহকে আমি গভীর প্রেমে রাঙিয়ে নিয়েছি। তোমার প্রতি আমার শিশু সুলভ সরলতা ও ঐকান্তিক প্রার্থনার আবেগ দাও।

আমার প্রার্থনা বাক্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন স্বতঃ স্ফূর্ত ভাবে নিজেকে তোমার নিকটবর্তী করে নিতে পারি। আমার সম

আবেগের ভেতর তোমাকেই অনুভব করতে শেখাও, তোমার জ্ঞানই যে আমার বোধশক্তিকে উন্নত করে এইটে বোঝবার সুযোগ দাও আর আমার জীবন যে তোমারই পরম জীবনের একটি প্রকাশ এই ভাবতত্ত্বে সচেতন কর।

* * * *

আমাকে বলে দিও যে তুমি আমাকে চিরদিনই ভালবেসে আসছ

প্রার্থনার উচ্চৈঃস্বরে অথবা ফিস্ ফিস্ করে বলা কোন কথাই তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে ঢেকে রাখতে পারবে না। দিব্য অনুচ্চারিত ভাষায় আমি তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করব।

নীরবতাই তোমার কণ্ঠস্বর। আমার আত্মার নীরবতার ভেতরেই যেন তোমাকে কথা বলতে শুনি।

হে পরমা জননি! আমাকে বলে দিও যে আমি না জান্তে পারলেও তুমি আমাকে চিরদিনই ভালবেসে আসছ।

* * * *

তোমার সমস্ত সৃষ্টিই অননুকরনীয় হস্ত শিল্পের নিদর্শন

আমাদের এই শিক্ষা দাও, যেন আমরা পাখী ও পশুদের, পথিপার্শ্বে অযত্নে ফুটে থাকা ফুলগুলিকে ও আমাদের অসাবধানে মাড়িয়ে যাওয়া বাক্শক্তিহীন তৃণগুলি-কেও ভালবাসতে শিখি।

প্রকৃতির অসংখ্য ধরণের রূপ তোমার সর্বদক্ষতার পরিচায়ক ও সেই রূপ উদ্ভূত হয়েছে তোমার বিরামহীন কর্মস্পন্দিত আঙুলগুলির ক্রিয়তা থেকে। আমরা যেন সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে তোমার অননু-করণীয় হস্ত শিল্পের নিদর্শন দেখ্তে শিখি।

* * * *

আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমার পঞ্চেন্দ্রিয়গুলি কেবল মাত্র ভালর দিকটাই নিতে পারে

হে প্রভু! আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমি সততা ও নির্ম্মলতা ছাড়া কোন কিছুতেই আর অন্য কিছু না দেখি। আমাকে রক্ষা করো, আমি যেন কেবলমাত্র আত্মোন্মেষণ-মূলক বক্তৃতা ও উপাসনামূলক সংগীতের মাধুর্য শুনি। হে মহাসৌরভ-প্রদায়ী পরমাত্মা! আমাকে তোমার সেই মাধুর্যে ভরে তোল যাতে আমি এমন আঘ্রাণ নিতে পারি যা কেবলমাত্র তোমাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি যেন কেবলমাত্র সাদাসিধা সাধারণ খাদ্য ছাড়া আর অন্য কিছুর আস্বাদন না করি। আমি যে কোন জিনিষই স্পর্শ করি না কেন তা যেন আত্মার চেতনা রূপ তোমারই পবিত্র স্পর্শ জাগিয়ে দেয়।

* * * *

মরুতীর্থ যাত্রী রূপে আমার প্রার্থনাগুলি এগিয়ে চলেছে

আমার প্রার্থনাগুলি মরুতীর্থ যাত্রী রূপে ধীরে ধীরে তোমার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই যাত্রা অনেকবার নৈরাশ্যের মরু বায়ুতে পড়ে অন্ধবৎ হয়ে যাবার জন্য বিলম্বিত হয়ে গেছে।

আমি যখনই এই শুভ যাত্রায় এগিয়ে চলি তখনই বহুদূরে তোমার নীরব উৎসাহদানরূপ মরুদ্যান দেখতে পাই। তখনই আমার আত্মশক্তি আবার ফিরে আসে ও আমি তখন তোমার কাছে পৌঁছিবার জন্য দ্বিগুণভাবে সচেষ্ট হই। আমি যেন আমার বিশ্বাসের তৃষিত ঠোঁট্ দুটি তোমার স্বর্গীয় আনন্দ রসের ভেতর গভীর ভাবে প্রবেশ করাই ও তা পরিপূর্ণরূপে পান করি।

* * * *

তোমার আনন্দের অনাড়ম্বর গান তোমার পরিত্রাণকারী কণ্ঠস্বরের তরঙ্গ সকল বায়ুস্তরে বিস্তৃত হচ্ছে ও তা মানুষরূপী বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দ্রিয় লালসায় বধির নিশ্চলতার কাণগুলিতে তোমার ঐ স্বর্গীয় উপদেশ বাণী ধরা পড়ছে না।

* * * *

রাজপথের ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা কর হে পরমাত্মারূপ জ্ঞানচক্ষু! আমি যখন পরম শান্তির রাজ প্রাসাদের দিকে চলতে থাকব তখন তুমি আমার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রেখো যেন আমি অহং রূপ বাঁকা চোরা পথ এড়িয়ে যেতে পারি।

সচেতন-শীলতার রাস্তার বাঁকে আমি যেন যথা সময়ে লক্ষ্য রেখে লোভ, স্বার্থপরতা, ও আইন অমান্যকারীরূপ দুঃসাহসিক রাজপথচারী ডাকাতদের এড়িয়ে চলতে পারি।

হে অভ্যন্তর ভেদী সর্বদর্শী আলো, জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান গুলির পথ আমাকে দেখিয়ে দাও।

* * * *

আমার প্রেমের দৃষ্টি-সূর্য কখনও যেন অস্ত না যায় আমি এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা করছি যে কখনও যেন আমার প্রেমের দৃষ্টি-সূর্য, তোমার প্রতি আমার সৎচিন্তার আকাশের নীচের দিকে না অস্ত যায়। কখনও যেন আমি, আমার দৃষ্টিকে তুমি ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে দেখবার জন্য উর্দ্ধদিক থেকে নীচের দিকে না নামাই।

আমি কখনও এমন কাজ যেন না করি যা তোমাকে না স্মরণ করিয়ে দেয়। অজ্ঞানতা-প্রসূত কার্য সকল দুঃস্বপ্নের দিকে টানে।

আমি যেন কেবলমাত্র মহৎ কার্য সাধনেরই আনন্দপ্রদ জাল বুনি, কেন না সে সবই ত' তোমারই স্বপ্নজাল।

* * * *

তুমি সৃষ্টি চক্রের আবরণ দূর কর হে প্রভু! বিষয়রূপ পর্দাগুলি তোমাকে আমার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে। তুমি অদৃশ্যভাবে পদ্ম ও গোলাপের, উজ্জ্বল সোনালী রঙের মেঘের ও নিঃস্তব্ধ তারকাখচিত রাত্রের মনোরম পর্দাগুলির পেছনে রয়েছ। যদিও ওগুলি তোমাকে আড়াল করে রাখে তবুও ওদের আমি ভালবাসি, কেন না ওরা তোমারই উপস্থিতির আভাস দেয়। তবুও আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে সেই রূপে দেখতে চাই যে রূপে তোমার এই সৃষ্টিচক্রের পোষাক পরে না থাকা অবস্থার প্রকৃত স্বরূপত্ব রয়েছে।

* * *

তুমি সর্বদাই আমার প্রতি লক্ষ্য রেখেছ হে সর্বজনের বিনিদ্র অভিভাবক! তুমি আমাদের সর্বদাই অস্তহীন সূর্যের ও সুশীতল চন্দ্রের চক্ষুদিয়ে দেখছ। তোমার সর্বত্র বিদ্যমান দৃষ্টিতে তুমি আমাকে মহাকাশের অসংখ্য ছিদ্রের ও রাত্রি জাগরণশীল নক্ষত্রগণের মৃদু কম্পনের ভেতর দিয়ে প্রহরা দিচ্ছ।

এলোমেলো বাতাসের স্পর্শ দিয়ে তুমি আমার যত্ন নিচ্ছ। তোমার ও তোমার সন্তানগণের প্রতি আমার ভালবাসার আবেগের ওপরে তুমি তোমার স্নেহরূপ স্নিগ্ধকারী ও নীরব বারিধারা বর্ষণ করছ

* * * *

'ওম্' ই সৃষ্টিতত্ত্বের প্রাণস্পন্দন হে ব্রহ্মাণ্ডের মহাস্পন্দন, তুমি আমার কাছে অনন্তের কণ্ঠস্বর হয়ে ধ্বনিত হও। আমি যেন স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানে তোমার ভেতরে যীশুখৃষ্টের মত দিব্য চেতনা পাই

হে সর্বত্র বিগুমান 'ওম্' বা 'আমেন' রূপী মহানাদ, তুমি আমার মধ্যে, আমার দেহ থেকে মনকে অনন্তের দিকে প্রসারিত করিয়ে প্রতিধ্বনিত হও। আত্মাকে, তোমার ভেতরের এই মহা সৃষ্টির প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করতে শেখাও।

* * * *

তুমিই পরম কারণ তুমি আমারই পায়ে হাঁটছ, আমার ক্রিয়াশীল হাতদুটি তুমিই ব্যবহার করছ, আমার হৃদয়ে তুমিই স্পন্দিত হচ্ছ, আমার শ্বাস প্রশ্বাসে তুমিই প্রবাহিত রয়েছ ও আমার মস্তিষ্কের চিন্তাজালগুলি তুমিই বুনছ। আমার এই মনুষ্য ইচ্ছা রূপ আকাশ ফুঁড়ে উল্কাপিণ্ডের মত দ্রুতগামী তোমারই ইচ্ছাশক্তি আসা যাওয়া করছে।

এটা আমাকে দৃঢ় ভাবে বুঝতে দিও যে তুমিই আমিতে পরিণত হয়েছি। প্রভু! আমাকে তোমাতেই রূপান্তরিত কর, যাতে আমি দেখতে পাই যে আমার এই ছোট্ট বুদ্‌বুদ টুকু তোমারই ওপর ভাসছে।

* * * *

তোমার দুয়ারে ব্যাথায় পীড়িত-গণ এসেছে (রামপ্রসাদের একটি গান থেকে) অনাথ ও ব্যাথায় পীড়িতগণ তোমার করুণার কথা শুনেছে। তারা তোমার দুয়ারে এসে পৌঁচেছে। তুমি কি তাদের সুস্থ না করে ফেরত দেবে?

যারা আশাহত হয়ে পড়েছে তাদের উষ্ণ চোখের জল তোমারই অদৃশ্য হাত দু'খানি মুছিয়ে দেয়। যারা ভ্রান্তির বশে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, তারা আজ তোমার আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

তোমার উপস্থিতির প্রভাতের আলোয় তাদের অন্ধকারে-ভরা **সমস্ত** বেদনা দূর হবে।

হে দিব্যা জননি! তুমি স্বর্গীয় গাম্ভীর্যের মুখাবরণ খুলে তোমার স্নেহমাখা ঐ মুখখানি আমাদের দেখাও।

* * * *

আমার মন নদীর কূলে তোমার বাঁধ দাও হে ওঙ্কারের পবিত্র মহানাদ! আমার অন্তরের তীরে তোমার বাঁধ দিয়ে দাও। রক্ত-মাংসের সংকীর্ণ চিন্তার সীমানা ধ্বংস কর।

আমার ধ্যানের ভেতরে সমুদ্রবৎ তোমার দুস্তর অনুরণন, আমার দেহ মন, ও আত্মাতে—আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থায়—প্রথমে আমার অতি নিকটবর্তী পরিবেশে এবং পরে তা সমস্ত নগরে, সহরে, পৃথিবীতে, সৌরজগতে ও ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত করে—নিবিষ্ট চিত্তে শুন্‌তে দিও।

আমি যেন প্রকৃতির মহাজাগতিক অসীম দেহের ভেতরে নিজ সত্বার দিব্য-মহত্বের উপলব্ধি করতে পারি।

* * * *

প্রকাশতঃ বহু, মূলতঃ এক হে দিব্য-অগ্নিশিখা! তুমি তোমার পরম মনের দীপ্তি বিকাশের মহা শিখা, মনুষ্যচেতনার প্রতিটি ছোট ছোট ছিদ্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করছ।

এই সমস্ত পৃথক পৃথক আত্ম-শিখার ভেতর দিয়ে তুমি বহুভাবে, সীমাবদ্ধ ভাবে, ক্ষুদ্রভাবে ও বিভক্তভাবে প্রকাশিত হ'চ্ছ। কিন্তু এ সমস্তই তোমার একটি মাত্র মহা অগ্নি-শিখার উদ্গত অংশ।

* * * *

আমাকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য কর

হে সর্বজয়া! আমার অন্তরের সদগুণ-রূপ স্থিরতা ও আত্ম-সংযমের সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করে তুলতে শেখাও।

তুমি পৌরাণিক যুগের শ্রীকৃষ্ণের মত ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা ও অসত্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের স্বর্গীয় সেনাপতি হও।

তোমার অপরাজেয় পবিত্রতার পতাকা আমি যেন আমার জীবন-রাজ্যের চূড়ায় উত্তোলন করতে পারি।

* * * *

হে প্রভু! তোমার প্রতিই আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য

হে পরমাত্মা! আমাদের এই শিক্ষা দাও যাতে আমরা ভাবতে পারি, যে তোমাকে উপলব্ধি করার পবিত্র কর্তব্য অপেক্ষা আমাদের আর অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাজ নেই। কেন না অন্য সকল প্রকার কাজ সহজেই সম্পন্ন করা সম্ভাপর, যে হেতু তুমি আমাদের সেগুলি নিষ্পন্ন করবার শক্তি দিয়ে রেখেছ।

আমরা যেন সব কিছুর চেয়ে তোমাকেই সর্বাধিক ভালবাসি, কেন না তোমার জীবনের ও তোমাকে ভালবাসার অধিকার না পেলে আমরা কিছুতেই বাঁচতে ও ভালবাসা শিখতে পারি না।

* * * *

আমি নির্ভিক ভাবে সংগ্রাম করতে করতে তোমার দিকেই এগিয়ে যাব

হে মহা দিঙনির্ণায়ক! যেখানেই আমি ঘুরে বেড়াই না কেন, আমার মনের চৌম্বক-শলাকাটি যেন ঘুরে ঘুরে তোমার দিক্‌টাই নির্ণয় করে দেয়।

ভাগ্যের ঝড় ঝাপ্টার আঘাত পাই অথবা দুর্দৈবের বারিপাতে অভিষিক্ত হই না কেন আমি সর্বদাই আমার মনকে তোমার দিকেই নিয়ন্ত্রিত করব।

আমার ভালবাসার পায়রাটি বিহ্বলতার মেঘের, চিত্ত-বিক্ষিপ্ততার ঝড়ের ও ভাগ্যবিপর্যয়ের ঘূর্ণাবর্তের ভেতর দিয়ে উড়ে চললেও সে নিশ্চয়ই তোমার পথ খুঁজে পাবে।

* * * *

'ওম্' রূপ তোমার প্রধান গীত হে দিব্য বংশী বাদক! তুমি সমস্ত ধর্মের বাঁশীর ভেতর দিয়ে তোমার একত্বের গানের সুরটি বাজাও। তোমার দিব্য গানের শক্তির স্বর গ্রামের নিপুণ মূর্ছনায় ঐ বাঁশীর সুরটিকে সুমধুর করে তোলে।

তোমার সুরে সুর মিলিয়ে আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ সুরগুলি দিব্য উৎকর্ষতায় পরিণত করতে পারি।

তোমার 'ওম্' রূপ প্রধান গীতিটি যা এক সুসম্পূর্ণ যন্ত্র-সংগীত সেটি আমাদের ঠিক মত শুন্‌তে শেখাও।

* * * *

বর্তমানের চাহিদাগুলি মেটাবার জন্য প্রার্থনা হে দিব্য-পিতা, আমার এই প্রার্থনা যে আমি স্থায়ীভাবে কি পেয়েছি তার জন্য না ভাবি, কিন্তু আমাকে এই শক্তি দাও যাতে আমি আমার দৈনিক অভাব ইচ্ছা মাত্রেই মিটিয়ে নিতে পারি।

* * * *

তোমার বহু নাম অনুরাগের চিরস্থায়ী সূত্রে একত্রে গাঁথা প্রেমের মাল্য-দান দিয়ে আমার প্রার্থনা বাক্যগুলি উচ্চারণ করি। আমি কোন একটি মাত্র নাম নিই না।

আমি বলি গড্, আত্মা, ব্রহ্ম, আল্লা, স্বর্গীয় পিতা, দিব্যা জননী প্রভৃতি, কেন না এর সব নামগুলিই তোমার।

আমি কখনও কখনও তোমাকে যীশুখৃষ্ট, কৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য, মহম্মদ, বুদ্ধ, মজেস্ ও অন্যান্য অবতারদের নাম ধরে ডাকি। কেন না আমি জানি যে তুমি বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশিত করে আনন্দ পেয়েছিলে এবং চিরদিন আনন্দ পাও।

অনন্তকালের রঙ্গমঞ্চে মহাজাগতিক অভিনয়ে তোমার অসংখ্যবার অবতীর্ণ হওয়ার ভেতরে তুমি বহু নাম ধারণ কর। কিন্তু তোমার একটি মাত্র মহাজাগতিক মহিমা আছে—সেটি হল অবিনশ্বর আনন্দ।

* * * *

বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যদিয়ে আমি যেন নিজেকে নির্দোষ করতে পারি

হে মহানীতির অধিশ্বর! আমি যেন পরীক্ষার ক্ষতরূপ শাস্তি প্রাপ্ত উপযুক্ত পদকগুলি যা ন্যায় বিচারে তোমারই সুপবিত্র হাত দিয়ে আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে, তা যেন উপযুক্ত শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করি।

আমার প্রতিদিনের বিপদ সকল যেন আমার প্রাপ্তির প্রতিষেধক ঔষধরূপে কাজ করে এবং জাগতিক সুখ স্বচ্ছন্দের মিথ্যা আশা থেকে মুক্ত রাখে।

অন্যের নিষ্ঠুর আচরণে আমার যে অশ্রুবারি ঝরবে তা যেন আমার মনের ভেতরে লুকিয়ে রাখা কলঙ্কগুলি ধুইয়ে দেয়।

অশান্তিরূপ গাঁতির প্রত্যেকটি কঠোর আঘাত যেন আমার অন্তরের জ্ঞানের গভীরতা খুঁড়ে বের করে।

সাধারণ জীবন যাত্রার অকল্যাণকর অন্ধকার আমাকে যেন এমন ভয়ার্ত করে তোলে যে আমি তোমার পবিত্রতার ও আলোর রাজ্যে আশ্রয় নেবার জন্য ছুটে যাই।

জীবনের ওপর তলোয়ারের অতর্কিত ভীষণ আঘাতগুলি যেন তোমার সাহায্য পাবার জন্য আমার অশ্রুবারি আদায় করে নেয়।

আমার জীবনরূপ ভূমিতে অবস্থাচক্রের নানা বেদনাদায়ক যে সমস্ত খনন কার্য চলে তা থেকে যেন তোমার সান্ত্বনারূপ ফোয়ারা ওঠে।

অপরের নিষ্ঠুরতার রূঢ়তা আমাকে যেন প্রেমের কোমলতায় সুন্দর হ'য়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করে।

আমার সঙ্গীদের কাছ থেকে আসা কঠোর কথাগুলি যেন আমাকে সর্বদাই সুমধুর কথা ব্যবহার করতে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যদি দুষ্টমতিদের কাছ থেকে আমার প্রতি প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয় তা হলে আমি যেন প্রতিদানে কেবলমাত্র তাদের প্রতি শুভেচ্ছা নিক্ষিপ্ত করি।

যেমন জেস্‌মিন্ ফুলে ভরা লতাকুঞ্জ, তার মূল ছেদনকারী কুঠারীর হাতের ওপরেই পুষ্পবৃষ্টি করে তেমনি আমার প্রতি যারা শত্রুতাচরণ করবে, আমি যেন প্রতিদানে তাদের প্রতি কেবলমাত্র ক্ষমার পুষ্পস্তবক বর্ষণ করি।

* * * *

ঈশ্বরের প্রার্থনার একটি অকিঞ্চিতকর অভিব্যক্তি

হে স্বর্গীয় পিতা, মাতা, বন্ধু ও প্রিয় দেবতা! আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে ও নীরবে উচ্চারিত তোমার নাম যেন তোমার স্বরূপত্বেই রূপান্তরিত করে দেয়।

আমাদের উদ্বুদ্ধ কর যেন আমাদের এই বিষয়-পূজা তোমার আরাধনাতে পরিবর্তিত হয়। আমাদের শুদ্ধ অন্তঃকরণের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতে যেন তোমারই নির্দোষ রাজত্ব নেমে আসে এবং সকল জাতিই দুঃখ দৈন্য থেকে মুক্ত হয়। যেন আমাদের অন্তরস্থ আত্মার মুক্ত অবস্থা বাহিরেও প্রকাশিত হয়।

যেন আমাদের ইচ্ছাশক্তি বলশালী হয়ে ওঠে, যাতে আমরা জড় জগতের বাসনাগুলিকে অতিক্রম করে চরমে তোমার ক্রটীহীন ইচ্ছা-শক্তির সঙ্গে সুর মেলাতে পারি।

দেহের উন্নতি, মনের উৎকর্ষতা ও সর্বোপরি তোমার ভালবাসা ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্যই তুমি আমাদের প্রতিদিনের খোরাক অর্থাৎ খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শ্রী দান কর।

ম্যাথু ও লুক লিখিত সুসমাচারে আছে, এইটাই তোমার আইন যে "যা দিয়ে তুমি জগতকে পরিমাপ কর, তা শেষে তোমাকেই পরিমাপ করায় রূপান্তরিত হয়।" তোমার অফুরন্ত করুণা পাবার জন্য সর্বদাই ব্যাকুল থেকে যারা আমাদের প্রতি অন্যায়াচরণ ক'রবে তাদের যেন ক্ষমা করি।

তোমার দেওয়া বিচারশক্তির অপব্যবহার করে যে প্রলোভনের গর্তে পড়ে গেছি তাতেই যেন পড়ে না থাকি। হে পরমাত্মা, তুমি যদি আমাদের পরীক্ষা করতে ইচ্ছা কর তখন আমরা যেন উপলব্ধি করি যে তুমি মন্ত্রবলে আমাদের জাগতিক প্রলোভনের উর্দ্ধে নিয়ে যেতে চা'চ্ছ।

আমাদের সর্ব অকল্যাণের মূল স্বরূপ অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যাতে নিজেদের তোমার হাতে পৌঁছে দিতে পারি, সে বিষয়ে সাহায্য কর।

তোমার পক্ষে সমস্তই সম্ভবপর, কেন না এই সাম্রাজ্য তোমার, চরম শক্তি তোমার ও অখণ্ড গৌরবও তোমারই। "আমেন"

* * * *

আমি যেন রাগ করার অভ্যাস ছাড়তে পারি

হে দিব্য প্রশান্তির প্রতিমূর্তি! আমাকে উগ্র হয়ে ওঠবার জ্বরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও; কেন না ঐ জ্বর আমার শিরা উপশিরাগুলিকে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয় ও আমার মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত ক'রে তোলে।

যে রাগ করার অভ্যাস আমার কাছে ও আমার সঙ্গীদের কাছে অশান্তি আনে, আমি যেন সেই কদভ্যাস ছাড়তে পারি। আমি যেন কোন আত্ম প্রদানের বাহাদুরী না দেখাতে যাই যা আমাকে আমার প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

আমি যেন কখনও ক্রোধকে যত্নসহকারে ইন্ধন যুগিয়ে সতেজ করে না তুলি।

হে মহা স্থিরতার সাম্রাজ্ঞী, যখনই আমি ক্রোধযুক্ত হয়ে উঠব তখনই তুমি আমার সামনে একটি আত্ম শুদ্ধির আয়না ধরে দিও যাতে আমি দেখতে পাই যে রিপুর পীড়নে আমাকে কত কুৎসিত দেখাচ্ছে। যেন আমি আমার মুখের ওপর ক্রোধের বিশ্রী মালিন্য নিয়ে অসুন্দর অবস্থায় অপরের সমুখে না বের হই।

আদৌ ঘৃণা না ক'রে, ভালবাসাপূর্ণ ভাবধারা ও কাজের মাধ্যমে আমি জীবনের দুঃখ কষ্টের সমাধান করতে চাই। আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমি নিজ ক্রোধের ক্ষতগুলি আত্মোপলব্ধির মলমে ও অন্যের ক্রোধের ক্ষতগুলি দয়ার সুগন্ধিতে সারিয়ে তুল্‌তে পারি।

হে পরমাত্মা, আমি যেন উপলব্ধি ক'রতে পারি যে আমার অতি বড় শত্রুও আমার ভাই এবং তুমি আমাকেও যেমন ভালবাস তাকেও ঠিক্ তেমনি ক'রেই ভালবাস।

* * * *

আত্মাকে নমস্কার
(শ্রীমদভাগবদ্ গীতা থেকে)

হে পরমাত্মা, আমি তোমাকে আমার সম্মুখে, আমার পশ্চাতে, আমার বামে ও আমার দক্ষিণে প্রণাম করি। আমি তোমাকে উর্দ্ধে ও অধেঃ প্রণাম করি।

হে সর্বব্যাপি পরম পুরুষ! আমি তোমাকে অন্তরে ও বাহিরে প্রণাম করি।

অপরের মধ্যে যেন ভালটিই দেখতে পাই আমি যেন কখনও, মাছি যেমন মানুষের ক্ষত স্থানে উড়ে বসে তার ক্ষত ও বেদনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে, তেমনি কোন নিষ্ঠুর ব্যাঙ্গোক্তি কাহাকেও যেন ক'রে না বসি।

আমি অন্যের হৃদি-মৌচাকের মধু আহরণের আবেগের মধ্যে তোমারই মনোময় মৌমাছির সমতুল্য হ'তে চাই।

* * * *

আমার অন্তরের প্রার্থনা আমার আত্মাকে তোমার মন্দিব করে দাও। আমার হৃদয়কে তোমার পূজার বেদী কর। আমার প্রেমকে তোমার গৃহ-স্বরূপ করে তোলো।

তোমার দিব্য আলো যেন আমার প্রার্থনার মন্দিরে নিত্য জ্বলে এবং আমি যেন সমস্ত হৃদয়ে তোমার প্রেম জাগিয়ে তুলতে পারি।

* * * *

আমাকে বাঁশী করে তুমি বাজাও হে প্রেমের ঠাকুর! আমার হাত দিয়ে তোমার এই সন্তানদের সাহায্য কর, আমার কণ্ঠে তুমি গান গাও, আমার মনকে তুমি ব্যবহার ক'রে সকলকে প্রাণবন্ত করে তোলো।

আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে তুমি শ্বাস প্রশ্বাস নাও কেন না একমাত্র তুমিই আমার এই একান্ত অকিঞ্চিৎকর দেহরূপ বাঁশীর ভেতর দিয়ে তোমার দিব্য সুর বাজাতে পার।

* * * *

খৃষ্ট জন্মোৎসবে ভাবাবেগ সত্যতার প্রতীক স্বরূপ যে গাছ থেকে বিভিন্ন জাতীর বহু শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে, যীশু-খৃষ্টের জন্মোৎসবে বিশেষভাবে সাজান সেই গাছের তলায় আমরা যেন সকলের জন্য সদিচ্ছার স্থায়ী উপহার, অধ্যাত্ম-সেবা ও সর্তশূণ্য ভালবাসা অর্পণ করতে পারি।

এই উপহারগুলিই যীশুখৃষ্ট পেতে চান্।

* * * *

তুমি আমার জ্ঞানের সংকেতক হ'য়ো হে পরম জ্ঞানের সংকেতক! যদি অজ্ঞানতার উচ্চ-আর্তনাদ করতে করতে আমার মনরূপ তরীখানি দুষ্পূরণীয় বাসনার বিপদ-সংকুল পাহাড়ের কাছে এগিয়ে চলে, তাহলে তুমি তাকে সাবধান করে দিও। আমি সর্বদাই পবিত্রতার কূল খুঁজছি।

* * * *

'ওম্' ধ্বনির স্বর্গীয় আকর্ষণ ধ্যানের যাদু-যষ্ঠী সকল রকম শব্দই ধরতে ও 'ওম্' রূপ মূল ধ্বনির ভেতরে তরল হয়ে মিশে যেতেও পারে। এই 'ওম্' তরঙ্গ চলে নক্ষত্রের ভেতর দিয়ে, পৃথিবীর ওপর দিয়ে ও জলের মধ্যে দিয়ে। হে পরমাত্মা! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে পরম প্রার্থনা বাক্য "ওম্, ওম্" তুমি সেই নাদরূপে আমার অন্তরে প্রকাশিত হও।

আমার দেহের সমস্ত পেশীগুলি ও শিরা উপশিরার সূক্ষ্ম তন্তুগুলি এখন স্বর্গীয় আকর্ষণের 'ওম্' রূপ মহাগীতি গাইছে।

* * * *

ঈশ্বরের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য সার্বজনীন প্রার্থনা

হে পিতা, হে মাতা, হে বন্ধু, হে প্রেমময় ঈশ্বর! আমি তর্কও করব, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগও করব, আবাব কাজও করব। কিন্তু তুমি আমার তর্কজাল, ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম প্রণালীকে ঠিক্ যেমন হওয়া উচিৎ সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করো।

* * * *

আমি ভক্তির সুগন্ধি নির্যাস নিয়ে এসেছি

আমি হৃদয়ে ভক্তির সুগন্ধি নির্যাস পূর্ণ করে তোমার কাছে যুক্ত করে ও হেঁট মুণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমি তোমার জন্য সকল প্রেমিকদের হৃদয় থেকে প্রার্থনার সুগন্ধি যুক্ত নির্যাস এনেছি ও তার প্রত্যেক ফোঁটাটি আমার চোখের জলে মিশিয়েছি। সেই পবিত্র নির্যাসে আমি কি তোমার পা দুখানি ধুইয়ে দিতে পারি?

তুমি আমার পিতা ও মাতা, আমি তোমার সন্তান। তুমি প্রভু। আমি নির্বিবাদে তোমার আজ্ঞাগুলি পালন করে যাব।

* * * *

আমি তোমাকে ভুললেও তুমি যেন আমাকে ভুলো না

হে পরম পিতা, আমি তোমার পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্য প্রভাতের উদ্যান থেকে আলোর ফোটা ফুল তুলব।

আমার প্রেমরূপ দ্রুত চলমান নক্ষত্র, তোমার প্রতি দীর্ঘদিনের বিস্মৃতিপরায়ণতার অন্ধকারময় পথ সগৌরবে অতিক্রম করে ছুটে চলে।

আমি তোমাকে ভুলে গেলেও তুমি যেন আমাকে ভুলো না। আমি তোমাকে স্মরণ না করলেও তুমি আমাকে স্মরণে রেখো।

* * * *

কদভ্যাস-রূপ শত্রুদের পরাস্ত কর চঞ্চলতার অবাধ্য অভ্যাস-রূপ ভীষণ শত্রুগুলি আমার মনোরাজ্যে সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকেছে। আমার শান্তিরূপ ঐশ্বর্য অপহরণ করতে উদ্যত ঐ সমস্ত শত্রুগুলিকে যেন পরাস্ত করতে পারি; আমার সংগ্রামশীল শক্তিকে তুমি জয়যাত্রার পথে পরিচালিত কর।

* * * *

ভক্তের প্রতিজ্ঞা আমি নম্রতার দ্বারা অহংকার, প্রেমের দ্বারা ঘৃণা, শমের দ্বারা উদ্বেগ, উদারতার দ্বারা স্বার্থপরতা, ভালর দ্বারা মন্দ, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা ও ধ্যান প্রশান্তির দ্বারা চঞ্চলতা জয় করব।

* * * *

মন্দের পথ থেকে আমাকে দূরে রাখ আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমি কোনরূপ মন্দ প্রসঙ্গ না শুনি, মন্দ দৃশ্য না দেখি, মন্দ বাক্য না উচ্চারণ করি, মন্দ গন্ধ না নিই, মন্দ দ্রব্য না স্পর্শ করি, মন্দ ভাব না পোষণ করি, মন্দ কথা না চিন্তার মধ্যে আনি ও কোনরূপ মন্দের স্বপ্নও না দেখি।

* * * *

তুমি আমার কাছে শীঘ্র এস তোমার আগমনের প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রার্থনার কুঁড়িগুলি পাপ্‌ড়ি মেলে মহিমায় ভরা ফুটন্ত ফুলে পরিণত হবে।

হে প্রভু! সেই দিনটিকে তাড়াতাড়ি আনিয়ে দাও, যে দিন আমি ঐ সমস্ত ফুলের চির-অম্লান মালা গেঁথে তোমার শ্রীচরণে অর্ঘ দিতে পারব।

* * * *

আমাকে ভ্রান্ত বিশ্বাসের হাত থেকে বাঁচাও

আমি ভ্রান্ত বিশ্বাসের জনশূন্য ভূমিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। পথ খুঁজে পাচ্ছি না। হে দরদী প্রভু, তোমার দিকে আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল। তুমিই যে আমার পরম আশ্রয়।

* * * *

অনুতাপের শিশির বিন্দু

আত্ম-চেতনার উদ্যানে আমার অনুতাপের শিশির কণাগুলি একত্রিত হয়ে তোমারই পাদ-পদ্মে পড়েছে।

তোমার কাছে অতি মূল্যবান্ আমার ঐ অশ্রুবারিতে আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ধৌত হয়েছে।

* * * *

পরম জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা

হে পরমারাধ্য ঈশ্বর, প্রিয় পরম পিতা, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আত্মা, সমস্ত আত্মার আত্মা, বন্ধুগণের পরম বন্ধু! আমার এই অস্তিত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটিত কর। আমাকে শ্বাস প্রশ্বাসহীন অবস্থায়, সদা জাগ্রত অবস্থায়, ও মৃত্যুহীন অবস্থায় তোমাকে পূজা ক'রতে শেখাও।

আমার আত্মার স্থিতাবস্থায় তুমি আমাকে ঘিরে রাখ যাতে আমি আমার চতুর্দিকে তোমার অমর উপস্থিতির সম্বন্ধে সচেতন থাকি।

হে অদ্বিতীয়, হে একমাত্র সত্যের প্রতিমূর্তি, আমি তোমাকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।

* * * *

খাদ্য গ্রহণের পূর্ববর্তী প্রার্থনা হে স্বর্গীয় পিতা,—আমার এই খাদ্য তুমি গ্রহণ কর। একে পবিত্র করে দাও। এর ভেতরে যেন কোনরূপ লোভের অশুদ্ধতা দলবদ্ধ হ'য়ে না ঢোকে। এই আহার্য্য তোমার কাছ থেকেই এসেছে—তোমারই মন্দির প্রতিপালন করতে। একে দিব্যভাবে পূর্ণ কর। আত্মা, পরমাত্মাতেই গমন করেন।

আমরা তোমারই স্বরূপ-পুষ্পের এক একটি পাপড়ি; তুমি সমস্ত জীব জগৎ ও সমস্ত প্রকাশ-সমষ্টির একটি সম্পূর্ণ ফুল।

আমাদের আত্মাগুলির ভেতরে তোমার উপস্থিতির সৌরভ অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দাও। ওম্, আমেন্।

* * * *

আমাদের হৃদয়-কুঁড়ি-রূপ পাপড়ির বাঁধন খুলে দাও তুমি আমাদের হৃদয়-কুঁড়ির পাপড়ির বাঁধনগুলি খুলে দিয়ে প্রেমের আবদ্ধ সৌরভকে মুক্ত কর। আমাদের দিব্য অনুভূতির বায়ু-তরঙ্গে ঐ সুমিষ্ট গন্ধ তোমার পবিত্র মন্দিরে ভেসে যাবে।

হে সর্ব পূজ্য! আমরা ইচ্ছা করি যে আমাদের আবেগমাখা বায়ুতরঙ্গ তোমার গুপ্ত পা দু'খানি ব্যজন করুক।

* * * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহৎ জীবনরূপ মন্দির-সমূহে প্রতিষ্ঠিত

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিগুলির

স্তব ও বন্দনা

আমার গুরু শ্রীযুক্তেশ্বর

যীশুখৃষ্ট

শ্রীকৃষ্ণ

স্বামী শঙ্কর

মজেস্

মহম্মদ

বুদ্ধ

মহাত্মা গান্ধী

আমার গুরু শ্রীযুক্তেশ্বর হে আমার জীবনালোক! আমার আত্ম-পথে তুমিই জ্ঞানের জ্যোতি প্রসারিত করেছ। তোমার সাহায্য রূপ আলোকোজ্জ্বল আশ্রয় যুগযুগান্তের তমসা দূর করেছে।

একটি দুরন্ত বালকরূপে আমি আমার দিব্য জননীর জন্য উচ্চৈঃস্বরে কেঁদেছিলাম এবং তিনিই তুমি রূপে স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি হয়ে এসেছিলে। হে আমার গুরু, সেই মিলনক্ষণে একটি দিব্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গ তোমার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়েছিল এবং তখন আমার ঈশ্বর-পিপাসার জ্বালানি কাঠের আঁটিটি যা নানা অতীত ভাবধারার ভেতর দিয়ে জমে উঠেছিল, তা জ্বলে উঠে স্বর্গীয় আশীর্বাদের দীপ্তিতে পরিণত হ'য়েছিল। তোমার সোনালী অগ্নিশিখার স্পর্শে আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এসে গিয়েছিল।

আমার আত্মার ক্রন্দনের সমবেদনার স্বরূপ বহু বৎসর অপেক্ষার পর তোমাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। আমাদের হৃদয়গুলি এক সর্বব্যাপ্ত শিহরণে কেঁপে উঠেছিল। হে প্রিয় গুরু! আমরা ইহ জীবনে মিলিত হ'য়েছি তার কারণ এই যে আমরা পূর্ব পূর্ব জীবনেও মিলিত হয়েছিলাম।

যদি সমস্ত ছোট ছোট দেবতারা কুপিত হয়েন, অথচ তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন থাক তা হ'লে আমি তোমার প্রসন্নতার দুর্গে নিরাপদে থাকব। আর যদি সমস্ত ছোট ছোট দেবতারা তাঁদের আশীর্বাদের উন্নত কল্প নিয়ে রক্ষা করেন অথচ সেখানে আমি তোমার পুণ্য আশীর্বাদ না পাই, তা হ'লে তোমার বিরাগভাজনে অধ্যাত্ম-ধ্বংসের অভিভাবকহীন একটি অনাথ শিশুরূপে দেবদারু গাছের তলায় পড়ে থাকৃতে হবে।

হে গুরু, তুমি আমাকে বিহ্বলতার ভূমি থেকে কুড়িয়ে শান্তির

স্বর্গরাজ্যে উন্নীত করেছ। আমার দুঃখের মোহতন্দ্রা কেটে গেছে, আমি আনন্দের ভেতরে জেগে উঠেছি।

আমার সীমার গণ্ডী মুছে দিয়ে তোমার সঙ্গে একত্রে অনন্ত জীবনে মিশে যাব।

হে অবিনশ্বর গুরু! আমি তোমাকে মুক্তির মন্দিরে প্রবেশের দিব্য দ্বার স্বরূপে প্রণাম করি।

আমি তোমার পাদপদ্মে, আধুনিক যোগধারা প্রবর্তনের অগ্রদূত যিনি, তোমার গুরু লাহিড়ী মহাশয়ের ও তাঁর আরাধ্য দেবতা অমর ও সর্বব্যাপী "বাবাজী"র বেদীমূলে প্রার্থনার পুষ্প সম্ভার অর্পণ করি।

* * * *

হে যীশুখৃষ্ট, তুমি আমার কাছে সেই উত্তম মেষ-পালকরূপে এস

হে যীশুখৃষ্ট,—ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান! কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহু মনের বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তুমি জাহাজে উঠেছিলে।

তাদের নিষ্ঠুর চিন্তাধারা তোমার কোমল প্রাণে কশাঘাত ক'রেছিল।

ক্রুশের ওপর তোমার অগ্নি-পরীক্ষা, বল প্রয়োগের ওপর নম্রতার এবং রক্ত মাংসের ওপর আত্মার অবিস্মরণীয় বিজয় অভিযান। তোমার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত যেন আমাদের হৃদয়ে ছোট-খাট ক্রুশের পরীক্ষা সাহসিকতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার কথা হয়ে গাঁথা থাকে।

ভ্রান্তি-প্রপীড়িত মনুষ্য-গোষ্ঠীর হে মহৎ প্রেমিক! তোমার অমর বাণী 'তাদের ক্ষমা করো, কেন না তা'রা জানে না যে তারা কি করছে' অসংখ্য প্রাণে উচ্চ-চূড় অলৌকিক প্রেমের অপরিদৃশ্যমান কীর্তিস্তম্ভ গড়ে তুলেছে।

তুমি আমাদের চোখ থেকে অজ্ঞানতার ছানি কাটিয়ে দাও যাতে আমরা তোমার দৃষ্টান্ত 'তোমার শত্রুদের ও তুমি নিজেকে যেমন ভালবাস, তেমনি করেই ভালবাসবে। আর জানবে মানসিক অসুস্থতায় পীড়িত অথবা ভ্রান্তিতে নিদ্রিত ব্যক্তিরাও তোমার নিজেরই ভাই'—এই বাণীর সৌন্দর্য জ্ঞাননেত্রে যেন দেখতে পাই।

হে মহাবিশ্বের যীশু, আমরাও যেন সেই শয়তানকে, যে পরমাত্মার একত্বের মধ্যে মিলিত হবার সকল মানুষের যে আভ্যন্তরীন ইচ্ছা তাকে স্বার্থান্ধতায় বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তাকে যেন জয় করতে পারি।

যেমন তুমি সম্পূর্ণতার প্রতিমূর্তি হ'য়েও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলে তেমনি আমাদের শিক্ষা দাও যেন জীবনের অপরিহার্য পরীক্ষাগুলিতে· প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা আমাদের নিরাপত্তা প্রতিদিন বিঘ্নিত হওয়ার মধ্যে, আমাদের আত্মশক্তি প্রলোভনের দ্বারা এবং আমাদের সদিচ্ছা ভুল বোঝাপড়ার দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়াতে রাগ বা বিরক্তি না আসে।

তোমাকে চিন্তার দ্বারা নির্মল হয়ে অসংখ্য ভক্ত তোমার আত্মার প্রকাশের ভেতরে তাদের জীবনকে সৌরভময় করে তোলে। হে উত্তম মেষ পালক! তুমি তোমার অসংখ্য দলটিকে শান্তির চির-সবুজ চারণ ক্ষেত্রের দিকে চালিয়ে নিয়ে চল।

আমাদের অন্তরের গভীর উচ্চাকাঙ্খা এই যে তোমার মত আমরাও যেন উন্মিলীত জ্ঞানচক্ষে স্বর্গীয় পিতাকে দেখতে পাই এবং এটাও যেন ঠিক্ তোমার মত ক'রেই জানতে পারি যে আমরা একান্তভাবে তাঁরই সন্তান। 'আমেন।'

* * * *

হে কৃষ্ণ, তুমি সেই দিব্য রাখাল-বালকরূপে আমার কাছে এস

হে ভারতীয় দেবতা শ্রীকৃষ্ণ! যে যমুনার কূলে বহুকাল পূর্বে একদিন তোমার বাঁশীর সুরে আকাশ বাতাস শিহরণে ভ'রে যেত ও যে সুর শুনে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ধেনুবৎসগুলি নিরাপদ স্থানে ফিরে আসত, আজ সেই জনশূন্য যমুনার কূলের কথা মনে করে ব্যথিত হই।

হে প্রেমের শতদল, যখন আমি তোমার সেই বিগত-দিনের ভ্রান্তি অপনোদনকারী ঢল ঢল চোখ দুটির বেদনাদায়ক স্মৃতির কথা নিভৃতে ব'সে গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম, তখন যেন আমার ধ্যানের অপ্রতিহত শক্তির টানে তোমার অপরিদৃশ্যমান আত্মা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। মনে হল তোমার নীলাভ উজ্জ্বল মূর্তিখানি যেন আমার মন্-যমুনার কূল দিয়ে দিব্য পদক্ষেপে আত্মোপলব্ধির চিরস্থায়ী পদচিহ্ন এঁকে এঁকে চলেছে।

আমিও তোমার সেই একদিন হারিয়ে যাওয়া একটি ধেনুবৎস, আজ সানন্দে তোমার পদচিহ্নের ধারা ধরে কালের সবুজ তৃণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে শিখেছি। তোমার জ্ঞান-বংশী ধ্বনি শুনে আমি অন্তরের স্থিরতা ও বাহিরের কর্মব্যস্ততার সাম্যময় পথ দিয়ে চলেছি। এই পথ দিয়ে তুমি বহু জনকে অজ্ঞানান্ধকারময় বন অতিক্রম করিয়ে আলোর রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছ।

ঠিক্ মত এগিয়ে চলি, পাশে পড়ে যাই অথবা অবিশ্বাসে অচল হ'য়ে পড়ি, আমরা সকলেই তোমার অনন্ত অধিকারভুক্ত প্রাণী সমূহ। তুমি আমাদের সকলকে একে একে তোমার স্বর্গীয় মাধুর্যে ভরা পরম ক্ষেত্রের দিকে নিয়ে চল।

হে দিব্য আকর্ষণ কারী (কৃষ+ণক) তুমি চিরদিন তাদের অন্তরে অবস্থান কর যারা তোমার দিব্য বংশীধ্বনি শোনে। "ওম্"।

স্বামী শংকর রূপে আমার কাছে এস

জ্ঞানাকাশের তুমি একটি উজ্জ্বল তারকা হে শংকরাচার্য! একদিন যে সমস্ত মন বাহ্য ধর্মানুষ্ঠান প্রিয়তায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল, সেদিন তারা তোমার কাছে আত্মানুভূতিরূপ মুক্তির চরম পথের সন্ধান পেয়েছিল।

হে অদ্বৈতবাদের অতুলনীয় ব্যাখ্যাকার! আমরা তোমাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি। মনুষ্য হৃদয়ের দুর্বলতারূপ মেষপাল তোমার আত্মোপলব্ধির সিংহগর্জনের সম্মুখ থেকে পলায়ন করে।

তোমার বিজয় গীতি "অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "তত্ত্বমসি" ঠিক্ যীশুখৃষ্টের দৃঢ়কণ্ঠে বলা "আমি ও আমার পরম পিতা এক" এই বাণীগুলি আমাদের জড়বাদের বিহ্বলতা থেকে সজাগ ক'রে তোলে।

হে সর্ব স্বামীর স্বামি! তুমি আমাদের এই সীমাবদ্ধ জড়বাদের হাল্কা ঢেউয়ের ক্ষণস্থায়ীত্বের নীচে পরমাত্মার এক শাশ্বত মহাসাগর দেখবার শিক্ষা দিয়েছ।

তুমি অপ্রসন্ন বদনের অথবা প্রতিহিংসা পরায়ণ কোন দেবতার ভজনা কর না, তুমি ভজনা কর স্বর্গীয় আশীর্বাদ ও আনন্দ প্রদানকারী ঈশ্বরের। সকল হৃদয়ের আনন্দরূপ শস্য-ভাণ্ডারের পথের সন্ধান ও আমাদের আত্মার ফুলদানিতে স্বর্গীয়-গীতির ফুলের তোড়ায় ভরিয়ে রাখবার স্পৃহা তুমি জাগিয়ে দিয়েছ।

তুমি আমাদের বলেছ যে আমাদের অমর সত্ত্বা পরম পিতার আলোক-সমুদ্র থেকে মন্থন করে উঠেছে, আমাদের বহু জীবন সেই আনন্দ সাগরে ডুব দিয়ে ধন্য হয়েছে ও আমরাও আমাদের বাসনার প্রবল ঝড় প্রশমিত হ'লেই সেই মহা জাগতিক পরমানন্দের রসে ডুবতে পারব।

হে মহান্ অদ্বৈতবাদি! তোমার মাধুর্যময় জীবন আত্মার পরম

প্রাচুর্যের কথা ভক্তগণের কাছে প্রকাশিত করেছে। তোমাকে আমরা প্রণাম করি, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি!

* * * *

তুমি 'মুসা' রূপে আমার কাছে এস হে মুসা, ধর্ম্ম গুরুদের শীর্ষস্থানীয়! তুমি পথক্লান্তদের দুঃখের বিজনভূমি অতিক্রম করিয়ে "দুধ ও মধুতে পূর্ণ" এক দেশে নিয়ে গিয়ে সমস্ত কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দাও।

তোমার জীবন মানুষকে, তার অন্তর প্রোজ্জ্বল করে তোলবার উৎসাহপূর্ণ নীরব বাণীর দ্বারা বলে দিয়ে গেছে যে অন্তরের জ্যোতি দিয়েই মানুষ তার অন্তরে অধিষ্ঠিত পরমকে দেখতে পাবে।

পরমেশ্বর তোমার নিয়ন্ত্রাতা রূপে "প্রজ্বলিত হয়ে আছে অথচ সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে নিঃশেষিত হয় না এমন বনের" ভেতর থেকে ও পবিত্র "সিনাই" পাহাড়ের ওপর থেকে তোমাকে বলেছিলেন—"তুমি আমারই চালিত একটি যন্ত্র; আমার দশজন বিশেষ স্বর্গীয় দূত তোমাকে প্রহরা দিয়ে পৃথিবীতে নিয়ে গেছে। তারা যুগ যুগান্তরের জয়ঢাক নীরবে বাজিয়ে আমার চির নূতন দশটি আজ্ঞা প্রচার করবে।"

হে স্বর্গীয় হিব্রু! আমরা যেন স্বেচ্ছায় সেই স্বর্গীয় নির্দেশ প্রতিপালন করি ও আমাদের জীবনগুলি সৌন্দর্যে ও পবিত্রতায় রূপান্তরিত করি।

হে একেশ্বরবাদী মুসা! আমাদের অন্য কোন ক্ষুদে দেবতার পূজা না করে সর্বান্তঃকরণে যাতে স্বর্গ ও মর্ত্তের একচ্ছত্র অধিশ্বর এক পরমেশ্বরকে পূজা করতে পারি, তাই শেখাও। তখনই তোমার ন্যায় আমাদের সম্বন্ধেও বলা যাবে "মানুষ যেমন তার বন্ধুর সঙ্গে কথা কয়

ঠিক্ তেমনি করেই পরম পিতা মুসার সঙ্গে মুখোমুখি ভাবে বসেই কথা বলেছিলেন।”

* * * *

মহম্মদ রূপে আমার কাছে এস

ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট—প্রতিমূর্ত্তি, হে মহম্মদ! কোরাণ রূপ তোমার আলোক স্তম্ভ, পাপের মারাত্মক পর্বত সমূহের চতুর্দিকস্থ বিপন্ন আত্মার জাহাজ গুলিকে চরম নিরাপদ বন্দরের দিকে যাবার সংকেত করে।

তোমার যোদ্ধাগণ অধ্যাত্ম বিষয়ের গান করতে করতে পরম প্রজ্ঞাকে রাজদ্রোহীরূপ অজ্ঞানতার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য যুদ্ধসুলভ সাহসিকতা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলে।

তুমি তোমার অনুগামীদের ইন্দ্রিয় লালসার মরীচিকার পেছনে না ছুটে অন্তরের আনন্দরূপ শ্যামল চারণ ভূমিতে বিচরণ করবার জন্য নির্দেশ দাও।

রমজানের মাসে তুমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাসের প্রথা প্রবর্তন করেছ যাতে মানুষের পবিত্র দেহে পরমাত্মার আকর্ষণ আসে ও অমৃত এবং সুমধুর পাণীয় প্রদান করে।

মদ ও আপিং যেগুলি অধ্যাত্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষের মনকে দুর্বল করে তোলে, সেগুলি তোমার নিষেধ বাণী অনুযায়ী তোমার ভক্তেরা পালন করে।

তুমি বলেছ যে নেশা করার ইচ্ছা কেবল নমাজের নামে মদের প্রার্থনা করে জীবনকে যৌবনত্বে ফিরিয়ে আনবার একটা কদর্য প্রবৃত্তি মাত্র।

তুমি প্রতিমা পূজা বিরোধী মনোবৃত্তির আবেগে ধর্মক্ষেত্রে কোন মূর্তি বা চিহ্নাদির ব্যবহার করা নিষেধ করেছ, পক্ষান্তরে সর্বব্যাপী নিরাকার পরমাত্মার অনাড়ম্বর অন্তরের পূজার উৎসাহ করেছ।

হে মহম্মদ! তোমার "আল্লা হো আকবর" (ঈশ্বরই সর্ব মহৎ) এই রণ ডঙ্কায় আমাদের কাছ থেকে বিষয়পূজা রূপ শয়তান সভয়ে পালিয়ে যায়। আমরা সেই পবিত্র যুদ্ধে যেন চীৎকার করে ভয় ও সংকীর্ণতার চিন্তারূপ আক্রমনাত্মক শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করতে পারি। 'আমিন'।

* * *

বুদ্ধ রূপে আমার কাছে এস

হে বুদ্ধদেব! অন্ধকারময় গহ্বর বিশিষ্ট পাহাড়ের গায়ে উজ্জ্বল রেখাযুক্ত ধাতু পিণ্ডের ন্যায় তোমার দয়ার বাণী নিষ্ঠুর জগতকে আলোক প্রদান করে। হে করুণার প্রতিমূর্ত্তি, একদিন তুমি বলী দেবার জন্য উৎসর্গ করা একটি ছাগ শিশুকে বাঁচাবার জন্য তোমার নিজ দেহকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিল।

হে ত্যাগের আকাশে সর্ব উর্দ্ধে বিচরণ কারি! ঈশ্বরের দ্বারা উন্নীত তোমার চোখের নীচে অহংএর রাজ্য ম্রিয়মান হয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তুমি চিরতরে শ্যামল ক্ষেত্ররূপ ইন্দ্রিয় লালসাগুলি, নদীরূপ লোভের প্রবাহগুলি, কণ্টকাস্তীর্ণ বনঝোপ রূপ স্বার্থপূর্ণ চিন্তাগুলি, অত্যুন্নত বৃক্ষরূপ দৈবধন প্রাপ্তির উচ্চাকাঙ্খাগুলি ও ছোট ছোট মরুভূমি রূপ বাসনাগুলি নির্মমচিত্তে ত্যাগ করেছিলে।

তোমার সমস্ত সত্বা নির্বাণরূপ দিব্যাবস্থা লাভের জন্য অটলভাবে নিয়োজিত হয়েছিল। বোধিবৃক্ষমূলে বসে তুমি পরমাত্মার সঙ্গে মেলবার দুর্দমনীয় এই সংকল্প নিয়েছিলে :—

আমি এই বটবৃক্ষ মূলে আমার পবিত্র আসনে বসে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছি যে যতদিন পর্য্যন্ত না আমি জীবন রহস্য ভেদ ও নির্বাণ লাভ করতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত আমি বটবৃক্ষ মূলের এই আসন ত্যাগ করে উঠব না ; তাতে যদি আমার রক্ত মাংসে গড়া "এই দেহ ক্ষয় হয়ে যায় তাও স্বীকার"। তোমার ঐ দৃঢ় সংকল্পের একাগ্রতার স্রোত আজও উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে ধর্ম্মোল্লাসের সুরে বাঁধা মন গুলিকে খোঁজবার জন্য বিচরণ করে।

হে সহানুভূতির প্রতীক ও দয়ার অবতার! তুমি আমাদের সেই সংকল্পের দৃঢ়তা দাও যাতে আমরা দ্রুতভাবে সত্যের অনুসরণ করি। আমাদের এই শিক্ষা দাও যেন তোমারই মত সমস্ত মনুষ্য গোষ্ঠীর পীড়ার পরম নিরাময়ের জন্য আগ্রহশীল হই।

হে বুদ্ধ! তোমার আশীর্ব্বাদ যেন সমস্ত মানুষের মহা উত্থানের সাহায্য করে।

* * * *

গান্ধী ও তাঁর উপযুক্ত নাম "মহাত্মা বা মহাপ্রাণ"

হে গান্ধী! জনসাধারণ তোমার উপযুক্ত নামই দিয়েছে মহাত্মা বা মহাপ্রাণ। তোমার আবির্ভাবে বহু কারাগার মন্দিরে পরিণত হয়েছে। তুমি যদিও আজ নীরব তবুও মনে হয় তোমার কণ্ঠস্বর ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠ্ছে ও পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টন করছে। সত্যাগ্রহের মধ্যদিয়ে জয়লাভের যে বাণী তুমি ঘোষণা করেছ তা সমস্ত মনুষ্যগোষ্ঠীর মর্ম্মস্পর্শ করেছে।

কামানের ওপর বিশ্বাস না রেখে ঈশ্বরের ওপর তোমার প্রবল বিশ্বাসের ফলে একটি বিরাট জাতিকে ঘৃণা ও রক্তপাত ব্যতীতই মুক্ত করে তুমি যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছ তা ইতিহাসে অতুলনীয়।

যখন তুমি তোমার দুর্বল ও বার্দ্ধক্যজীর্ণ দেহে একজন পাগলের বন্দুকের তিনটি গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছিলে তখনও তুমি তোমার কম্পিত হাত দু'খানি যুক্ত করে অশক্ত অবস্থায় একটু উর্দ্ধে তুলে এক মাধুর্যমণ্ডিত ভঙ্গিমায় অপরাধীকে ক্ষমা করবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলে। তুমি সারা জীবন একজন ত্রুটিবিহীন শিল্পী ছিলে ও মৃত্যুর মুহূর্তে'ও এক মহাশিল্পীতে পরিণত হয়েছিলে। তোমার নিঃস্বার্থ জীবনের সমস্ত আত্মোৎসর্গের পরিণতি স্বরূপ সেই সর্বশেষ মুহূর্তেও প্রেম মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে অসমর্থ হওনি।

ঈশ্বর যেমন মানুষকে শিষ্টাচার পরায়ণ করে তোলবার জন্য তাঁর মহাশক্তি প্রয়োগ না করে তাঁর প্রেমকে নিয়োগ করেন, তেমনই তুমিও বল প্রয়োগের পথকে ঘৃণা করে ন্যায় নিষ্ঠার নীরব শক্তিকে একান্ত বিশ্বাস করেছিলে।

হে সত্যনিষ্ঠ সরল প্রাণ ঋষি! ভবিষ্যৎ যোদ্ধারা গভীর ভাবে চিন্তা করবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমারই উপদেশ উপলব্ধি করবে যে "একই স্বর্গীয় পিতার বা পরমাত্মার অংশীভূত সন্তানগণ বা ভায়েরা মানুষের প্রধান শত্রু নহে, শত্রু হল, বস্তুতন্ত্রের অজ্ঞানতা প্রসূত অহংরূপ প্রতিপক্ষগুলি।

যে সমস্ত জাতি আজ রাজনৈতিক স্বার্থ পরতায়, লোভে, প্রতারণায় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিতে আত্ম-বিহ্বল তারা একদিন সকলেই তোমার বলা—

"আত্ম সংযমের ও বিদ্রোহ না করার ভাব মানুষের ভেতরে এসেছে এবং তা বেঁচে থাকবে চিরদিন। এই ভাব ধারাই বিশ্বশান্তির অগ্রগামী দূত"—এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনবে।

* * * *

তৃতীয় অধ্যায়

—০—

শিশুর প্রার্থনা

তুমি আমার শুভাকাঙ্খী হে প্রিয় স্বর্গীয় পিতা, যখন আমি নিদ্রা যাই তখন তুমি আমার কাছে শান্তির মূর্তিতে এস। যখন আমি জেগে উঠি তুমি আমার কাছে আনন্দের মূর্তিতে এস। যখন আমি আমার বন্ধুদের ভালবাসি তখন তুমি আমার কাছে প্রেমের মূর্তিতে এস।

যখন আমি দৌড়াই তখন তুমি আমার সঙ্গে দৌড়াও। যখন আমি খেলা করি তখন তুমিও নিজের ভেতরে তা উপভোগ কর। যখন আমি চিন্তা করি, তুমিও আমার সঙ্গে চিন্তা কর। যখন আমি কিছু করবার জন্য স্থির করি তখন তুমি আমাকে তা সম্পন্ন করবার শক্তি দাও।

আমাকে ঠিক্‌মত খেলতে, ঠিক্‌মত চিন্তা করতে, ঠিক্‌মত ইচ্ছা করতে এবং ঠিকমত আচার ব্যবহার করতে শিক্ষা দাও। আমার অন্তরে যিনি রয়েছেন, সেই তোমাকে আমি প্রীত করতে চাই। আমি তোমারই দ্বারা পরিচালিত হতে চাই, কেন না তুমিই আমার সকলের চেয়ে বড় শুভাকাঙ্খী।

* * * *

আমি সর্বত্রই তোমাকে প্রণাম করি হে ভালবাসার দেবতা, আমি তোমাকে তোমার সুস্নিগ্ধ জলের জন্য ধন্যবাদ দিই। যখন আমার তৃষ্ণা পায় তখন আমি উহা পান করি, কেন না তুমিই উহা আমার জন্য নির্মল ও স্নিগ্ধ করে তৈরী করেছ। যখন আমি খেলা করে অপরিষ্কার হই তখন তোমারই শীতল জলে স্নান করে আনন্দ পাই।

যখন আমার মুখের ওপর সূর্যকিরণ পড়ে আমি তখন তোমার ভালবাসা মাখা উষ্ণ স্পর্শ দানের জন্য তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ

জানাই। যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় ও পরে সূর্য আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে তখন আমার মনে হয় যে তুমিই আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ।

আমি তোমাকে জলের মধ্যে, সূর্য কিরণের মধ্যে ও প্রতিদিনের অন্যান্য আনন্দের মধ্যে প্রণাম জানাই। আমি তোমাকে প্রভাতে· মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও শান্ত সায়াহ্নে প্রণাম করি।

* * * *

আমি যেন অপরকে সুখী করতে পারি

হে স্বর্গীয়া জননি! অপরকে ভালবাসতে ও তাদের সেবা করতে শিক্ষা দাও; আমি ইচ্ছা করি যে আমার বন্ধুরা আমাকে যে সব প্রতিশ্রুতি দেন তা তাঁরা পালন করেন ও সেই প্রতিপালনের ভেতর দিয়েই আমি যেন আমার নিজের বাক্য প্রতিপালন করবার উৎসাহ পাই।

আমি যেন আমার মাতা পিতাকে, আমার শিক্ষকগণকে এবং আমার খেলার সাথীদের সুখী করতে পারি। আমি নিশ্চয়ই তাঁদের আনন্দ দানের ভেতর দিয়েই নিজের আনন্দ খুঁজে পাব।

* * * *

তুমি খুব সহজ ভাবেই উপস্থিত রয়েছ

হে স্বর্গীয় পিতা, আমি যখন সমুদ্র কূলবর্ত্তী অথবা নদীতীরবর্ত্তী ঢেউয়ের সঙ্গে নাচি তখন মনে হয় আমি যেন তোমার সঙ্গেই নাচ্ছি। প্রতিদিন আমি দেখতে পাই যে তুমি আকাশকে উজ্জ্বল রং দিয়ে আঁকছ। আমি লক্ষ্য করি যে তুমি নগ্ন-দেহা ভূমিকে সবুজ ঘাসের কাপড় পরাচ্ছ। তুমি সূর্যকিরণের উষ্ণতার

মধ্যে রয়েছ। আহা, তুমি কত সাধারণ ভাবেই সর্বত্র উপস্থিত রয়েছ। আমি তোমাকে প্রণাম জানাই।

* * * *

তোমার ভালবাসা যেন সব কিছুর ভেতরেই দেখি

হে স্বর্গীয়া জননি! আমাকে আমার সমস্ত ছোট ছোট বন্ধুদের ভালবাসতে শিক্ষা দাও। তাদের ভালবেসে আমি যেন সকলের মধ্যেই তোমার ভালবাসার অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাই।

যারা আমাকে ভালবাসে আমিও তাদের ভালবাসতে চাই। যারা আমাকে ভালবাসেনা বলে মনে হয় আমি তাদেরও ভালবাসা দিতে চাই। আমি সকলকেই ভালবেসে যেন আনন্দ পাই, কেন না তারা সকলেই আমার ভাই ও বোন।

* * * *

তুমিই আমার সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধু

হে প্রিয় ঈশ্বর, আমি জানি যে তুমি ভালবাসার দেবতা, কেন না আমাকে আমার মা ও বাবা সেই জন্যই ভালবাসেন। তুমিই আমার স্বর্গীয় পিতা ও মাতা।

আমার বন্ধুরা আমাকে ভালবাসে, কেন না তুমি তাদের অন্তরে উপস্থিত রয়েছ। তুমিই আমার সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধু! তুমিই আমার দিব্য-শিক্ষক। তুমি আমাকে যেমন করে ভালবাস ঠিক্ তেমনি করেই যেন আমিও তোমাকে ভালবাসতে পারি।

* * * *

তুমিই সমস্ত কিছুর কারণ স্বরূপ

হে প্রিয় ঈশ্বর, সূর্য উদয় হন আমাদের আলো দেবার জন্য। চন্দ্র অন্ধকারে ওঠেন আমাদের কিরণ দিতে। ঋতুগুলি আসে ফসল উৎপাদনের জন্য, যাতে তোমার সন্তানগণ খাদ্য পায়। তুমিই এই সমস্ত সৎকার্যের একমাত্র কারণ। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

* * * *

তুমি শান্তি ও নীরবতার প্রতিমূর্তি

হে প্রিয় পরম পিতা, আমি যে সমস্ত জ্ঞানের কথা শুনি সেগুলি উপলব্ধি করার শক্তি আমাকে দাও। আমি যেন বিদ্যালয়ে গিয়ে আমার পাঠ অভ্যাসের ভেতরে আনন্দ পাই। আমি যত কিছু ভাল শিখি তার সবগুলিই আমার দৈনিক জীবনযাত্রার ভেতর দিয়ে কার্যে পরিণত করতে সাহায্য কর।

আমি চোখ বুজে যেন অনুভব করতে পারি যে তুমি শান্তি ও নীরবতার প্রতিমূর্তি। আমি তোমাকে প্রার্থনা করতে ও তোমার সঙ্গে কথা কইতে ভালবাসি। আমি জানি তুমি সর্বদাই আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছ।

আমার অন্তরে অবস্থিত আত্মস্বরূপ তোমাকে আমি প্রণাম করি।

* * * *

তোমার কোন দেহ নেই

হে প্রিয় ঈশ্বর, তোমার কোন দেহ নেই; তুমি আত্মা স্বরূপ। তুমি অবয়বহীন ও অদৃশ্যভাবে আছ বলেই চকিতে সর্বত্র উপস্থিত হতে পার।

প্রকৃতি দেবীর এই সুন্দর ভুবনে তোমাকে যেন সদা কর্মরত

অবস্থায় দেখতে শিখি। আমি যেন মেঘের মধ্যে, বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে ও পর্বত সমূহের মধ্যে তোমাকে দেখতে পাই।

তুমিই সমস্ত পুষ্প সম্ভার, পক্ষীকুল, প্রাণী সকল ও মনুষ্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছ। তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী গড়েছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

* * * *

তুমি ভালবাসার প্রতিমূর্তি

হে প্রিয় স্বর্গীয় পিতা, তুমি আমাকে ভালবাস বলেই আমার পিতামাতাও আমাকে ভালবাসেন। তুমি আমাকে ভালবাস বলেই আমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণ আমাকে ভালবাসেন।

আমি আমার নিজের দেশকে ও অন্যান্য সমস্ত স্থান সমূহকে ভালবাসব, কেন না তুমিই ঐ সমস্ত সৃজন করেছ। তোমার ভালবাসা দিয়েই সমস্ত পৃথিবীকে তুমি সৃষ্টি করেছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

* * * *

সকলকে মৃদু-হাসি বিতরণ

হে ভালবাসার দেবতা, আমি যেন সকলকে প্রফুল্লময় হাসি বিলাইতে পারি। আমাকে এই শিক্ষা দাও যেন অপরের প্রতি বিদ্রুপাত্মক হাস্য না করি। আমি যেন কোন প্রকারেই কাহাকেও না আঘাত করি। আমি যেমন নিজেকে সুখী করতে ইচ্ছা করি তেমনি অপরকেও সুখী করতে আগ্রহশীল হই।

* * * *

স্বর্গ ই আমার মূল গৃহ হে প্রিয় স্বর্গীয় পিতা, আমি তোমার স্বর্গের বাড়ী থেকে এসেছি, এই পৃথিবীতে কিছু-ক্ষণের জন্য খেলা করতে। আবার একদিন আমি তোমার সঙ্গে আমার আসল বাড়ীতে ফিরে যাব।

আমি চাই যে তুমি দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে আদর ক'রে কাছে টেনে নেবে; আর সেই জন্যই আমি পৃথিবীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রভাবে থাকব। এই উদ্দেশ্যে আমি সর্বদাই তোমার চিন্তা করব। আমি তোমার শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। ওম্, আমেন!

* * * *

চতুর্থ অধ্যায়

অতি মানস অবস্থার অভিজ্ঞতা

এবং

ভক্তদের প্রতি বাণী

স্বর্গীয় দিব্য-বাণী তোমার স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর আমাকে মৃদুভাবে বলেছিল "তোমার যুগ যুগ ব্যাপী তন্দ্রা ভেদ করে আমি তোমার কাণে বার বার বলেছি-তুমি জাগো! এখন তোমার নিদ্রা ছুটে গেছে তাই বলছি, তুমি তোমার ভায়েদেরও জাগাও। তুমি আমার সঙ্গে এক জোটে কাজ কর, যাতে সকল মানুষই আমার কথা শোনে।"

আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি "আমি তোমার বাণী প্রচার করব এবং এই নশ্বর দেহ যখন ছেড়ে যাব তখন আমিও তোমার সর্বব্যাপী কণ্ঠস্বর ধার করে প্রত্যেক গ্রহণশীল হৃদয়কে অপরিস্ফুট ভাবে বলে যাবো "ওগো, তোমরা সকলে শোন পরম পিতার ঐ আত্ম শক্তি উন্মেষক মহাসংগীত।"

আমার অসংখ্য বন্ধুগণ! আমি তোমাদের সকলের জন্য অপেক্ষা করব। যখন তোমরা স্বর্গীয় দিব্য-বাণীর মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধির পরমানন্দময় লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অনন্ত যাত্রার পথে চলা সুরু করবে তখন আমি মৃদুভাবে বলব—"জাগো সকলে। এস, আমরা সকলে পরমেশ্বরের নিত্য আহ্বান বাণী শুনতে শুনতে এক সাথে নিজ নিজ গৃহে ফিরি।"

* * * *

তুমি প্রেমের উৎস স্বর্গের ও পৃথিবীর তুমিই প্রেমের মূল উৎস-স্থল। তুমিই রক্ষা কর্তা, পিতা ও তুমিই অফুরন্ত স্নেহবর্ষণকারিণী জননী। তুমিই ছোট্ট শিশুরূপে তার পিতা মাতাকে আধ আধ স্বরে ভালবাসার কথা বল। এক জন প্রেমিক অন্য একজন প্রেমিকাকে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিবেদন করার ভেতর দিয়ে তুমিই মূর্ত হয়ে ওঠ। তুমিই ভৃত্যকে তার প্রভুর প্রতি সম্মান দানের

ভেতর দিয়ে তাকে পবিত্র করে তোল। তুমিই বন্ধুগণের ভালবাসার প্রগাঢ়তা আনিয়ে দাও।

তুমি আমাকে সর্বপ্রকার ভালবাসার ফোয়ারায় স্নান করিয়ে দিয়েছ। সহানুভূতির সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা নিয়ে এবং বিভিন্ন ধরণের স্নেহের দৃঢ় ও কোমল পার্থক্য নিয়ে হে সর্বজনপূজ্য ঈশ্বর, আমি এসেছি তোমাকে ভালবাস্‌তে।

* * * *

হে চিরস্থায়ী ভালবাসার যাদুকরী সংগীত অনাদিকাল পূর্বে আমার প্রথম জন্মের ভালবাসার সেই পুরাতন গানের ইতিহাস নতুন করে গাইবার জন্য আজ আমি আমার হৃদয়-বীণার তারগুলি সুরে বেঁধেছি।

হে পরমাত্মা, নিষ্কলুষ আত্মা থেকে আমি তোমাকে নতুন গান নিবেদন করব। সেই গানে আমার পূজার অপরিবর্তিত বিষয়ের মূল ধারার কিছুটা বাহ্যিক পার্থক্য থাক্‌বে।

আমার স্তবের তরঙ্গগুলি তোমার মহাজাগতিক ছন্দে নৃত্য করে এবং আমাকে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে তোমার অন্তেস্থিত কিনারায় নিয়ে যায়।

হে মহাসাগরের প্রশান্তির ঘুম-পাড়ানি গান! স্বর্গীয়া পরমা জননীর প্রতি উপযুক্ত প্রার্থনা-গীতি আমার কাছে তুমি সর্বদাই গুণ্ গুণ্ করে গাও।

হে চির প্রেমের যাদুকরী সংগীত! তোমার সুর-মূর্ছনার দোলায় আমাকে দোল দিয়ে পরমা জননীর শান্তিময় বক্ষে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

* * * *

স্মৃতি-ধারা

আমি যে যে পূর্ব পূর্ব জন্মে তোমাকে ভাল বেসেছিলাম ও তোমাকে পাবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম তুমি আমাকে সেই সব জন্মের কথা স্মরণ করবার শক্তি দিয়েছ। এই পৃথিবীতে অথবা নক্ষত্র জগতের যেখানেই ছিলাম আমি ক্রমাগতই তোমার পেছন পেছন ছুটেছি। তোমার স্মরণ থাকতে পারে আমি এক দিন তোমার সঙ্গে ছায়াপথের বক্র রেখায় সাক্ষাৎ ও তোমাকে, সৃষ্টির বহু পরিবর্তনশীল পরিবেশে পূজা করেছিলাম?

আমি একটি ছোট্ট মৌমাছিরূপে তোমার সুধামৃত পান করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম। আমি লোভের বশবর্তী হয়ে ক্ষণস্থায়ী ভালবাসার ও খামখেয়ালী প্রকৃতির নানা ফুলের মধু খেয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি উড়ে এসে তোমার হৃদয় পদ্মের অমৃতোপম মধুর ওপরে বসলাম তখন আমি আর অন্য কোন রূপ বাসনার তাড়নায় গুণ্ গুণ্ করিনি।

* * * *

আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র ফুল-বাগান

আমার মনের মৌমাছিটি, আমার প্রার্থনার মৃদু পবনে সুশীতল ও তোমার মাধুর্যের শিশির-বিন্দুতে মুক্তার মালার মত ঝলমলে হয়ে উঠে আমার অন্তরের নিভৃত কুঞ্জে প্রবেশ করেছে।

আমি তোমার জন্য বিচার-শক্তির জমকাল লিলি পদ্ম, অনুতাপ অশ্রুর বনফুলে ভরা ফুলদানি, কোমলতার বেগুণে রংয়ের পুষ্পলতা, বিনয়ের স্বপ্নাবেশ এবং অনুভূতির প্রচুর চন্দ্র মল্লিকা প্রস্তুত রেখেছি। আমার ভাব-বৃক্ষগুলি তাদের অবনত শাখা প্রশাখা রূপ হাত বাড়িয়ে তোমাকে প্রার্থনার মধুর ফল অর্ঘ দিতে চায়।

আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র ফুল বাগানে আমার ক্রীড়াভিলাষী মন

তোমাকে নিবেদন করা অমৃত-নৈবেদ্যের চারদিকে মাতালের মত লুব্ধ-মনে নিত্য উড়ে বেড়ায়।

* * * *

সর্বত্রই দুয়ার হে পরম পিতা, যখন আমি অন্ধ ছিলাম তখন তোমার কাছে যাবার একটিও দুয়ার দেখ্‌তে পাইনি। তুমি আমার চোখ দুটির ছানি তুলে দিয়েছ; এখন আমি ফুলের হৃদয়ে, বন্ধুর কণ্ঠস্বরে, মাধুর্যমণ্ডিত অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে ও সর্ব ক্ষেত্রেই তোমার কাছে যাবার দুয়ার খোলা দেখতে পাচ্ছি।

আমার প্রার্থনার প্রতিটি আবেগ তোমার উপস্থিতির বিরাট মন্দিরে প্রবেশের নতুন নতুন পথ খুলে দিচ্ছে।

* * * *

তোমার প্রলয় নৃত্য হে মহা জননি! তুমি প্রলয় নৃত্য করতে ভালবাস। তুমি ক্ষণভংগুর নশ্বর কাঠামো-গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে ভেঙে হাসতে হাসতে আমাদের দেখাও যে আমাদের আত্মাই শুধু অবিনশ্বর ও দুর্ভেদ্য।

তোমার কঠোর অথচ সহানুভূতিপরায়ণ প্রলয় নৃত্যের দ্বারা তুমি আমাদের ক্ষয়জীর্ণ দেহরূপ পোষাক পরিচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলো ও ভ্রান্তির জমাট্ বেঁধে যাওয়া দীর্ঘকালের ধূলা কাদা পরিষ্কার করে দাও।

তুমি ভ্রান্তির সংকারের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি পছন্দ কর বলেই আমি তোমার জ্ঞান-চুল্লীতে আমার সমস্ত বাসনা ও দুর্বলতা পুড়িয়ে ফেলেছি। সীমার গণ্ডি দেওয়া কোন কিছুই আমার নিজস্ব বলে আর অবশিষ্ট নেই। তুমি আমার সর্বশেষ অহং এর নিদর্শনটুকুও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছ।

ওগো খেয়ালের বশবর্ত্তিনী মহানারী! বিপরীত ভাবধারার বৈষম্যপূর্ণ মনোভাবের দিব্যা অধিশ্বরি! তুমি এখন আমার সঙ্গে সৃজন, পালন ও লয়ের স্বরলয় সমন্বিত ছন্দে নৃত্য কর।

* * * *

তুমি আমাকে তোমার করুণার প্লাবনে দীক্ষিত করেছ

আমার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত পিতামাতার রক্তের ও বিশেষ করে মাতৃ-স্তন দুগ্ধের, সেই পবিত্র জলে আমার রক্ত মাংসের এই দেহে সচেতন শীলতার দীক্ষা হয়েছিল।

ক্ষণভংগুর পিঞ্জরায় আবদ্ধ আমার আত্মা মুক্তির জন্য কেঁদে উঠ্‌লেন। ইন্দ্রিয়গণের মনোমুগ্ধকারী বেড়া দেওয়া বাগানের ভেতরে আমার আর থাকতে ইচ্ছা করছিল না।

তার পরে হে প্রভু! তোমার নীরবতা থেকে মেঘ ডেকে উঠল ও তা থেকে করুণার বারিধারা আমার ওপর বর্ষিত হয়ে তা তোমারই অনুগ্রহের প্লাবনে পরিণত হ'ল। তোমার পরমাত্মার নদী আমার আত্মার কিনারা ছাপিয়ে উঠে আমাকে স্বর্গীয় আশীর্বাদের পবিত্র জলে দীক্ষিত করলে। তোমার সর্বব্যাপী সমুদ্রে আমার আমিত্বের ছোট ছোট বুদ্‌ বুদ্‌গুলি মিশে গেল।

* * * *

হে শতাব্দীর স্বরা

আমি নিজেকে তোমার সঙ্গে সুরে বেঁধেছিলাম। তাই এখন আমার জীবনে এক অখণ্ড অনুপ্রেরণা জেগেছে। তোমার আশীর্বাদ আমাকে

জাগরণে, তন্দ্রায়, স্বপ্নবিহীন নিদ্রায় ও গভীর তুরীয় অবস্থায় আবৃত করে রেখেছে।

কি সুন্দর! দিব্য-ভাবধারায়পূর্ণ দৃশ্যের পর দৃশ্য! এ আমার কি হল! অবর্ণনীয় দিব্য আবিষ্টতা, ঢেউয়ের মত আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌লে।

হে যুগ যুগান্তরের প্রাচীন পবিত্র সুরা! আমি অবশেষে পেয়েছি, পেয়েছি তোমাকে! তুমি আমাকে স্বর্গীয় নিত্যতা প্রদান কর, যাতে আমি তোমার পরম মধুর রসের আস্বাদন নিরবচ্ছিন্নভাবে নিতে পারি।

* * * *

হে মহান্‌ সম্রাট্‌, স্বাগতম্‌

আমার স্মৃতির গুপ্ত কোষাগার থেকে আমাকে দেওয়া তোমার বণ্ড্‌ ও প্রমিসারী নোটগুলি বের করে এনেছি। আমি সেগুলিকে ভাঙিয়ে প্রেমের সোনা কিনেছি ও আমার আত্মার সুপ্রশস্থ জমিতে তোমার স্বর্গীয় আনন্দের সিংহাসন পাতবার উপযুক্ত এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছি। এখন আমি তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করছি।

হে মহান্‌ সম্রাট্‌! আমার আনন্দের রত্নালঙ্কারে ভূষিত হৃদয়ে তুমি এসেছ। তোমার আগমনের আলোর ছটায় আমার দীর্ঘকাল অন্ধকারে পড়ে থাকা স্বপ্নভঙ্গের হীরক খণ্ডগুলি ঝক্‌ ঝক্‌ করে উঠ্‌ছে। আমার উল্লসিত অন্তঃকরণ থেকে তোমার প্রশংসার নীরব স্তব দুর্দমনীয় গতিতে বেরিয়ে আস্‌ছে।

তুমি আমার প্রার্থনার অমর ফুলে অভিনবভাবে গাঁথা অভ্যর্থনার এই মালাটি গ্রহণ কর।

* * * *

স্বপ্নাবস্থায় মনে হচ্ছিল আমি জাগ্রত

আমরা যেমন বিশ্রাম নিই, কিছু সময় জেগে থাকি আবার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হই তেমনই অতীত অভিজ্ঞতার ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের আবরণ ঠেলে কিছুক্ষণের জন্য আমরা জেগে উঠি ও আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তখনই আবার জাগতিক দুঃখ কষ্টের নতুন অধ্যায়ের স্বপ্ন দেখি।

বরফের ওপর দিয়ে চলাফেরার 'স্লেজ' গাড়ীর মত আমরা বিভিন্ন জন্মের ভেতর দিয়ে স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে গড়িয়ে চলি। এই স্বপ্নঘোরে এক কম্পনশীল দেহ-জাহাজে জন্ম ও মৃত্যুর বিভিন্ন পর্যায়ের ঢেউয়ে ওঠা নামা করতে করতে আমরা অনির্দিষ্ট সাগরে পাড়ি দেই। নিস্পৃহতার শান্ত সমুদ্র, কর্মশীলতার আবর্ত, হাসি খেলার প্রতিকূল স্রোত ও বাহ্যজগতের অনমনীয় বেগবান্ ঘটনা প্রবাহের স্ফীতি—এ সমস্তই স্বপ্ন মাত্র।

একমাত্র তোমার মধ্যেই আমি জেগে উঠেছি। এখন আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি যে ইতিপূর্বে আমি 'আমাকে' নিয়ে জেগে উঠেছি বলে যে ধারণা করেছিলাম—সেটাও আমি স্বপ্ন দেখছিলাম মাত্র।

* * * *

তোমার বারিবিন্দু পান-কারী চাতক পাখী

আমি তোমার চাতক পাখীরূপে তোমার মহাজাগতিক উপস্থিতির আকাশে সত্যের বারিবিন্দু পানের আশায় উড়েছিলাম। আমি গভীরভাবে প্রার্থনা করেছিলাম যে তুমি নীরবতার নিষ্ঠুর মেঘ থেকে তোমার করুণার ধারা বর্ষণ কর। বিদগ্ধ

হয়েও তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমাকে উপলব্ধির প্রতিটি সুপবিত্র বারি বিন্দু পান করেছিলাম।

আমি অন্তরে ও বাহিরে তোমাকে অনুভব করবার জন্য সুতীব্র ইচ্ছা করেছিলাম। আমার যুগ যুগান্তরের তৃষ্ণা তখনই দূর হ'ল যখনই তোমার সুশীতল স্পর্শ আমার অগ্নিতুল্য আত্মায় ও নানা ঔৎসুক্যে-উত্তপ্ত দেহে এসে পৌঁছাল।

এখন আমার হতাশার অনাবৃষ্টি দূর হ'য়েছে। তোমার শান্তির ধারা বর্ষণে আমার সকল অপূর্ণতার শুষ্কতা চলে গেছে। আমি এখন প্রশান্তিতে, তোমাতে সন্তুষ্ট থাকার গানে অভিষিক্ত হ'য়ে উর্দ্ধাকাশে উড়ে চলেছি।

আমি এখন তোমার চাতক পাখীরূপে তোমার স্বর্গ থেকে অব্যর্থভাবে বর্ষিত হওয়া শান্তির পবিত্র জল পান করেছি।

* * * *

তোমার স্পর্শে মুক জড় পদার্থও কথা বলে

হে প্রভু, তুমি আমার কাছে এসেছিলে ব'লে আমার সামনে বহু দরজা অদ্ভুতভাবে খুলে গিয়েছে। তোমার পদক্ষেপে সমস্ত কিছুই জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তোমার স্পর্শে আত্মার সম্যক্ উত্থানের দ্বারা বোবা এবং জড় পদার্থও কথা বলে। একদিন একটি মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছি এমন সময়ে হঠাৎ আমাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। অনুভব করলাম, মেঝেটি কেঁপে উঠল। তখন বুঝলাম যে সেখানেও তোমার উপস্থিতি রয়েছে।

হে দিব্য অন্তর্যামি! আমি তোমার নীরবতার ধর্ম মন্দিরটি

আবিষ্কার করেছি। ওটি দীর্ঘকাল গমনাগমনের বাধা প্রদানকারী বিস্মৃতির পার্বত্য দুর্গের পেছনে লুকিয়ে ছিল।

ধূপের গন্ধ আমার কাছে তোমার স্বর্গীয় সৌরভ বহন করে আনে। পবিত্রতার বেদী প্রস্তরেও যেন তোমার আনন্দের ফোয়ারা ছোটে। প্রার্থনার করপাত্রে আমি অতি যত্নে তোমার শান্তির বারি পূর্ণ ক'রে নিই ও তখনই উপলব্ধি করি যে আমার আর কোন তৃষ্ণা নেই।

* * * *

যীশুখৃষ্টের অদ্ভুত নয়ন যুগল

এক রাত্রে আমি যখন "এনসিনিটাস্" এর (আমেরিকার) আশ্রমে আমার নিজ ঘরে নীরব প্রার্থনা করছিলাম তখন ঐ ঘরটি হঠাৎ ওপ্যাল-মণির মত এক নীল আলোতে ভরে গেল। আমি তখন ভগবান যীশুখৃষ্টের পরম পবিত্র উজ্জ্বল মূর্তি দেখ্‌তে পেলাম।

তাঁকে মনে হ'ল যেন প্রায় পঁচিশ বছর বয়স্কের একটি যুবা পুরুষ। তাঁর পাতলা পাতলা দাড়ি ও গোঁফ্। মাথার মাঝখান থেকে দুভাগ করা লম্বা লম্বা কালো চুল সোনালী রংএর ঝক্‌ঝকে জ্যোতিতে ভরা।

তাঁর চোখ দুটি স্বর্গীয় সুষমায় ভরা। আমি যখন তাঁর সেই চোখ দু'টির দিকে চাইলাম তখন সেই চোখ দুটি যেন অনন্ত ভঙ্গিমায় পরিবর্তিত হ'তে লাগল। চোখদুটির প্রতিটি দিব্য পরিবর্তনশীল প্রকাশ ভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে যে অপূর্ব প্রজ্ঞা প্রবাহ বিগলিত হ'তে লাগল তা আমি আমার সহজাত দিব্য-অনুভূতির দ্বারা বেশ উপলব্ধি করতে লাগলাম। তাঁর সেই মহিমামণ্ডিত দৃষ্টিতে যে অনন্ত কোটি জগতকে প্রতিপালনের শক্তি রয়েছে তা আমি বেশ অনুভব করলাম।

একটি সুপবিত্র পাত্র তাঁর মুখের সামনে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হল। সেই পাত্রটি এগিয়ে এসে আমার গালে কি ঢেলে দিয়ে পুনরায়

যীশুখৃষ্টের কাছে ফিরে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি কতকগুলি অপূর্ব কথা উচ্চারণ করলেন। কথাগুলির ধারা এতই ব্যক্তিগত যে সেগুলি কেবলমাত্র আমার অন্তরেই আমি গেঁথে রাখলাম।

* * * *

তোমাকে আমার জিজ্ঞাস্য-পাপ কি ? হে সর্বোচ্চ শিক্ষক, আমি তোমাকে আত্মার স্থিরতার গৃহে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'পাপ কি' ?

তোমার অখণ্ড নীরবতা আমার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির কেন্দ্রে গুপ্তভাবে শব্দায়িত হয়ে তোমার উত্তর এসেছিল "পাপ হল সেই বিদ্রোহী রাজা, অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতাই হল সমস্ত দুঃখ বেদনার মূল কারণ ও অগ্রগামী দূত। উহা এই ব্যাধিগ্রস্থ দেহরূপ বৃক্ষের রহস্যাবৃত মূল শিকড় আর ঐ শিকড়ই মানসিক অপটুতার উৎপত্তিস্থান ও মানুষের আত্ম বিস্মৃতির মূল কারণ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে শয়তানের রাজা গুপ্তভাবে রাজত্ব করে ও তার সভায় জড়তা, লোভ, মিথ্যা দোষারোপ, স্বার্থপরতাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা এবং কুৎসিত চিন্তার অমংগল সূচক মন্ত্রনা করে।

তারা আত্মোন্নতির পুষ্টিকারক সমস্ত ফসল নষ্ট করে। অনেক মানুষের মনের বিশ্বাসের ফসল, তুলে আনবার মত পাকা অবস্থায়, সন্দেহরূপ 'ড্রেগন' সর্প যথেচ্ছভাবে মাড়িয়ে-ছড়িয়ে নষ্ট করে।

হে স্বর্গীয় পরম জ্যোতির মহা সম্রাট! আমরা যেন আমাদের অন্তরে তোমার বিজয় রাজ্যাভিষেক দর্শন করে অন্ধকারের শয়তানকে রাজ্যচ্যুত করতে পারি।

* * * *

তোমার আগমন কারী পদদ্বয় গভীর ধ্যানের মধ্যে আমি তোমার আগমনের স্বর্গীয় আনন্দময় পদধ্বনি শুন্‌তে পাই। সেই মৃদু পাদক্ষেপগুলি আমার মন থেকে পৃথিবীর গোলমেলে আমোদ আহ্লাদের সমস্ত স্মৃতি নির্বাসিত করে দেয়। আমার মধ্যে তোমাকে অনুভূতির তীব্রতার বাহুবেষ্টনকারী দোলায় আমার সমস্ত খণ্ডজ্ঞান তন্দ্রাভিভূত হয়ে যায়।

* * * *

সূর্যকিরণ বিহীন সাগর-গর্ভের আলো জড় জগতের উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপরকার উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের নীচে আমার মনের ডুবো-জাহাজ ডুব দিয়েছিল। উহা ধ্যানলব্ধ অদ্ভুত শক্তির বলে সমুদ্রের অতলস্পর্শী জল কাটিয়ে তার অভ্যন্তরে নেমে চলেছিল।

তিমি মাছের মত চলাফেরার ভংগিতে, আমার স্থির-বিশ্বাস-চালিত ডুবো জাহাজটি সূর্যকিরণ বিহীন সমুদ্র-গহ্বরে ও সমুদ্রতলস্থ পাহাড়ের কঠিন গুহার ভেতরেও তোমার অন্বেষণ করেছিল। চেতনা সমুদ্রের প্রশান্ত স্থানগুলি, শেষ সীমার ফাটলগুলি ও গভীরতম স্থানের গর্তগুলি যেখানে কেহ অনুসন্ধান করেনি সেখানেও ঐ ডুবো জাহাজ তোমাকে খুঁজেছিল।

হে সর্বব্যাপি! তুমি তখন হঠাৎ সেই অতল তলের যুগ যুগান্তরের অন্ধকারে তোমার স্বর্গীয় আলো উদ্ভাসিত করে আবির্ভূত হয়েছিলে।

* * * *

যীশুখৃস্ট ও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন আমি একটি সুবিস্তীর্ণ নীল উপত্যকা দেখলাম, যেটির চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা ও যে পাহাড়গুলি মণি-মুক্তার মত ঝক্ ঝক্ করছে। জ্যোতির্বিকাশী সেই পর্বতচূড়ায় ঝরা কুয়াসাবিন্দুগুলি দীপ্তি বিকীর্ণ করছে। নিকটবর্তী প্রবাহমালা নিস্তব্ধতার একটি নদী যেন হীরার ন্যায় উজ্জ্বল।

ঠিক্ সেইখানেই আমি দেখতে পেলাম যেন ঐ পর্বতের আড়াল থেকে যীশুখৃষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে আস্‌ছেন ; ঠিক যেন সেই যীশুখৃষ্টই যিনি এক দিন জর্ডন নদীর ধারে বসে প্রার্থনা করেছিলেন এবং ঠিক্ সেই শ্রীকৃষ্ণই যিনি একদিন যমুনা নদীর কূলে বাঁশি বাজিয়ে ছিলেন।

তাঁরা আমাকে সেই কিরণ বিকাশী নদীর জলে দীক্ষিত করলেন। তৎক্ষণাৎ আমার আত্মা আনন্দ-প্রবাহে দ্রবীভূত হয়ে গেল।

তখন সব কিছু থেকেই স্বর্গীয় ছটা উদ্ভাসিত হতে থাকল। আমার দেহ, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিদ্বয়, রামধনুর বর্ণবিকাশী ঐ পাহাড়গুলি, রক্তিমাভ ঐ স্রোতস্বতীগুলি এবং বহু দূরবর্তী ঐ দ্যুলোক সমস্তই যেন ছন্দনৃত্যরত আলোকছটায় রূপান্তরিত হল ও তখনই অগ্নি পরমাণু সকল চারিদিকেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবশেষে আর কিছুই রইল না, রইল মাত্র মাধুর্যমণ্ডিত এক দীপ্তির ছটা, যার ভেতরে থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড থর থর করে কাঁপতে থাকল।

হে পরমাত্মা! আমার অন্তরে তোমাকে ঐ দিব্য জ্যোতির প্রতিমূর্তিরূপে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ঐ জ্যোতিতে তুমি, আমি ও জীবজগত সমস্তই একীভূত হয়ে উঠেছে।

* * * *

সাহসিকতার গোলাপ ফুলরূপে আমি আমার ক্ষতচিহ্নগুলি ধারণ করেছি

আমি তোমার নামের জন্যই আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত হয়েছি এবং তোমার নামের বিনিময়ে আমি চিরদিনই রক্তাক্ত হতে রাজী আছি। বীর যোদ্ধার মত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত ঝরার দাগ নিয়ে, আঘাত প্রাপ্ত দেহ নিয়ে, অসম্মানের বেদনা নিয়ে, ও বিদ্রুপের কণ্টকাস্তীর্ণ মুকুট শিরে তুলে নিয়ে আমি যুদ্ধ করে যাব। আমি আমার ক্ষতচিহ্ন গুলিকে সাহসিকতার গোলাপরূপে ও অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার উৎসাহ বর্দ্ধক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করব।

আমি হয়ত অপরের সাহায্যের জন্য আমার বাড়িয়ে দেওয়া হাত দুটিতে ঘুসি চড় খেতে পারি এবং ভালবাসার বিনিময়ে নির্যাতন পেতে পারি। কিন্তু হে প্রভু! আমার আত্মা চিরদিনই তোমার আশীর্বাদের রৌদ্রতাপ উপভোগ করবে। তুমি তোমার যুদ্ধ-অভিযানকারী সৈন্যদের পরিচালিত কর যাতে তারা বর্তমান সময়ে দুঃখার্ত মনুষ্য-হৃদয়ের রাজ্যগুলি জয় করে তাতে তোমার আনন্দ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

রূপান্তরকারী জ্ঞান খড়্গের দ্বারা আমি ভ্রান্তির শত্রু বধ করব। তোমার প্রতি একান্ত অন্তঃকরণ যুক্ত প্রার্থনার স্বর্গীয় কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার স্বাধীন চিন্তার দ্বারা আমার সৈন্যদল সুশিক্ষিত। তোমার চির-মুক্ত নামের জয়ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে মায়া-অধ্যুষিত মন-রূপ শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলে তারা অভিযানে চলেছে।

যেন আলোকরূপ অশ্বারোহী সৈন্যগণ—আত্মোপলব্ধির রাজ্যের শোষক, মনুষ্যগণের তমসারূপ স্বেচ্ছাচারী রাজাকে নির্বাসিত করতে পারে।

কি সুন্দর! তুমি চিরদিনই আমার অজ্ঞানতার মহাদেশে বিজয় অভিযানের সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে রয়েছ।

* * * *

তুমি আমাকে স্বর্গীয় দূতগণের ভাষা শিখিয়েছ

নিরবচ্ছিন্ন ভাবে খুঁজতে খুঁজতে ও তোমার লীলার অগম্য গহনে ঘুরতে ঘুরতে আমি অবশেষে অসীমের দ্বারে পৌঁছিলাম।

বিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তোমাকে তোমার পবিত্র নাম ধরে ডাকলাম। তোমার ঘরের দুয়ার খুলে গেল। গৃহ মধ্যে মহিমাময় দৃশ্যযুক্ত এক সুউচ্চ স্থানে তুমি সম্পূর্ণ বিশ্রাম-মগ্ন ছিলে।

আমার কাণ দুটি তোমার সৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণকারী কণ্ঠস্বরের সংগে সুরে বাঁধা ছিল না। আগ্রহ সহকারে আমি বৃথাই তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করলাম। ক্রমে ক্রমে স্থিরতার ভাষা আমাকে আচ্ছন্ন করল ও তুমি এক স্বতঃস্ফূর্ত নীরব বাণীতে স্বর্গীয় দূতগণের ভাষা আমাকে শিখিয়ে দিলে।

সদ্য সম্পর্ক গঠিত অস্ফুটস্বরে আমি আমার যুগ যুগান্তরের প্রশ্নগুলি বার বার বলতে লাগলাম "কেন প্রভু! কেন এই পাপ, কেন এই দুঃখ কষ্ট ভোগ, কেন এই মায়া?"

তোমার মন্দিরের রশ্মি থেকে আলোর অক্ষর তৈরী হয়ে আমাকে আমার প্রশ্নের একান্ত নির্ভরযোগ্য ও আত্ম শান্তিপ্রদ উত্তরগুলি লিখে দিলে।

এখন আমি আমার আভ্যন্তরীন শান্তির গৃহে সর্বদাই তোমার সঙ্গে বিশ্রাম করছি। মনুষ্য-কর্ণের অপরিচিত শব্দহীন ভাষায় আমরা উভয়ে কথা বলি।

হে অনির্বচনীয় রহস্যময় দেবতা,—আমরা নিত্য পবিত্র নীরবতার মধ্যে বসে উভয়ে অফুরন্তভাবে কথোপকথন করব।

* * * *

মনে পড়েছে, মনে পড়েছে!

আমার মনে পড়েছে, আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মে, নক্ষত্র খচিত বহু উজ্জ্বল রাত্রে, শিশির কণায় ভরা বহু প্রভাতে, গভীগণের গলঘণ্টার মৃদুমন্দ আওয়াজে-ভরা গোধূলিতে, বহু মনোরম ফুলেভরা বসন্তে, পশ্চিমা বাতাস ভরা গ্রীষ্মে, স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা বর্ষায় এবং হীরকোজ্জ্বল বরফের জট নামা শীত ঋতুতে তোমাকে অনেক খুঁজেছি।

আনন্দপূর্ণ মিলনের অনুরাগের পূর্ব্বাভাসে রক্তিম হয়ে উঠে কতবারই না আমি তোমার প্রতীক্ষা করেছি!

* * * *

সকলেই আমার শান্তির ছায়ায় বিশ্রাম নিক

হে বিশ্বপিতা! তোমার ভালবাসার বাতাস আমার ওপর দিয়েও ভেসে যায়। তোমার আগমনের ইঙ্গিত স্বরূপ আমার জীবন-বৃক্ষের পত্রগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের স্বর্গীয় আনন্দে ভরা মর্মর ধ্বনি উর্দ্ধাকাশে ভেসে চলে এবং পথশ্রান্তদের আমারই শান্তির ছায়ায় বিশ্রাম নিতে আহ্বান জানায়।

* * * *

আমি তোমাকে একটি ফুলের তোড়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম

আমি একটি ফুলের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করেছিলাম। হে পরমাত্মা! হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম যে তুমি সেখানে লুকিয়ে রয়েছ। ঐ ফুলটি তোমার উপস্থিতির সৌরভ বিতরণ করছিল।

তার পাপ্‌ড়িগুলিতে তোমারই নির্মলতার রক্তিমাভা ও তার অন্তঃস্থলে তোমার জ্ঞানের সোনালী দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছিল।

দেখলাম, ফুলটির ঐ সরু বোঁটাটি ও তার পাতলা সবুজ রংগের পুষ্পাবরণটি তোমার সর্ব্বব্যাপী ক্ষমতার দ্বারা উপযুক্ত কাজ করছে। জীবনের রহস্য ও অবিনশ্বরতা ঐ পরাগের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে ও তোমার অসীম স্পর্শরূপ পরাগ লেগে গিয়ে মধু পানকারী মৌমাছির বুক নূতন রঙে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

হে প্রভু! তুমি আমার কাছে অনন্ত সৃষ্টি-রহস্যের ধারা, যাহা পথিপার্শ্বের ক্ষুদ্রতম পরগাছাটির অন্তরেও বিদ্যমান রয়েছে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দাও।

* * * *

তোমার পরিকল্পনার সৌন্দর্য

তোমার আশীর্বাদের বৃষ্টিধারায় অজ্ঞানতার শুষ্কতা দূর হয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতরূপ ফুলের পাপড়িগুলি খুলে গিয়ে তোমার সৃষ্টির পরিকল্পনার সূক্ষ্মতম সৌন্দর্যও আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

* * * *

নীল সাগরের ঢেউ-ভাঙা তটে
(এ্যানসিনিটাসের সমুদ্রতটে)

প্রশান্ত মহাসাগরের স্বর্গতুল্য স্বাস্থ্যপ্রদ সমুদ্রতট। এই শান্ত সমুদ্রতটে কোন নিম্নভূমির অস্বাস্থ্যপ্রদ স্যাঁত্‌সেঁতে বাষ্প বা গর্বরূপ পাহাড়ের শুষ্কতা নেই।

এই নীল সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙা তটে আমার আত্মা আনন্দে ভ'রে উঠল; মনে হ'ল বায়ুর সঙ্গে উড়ে আসা লবনাক্ত জলকণার প্রবাহগুলি আমার রক্ত-প্রবাহে প্রবেশ ক'রে আমার শক্তির আধারকে পরিপূর্ণ

ক'রে দিয়েও যেন উথলে উঠ্‌ছে। ঐ সমুদ্রের হাওয়া জীবনীশক্তির কি প্রাণ প্রাচুর্য আমাকে দিলে।

হে প্রভু! তুমি যেমন বহু দূরবর্তী দিক্ চক্রবালে আকাশ ও সমুদ্রকে এক করে বয়ন কর, ঠিক্ সেই রকম ক'রে মানুষের অশান্ত মনের অনন্ত চিন্তাগুলি তুমি বুনে এক ক'রে দাও যাতে মানুষ তার অমরত্বের প্রাচুর্য উপলব্ধি করতে পারে।

* * * *

জাগ্রত ও প্রস্তুত হে স্বর্গীয় পিতা, তুমি আমাকে জাগ্রত ক'রেছ। কিন্তু এই ক'রো যেন আমি আর কখনও তন্দ্রাভিভূত না হই। কিন্তু তবুও যদি কখনও নিদ্রা আমাকে তার একান্ত বশীভূত করে ফেলে তাহ'লে তুমি যে আমাকে তখনই জাগিয়ে দেবে আমাকে এই আশ্বাস দাও।

বর্তমানে আমি জীবনের নিদ্রা-রাজ্যের বিভীষিকার কথা ভুলেই গেছি। তুমি কৃপা করে আমার দুঃখ বেদনাকে আনন্দের অশ্রুবারিতে পরিণত ক'রে দিয়েছ। আমার এই আনন্দ স্বর্গীয় আশীর্বাদে মহিমা-মণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। আমার দেহ-মন্দির আলোয় পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে। সেই আলোর ছটা যাতে ম্লান না হয় সে বিষয়ে আমার জ্ঞান-চক্ষুকে সতর্ক রেখেছি।

হে প্রভু! তুমি যে আমাকে সর্বদাই ঈশ্বরভাবে উদ্রিক্ত ও উপযুক্ত-প্রস্তুত রেখেছ সে জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

* * * *

গভীর জলের সর্ববৃহৎ শিকার অতি চেতনার পবিত্র সমুদ্রে আমি তোমাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। তোমাকে আকৃষ্ট করবার জন্য আমি প্রেমের টোপ ফেলেছিলাম।

তার চমৎকার গন্ধে বহু পবিত্র অনুপ্রেরণার দুর্লভ মাছ চারে এসেছিল আর তখন আমার আবেগের ফাত্‌নাও নড়ে উঠেছিল। কিন্তু হে প্রতারক দেবতা! যতবারই আমি ছিপ্‌ টেনেছি ততবারই তোমাকে ফস্কে গেছি।

আমি অত্যন্ত মনোযোগের জিদ্‌ নিয়ে তোমাকে লক্ষ্য করেছিলাম। ফাত্‌নাটি তোমার আনন্দ-তরঙ্গের স্ফীতির নীচে সম্পূর্ণরূপে হঠাৎ ডুবে গেল।

আমি তখনই খুব সতর্কতার সঙ্গে ছিপ্‌ টানলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে হে গভীর জলের সর্ববৃহৎ শিকার—তুমি এক লাফে আমার নৌকাতেই এসে প'ড়লে!

* * * *

অজ্ঞানতার ছিপি খুলে দেওয়া

এই রক্তমাংসের দেহরূপ শিশিতে আমার আত্মচেতনা আর অজ্ঞানতার-ছিপি আঁটা অবস্থায় নেই। আমি সমুদ্রের খুব কাছে থেকেও দিনে রাতে বৎসরে বৎসরে, জন্মে জন্মে পরমাত্মার সমুদ্রে বিশৃঙ্খলভাবে আর চলা ফেরা করি না। তোমাকে না জেনে বা না অনুভব করে তোমার ভেতরে আর অসাবধানীর মত বাস করি না।

তোমার পবিত্র 'ওম' রূপ নামের পেছনে তরঙ্গের মত ছোটা অনন্ত বিস্তৃত মহাজাগতিক ধ্বনি আমি যখন স্থির কর্ণে শুনছিলাম তখন সেই শব্দ-কম্পনের চাপে খুব শক্ত হয়ে বসে থাকা মায়ার ছিপিটি যা দীর্ঘকাল তোমার সমুদ্রের সঙ্গে আমার সমুদ্রে মেশার অন্তরায় ছিল তা হঠাৎ খুলে গেল।

এখন তোমার সর্ব ব্যাপকতার সঙ্গে আমার সত্বা একান্ত সচেতন ভাবে মিশে গেছে।

* * * *

তোমার অধিষ্ঠান কেন্দ্র 'পরমানন্দ'

তোমার পরমানন্দরূপ অধিষ্ঠান কেন্দ্র থেকে আমি প্রতিদিন আমার প্রিয় ও পরিচিত তোমার অনির্বচনীয় উগ্র ও মধুর সুর শুন্‌তে পাই।

প্রথমে আমি অনেক দূর থেকেই তোমাকে সুরের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার মনরূপ ছোট্ট যন্ত্রটিকে তখন মনে হয়েছিল যে উহা তোমার বেতার বার্তা ধরার ক্ষমতার বাহিরে। কিন্তু আমি যখন ধ্যানরূপ বিভিন্ন অবস্থা চিহ্নিত 'ডায়াল' এ নানাভাবে সূক্ষ্ম স্পর্শ দিতে লাগলাম তখনই তুমি ঊর্ধ্ব বায়ু তরঙ্গে পক্ষ বিস্তার ক'রে আমার ধরার আয়ত্তের মধ্যে এলে।

তুমি তখন গান গাইছিলে, বিশ্ব-সদাশয়তা ও সমস্ত হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সাধুতার মাধুর্য সম্বন্ধে।

* * * *

ধনরত্নের জন্য তোমার জ্ঞান-সমুদ্রে আমি জাল ফেলেছিলাম

বহু দিন পূর্বে আমার একটি স্বয়ংক্রিয় আলোকবর্তিকা ছিল। আভ্যন্তরীন নিঃস্তব্ধতাময় অন্ধকারে ধীরে ধীরে চ'লে আমি হঠাৎ চারদিকে সেই বর্তিকার আলোয় ভরিয়ে দিতাম। আমি প্রায়ই দেখ্‌তাম যে সক্রিয় ভাবধারার ছোট ছোট মাছ ঐ হঠাৎ ফেলা আলোর বেষ্টনীতে আট্‌কে প'ড়ছে।

আমি ঐ ছোট ছোট মাছগুলিকে টোপরূপে ব্যবহার করতাম, আমার আত্মচেতনার আরও বড় বড় শিকার ধরবার জন্য। কিন্তু ঐ আলোর সীমাবদ্ধ ছটার বাহিরে ভাল ভাল শিকারগুলি পালিয়ে যেত।

পরে আমি ভালবাসার মুদ্রার বিনিময়ে আত্মোপলব্ধির কয়েকটি ভাল ভাল জাল তোমার এমন কয়েকজন পূর্ণাঙ্গ ভক্তদের কাছ থেকে কিনেছিলাম, যাঁরা রৌপ্যশুভ্র মহাসংগীতের ও সুবর্ণে বোনা দিব্য স্বপ্নের অধিকারী।

আমি সেই জালগুলিকে একত্রে সংযুক্ত ক'রে আলোয় বোনা একটি বৃহদাকার টানা জালে পরিণত করে তোমার জ্ঞান-সমুদ্রে ফেলেছিলাম।

আমি সেই জাল টেনে সাধুতা-রূপ মাছের ডিম, আনন্দপ্রদ মনোবৃত্তি-রূপ চারা মাছ, ভুলে যাওয়া জন্ম-জন্মান্তরের দিব্য-স্মৃতি সকল ও তার সঙ্গে এমনকি তোমাকেও তুলেছিলাম।

* * * *

আত্ম-রূপ অজেয় সিংহ একটি স্বর্গীয় সিংহ-শিশু হয়েও আমি দেখেছিলাম যে কি ভাবে আমি নিজ দুর্বলতা ও অজ্ঞানতার সীমাবদ্ধতার ভেড়ার খোঁয়াড়ে আট্‌কে পড়েছিলাম। ভয় বিহ্বলতায় ও দীর্ঘকাল ভেড়ার দলে থেকে থেকে আমিও দিন দিন ভ্যা ভ্যা করে ডাকতে আরম্ভ ক'রলাম। আমি ক্রমে ক্রমে আমার সেই নিজস্ব সিংহ গর্জনও একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—যে গর্জনে এক কালে সমস্ত শত্রু ভয়ে পালাত।

হে আত্ম-রূপ অপরাজেয় সিংহ! তুমি আমাকে তখন ধ্যানরূপ

জলের গহ্বরের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে ও সচেতন ক'রে আমাকে ব'লে দিয়েছিলে "তুমি একটি সিংহ-শিশু, তুমি ভেড়া নও। তোমার চোখ খোল—ও সিংহনাদ করতে আরম্ভ কর।"

অধ্যাত্ম-চেতনা উন্মেষের জন্য তোমার কাছ থেকে একটা প্রবল ঝাঁকানি খেয়ে আমি শান্তির স্বচ্ছ জলাশয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। আহা, আমি তখন আমার মুখখানি যেন তোমার মধ্যেই দেখতে পেলাম।

আমি এখন জান্‌তে পেরেছি যে আমি মহাজাগতিক শক্তির প্রতীক স্বরূপ একটি সিংহ। তাই আর ভ্যা ভ্যা না করে তোমারই সর্বশক্তিশালী কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তুলে আমি ভ্রান্তির অরণ্যগুলি অতিক্রম করছি। আমি এখন স্বর্গীয় স্বাধীনতার বলে পৃথিবীর মায়ারূপ বনের ভেতর দিয়ে, দুঃখকষ্ট ও ভয়রূপ বিরক্তকারী ছোট ছোট প্রাণী এবং অবিশ্বাস-রূপ নেকড়ে বাঘদের খেয়ে ফেলতে ফেলতে চলেছি।

হে মুক্তিপ্রদায়ী সিংহ, তোমার ভেতর দিয়ে আমাকে সিংহনাদরূপ সর্ব বিজয়ী সাহস পাঠাও।

* * * *

শাশ্বত প্রজাপতি আমি আমার ইচ্ছাশক্তির জোরে অজ্ঞানতার মায়া গুটিকার আবরণ টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কেটে ফেলেছিলাম।

এখন আমি একটি শাশ্বত প্রজাপতিরূপে সাড়ম্বরে ঊর্দ্ধলোকে উড়ে বেড়াচ্ছি। মহা বেগবান্ ছায়া পথের সঙ্গে চুম্‌কি বসান অলঙ্কারের মত হ'য়ে আনন্দে আমি আমার মহাপ্রকৃতির ডানা দু'টি মেলে দিয়েছি। চেয়ে দেখ ভাল করে—আমার এই মৃত্যুহীন মহিমার দিকে।

হে আমার ভ্রাতৃগণ! তোমাদের আচ্ছন্নকারী ভয়ের বাঁধন কেটে ফেল। এস, আমাকে অনুসরণ কর, ঈশ্বরের কাছে উড়ে যাবার এই পথে।

* * * *

তুমি আমার আত্মার ক্ষুধার তৃপ্তি বিধান করেছ

হে সর্বব্যাপী পরমাত্মা, তোমার অনুপ্রেরণার পবন সমস্ত মেঘ দূর করেছে। নির্মল চক্ষে আমি সর্বত্রই কেবল তোমাকে দেখ্‌ছি!

তোমার আনন্দের সূর্যকিরণ আমার সত্ত্বার অন্তরতম স্থানে প্রবেশ করেছে। যুগ যুগান্তরের ক্ষুধা আমি তোমার আলোয় নিবৃত্ত করি।

তোমার কৃপায় ও আমার নিরবচ্ছিন্ন সচেতনতায় আমি যেন এই স্বর্গীয় আনন্দের নিত্য অধিকারী হই।

* * * *

আমার হৃদয়-মৌচাক

জীবনের গ্রীষ্ম ঋতুতে আমি মানুষের আত্মারূপ বাগানে ফোটা সুমিষ্ট ফুল থেকে মধু আহরণ করি।

আমি বড় জাতীয় ফুল থেকে ক্ষমা, অল্প গন্ধযুক্ত ফুল থেকে নম্রতা এবং দুর্লভ পদ্ম ফুল থেকে ভাব-সৌরভ আহরণ করি।

যখন নিম্ন স্তরের ঠাণ্ডা-অভিজ্ঞতা ও পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ার বরফ জমে ওঠবার ঋতু ঘুরে আসে তখন আমি আমার হৃদয়-মৌচাকের ভেতরের উষ্ণতা ও আনন্দ খুঁজি। সেখানে হে স্বর্গীয় মৌমাছি! আমার প্রার্থনা রূপ সঞ্চিত মধু একটু একটু করে খেয়ে তোমাকে নিত্য আবিষ্কার করি। তোমার দ্বারা পবিত্র করা মৌচাকে আমি শান্তির নিভৃত কোণে তোমাকে খুঁজে পাই।

* * * *

আমি তোমার শাশ্বত শিশু আমি, তোমার এই অবিনশ্বর শিশুটি, তোমার সৃষ্টির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত-রূপ দোলায় দোল খেতে খেতে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলাম।

আমি পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্যতার মধ্যে ছট্‌ফট্ করেছিলাম এবং সর্বশেষে আপেক্ষিক ভ্রান্তির শিশু-শয্যাধারটি থেকে লাফিয়ে নীচে পড়তে পেরেছিলাম। তখন তুমি ছুটে এসে আমাকে দু'হাতে ধরে তুলে নিয়ে স্বর্গীয় শান্তির দোলায় শুইয়ে দিয়েছিলে।

আমি তোমার শাশ্বত শিশু, তোমার সর্বব্যাপকতার বক্ষ-রূপ বালিশে এখন মাথা পেতে শান্তিতে শুয়ে আছি।

* * * *

হে আমার শিশু, সুখী হও আমার এক দুর্ভাগ্যের সময়ে তোমাকে বলতে শুনেছি "শোন! আমাতে আশ্রয় করার সূর্য, কি উজ্জ্বল অথবা কি অন্ধকারময়, এই উভয় অবস্থাতেই সমভাবে কিরণ দেয়।"

"তুমি বিশ্বাস রাখ, ও সর্বদা হাসতে চেষ্টা কর। বিষণ্ণতা, পরমাত্মার স্বর্গীয় আনন্দপূর্ণ স্বভাবের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। হাসতে জানার স্বচ্ছতার ভেতর দিয়ে জীবন রূপান্তরকারী আমার আলো প্রকাশ পায়। হে আমার আনন্দের শিশু, তুমি আনন্দিত থেকে আমাকেও সুখী কর।

* * * *

তোমার সঙ্গে খেলা অসংখ্য জীবনে আমি তোমার সঙ্গে খেলা করেছি আর অগণিত গানও গেয়েছি।

আমার মনে আছে যুগ যুগান্তরের অন্তরালে যখনই বিরহের ভীষণ ঠাণ্ডায় আমি গৃহে ফিরে তোমার কাছে গেছি, তখনই তুমি আমাকে উষ্ণ আলিঙ্গন দিয়েছ। আবার ইদানীং তোমার শাশ্বত দিনের মধ্যে বসে আমি তোমার সঙ্গে খেলা করি ও তোমারই গান গাই।

* * * *

হে মৃত্যু, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়

মা যেমন অবাধ্য বালককে তার খেলার সাথীদের ভেতর থেকে টেনে নিয়ে যান্, আমাকে কিন্তু তেমনি ক'রে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথিবী থেকে টানা হেঁচড়া করে নিয়ে যাওয়া চলবে না।*

আমি পরমা জননীকে ভালবাসি, তিনিও আমাকে ভালবাসেন। আমি চ'লে যাবার পূর্বে পরমা জননী তাঁর মহা সৃষ্টির খেয়ালে আমার মারফৎ যে অভিনয়টুকু করিয়ে নেবার ইচ্ছা করেছেন সেটুকু আমি এবারের এই রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ করে যেতে চাই।

এই জীবন-নাটকে অভিনয় করবার সময়ে আমি হাসব ও কাঁদব উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ হলে সুখী হব এবং আশাহত হ'লে ক্রোধের ভান করব। আমার ওপরে অর্পিত কাজগুলি, তা সে যতই কঠিন হোক্ না কেন, সুসম্পূর্ণ করে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে চলে যাব।

* লস্ এন্‌জেলে এই কথাগুলি পরমহংস যোগানন্দজী ভারতীয় এ্যমবাসাডারের এক অভ্যর্থনা সভায় তাঁর সর্বশেষ বাণীতে বলেছিলেন। তিনি ইং ৭ই মার্চ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এক অলৌকিক ভাবে মহাপ্রয়ান করেন, ও তাঁর সেই মহাসমাধি সম্বন্ধে সেল্‌ফ রিয়ালাইজেসন ফেলোসিপ্ থেকে এক বিশেষ স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

কিছু দিনের জন্য আমি জননীর বক্ষে বিশ্রাম নেবো, তার পরে ভ্রান্তির ক্ষেত্রে অসাবধানতার বশে বপণ করা কোন পূর্ণ বাসনার টানে নয়, মাত্র জগজ্জননীর মৃদু নির্দ্দেশে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসব।

* * * *

তোমার চরণের নীলাভা-যুক্ত পদ্ম হে দিব্যা জননি! আমার মনরূপ মৌমাছি তোমার নীলাভ পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হ'য়েছে।

আমি তোমার কোমল ভালবাসার অমৃত পান করছি। তোমার এই রাজকীয় মৌমাছিটি কেবলমাত্র তোমার সৌরভ প্রদানকারী প্রস্ফুটিত ফুলে মধু খেতে বসে।

ইন্দ্রিয় লালসার মধু আহরণে নিজেকে নিবৃত্ত করে এবং আলস্য সঞ্জাত ক্ষণস্থায়ী কাননসমূহের বহু ঊর্দ্ধে উঠে গিয়ে অবশেষে আমি তোমার আলোকোজ্জ্বল পদ্মবনের সন্ধান পাই।

আমি ছিলাম তোমার একটি কর্মব্যস্ত মৌমাছি, অসংখ্য অভিজ্ঞতার ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে আমি বহু জন্ম-ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি এখন আর ঘুরে বেড়াই না, কেন না এখন তোমার সৌরভ আমার আত্মার সুগন্ধি তৃষ্ণা নিবারণ করেছে।

* * * *

জ্বলন্ত ভ্রান্তির বন ভ্রান্তির বনে অসুখী অবস্থায় আমি আত্ম-সংযমের জ্বালানি কাঠে আগুণ দিয়েছিলাম, কিন্তু সেই আগুণ কেবল মাত্র ধূমায়িত হ'তে লাগল।

অতি একান্ত ভাবেই আমি প্রার্থনা করলাম। তখন তুমি এসেছিলে ও আমার কতকগুলি দুর্বলতায় আগুণ ধরিয়ে দিয়েছিলে। সেই

অগ্নিশিখা ভ্রান্তির বনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাসনার কাঁটালতার গভীরে ঢুকে, শেষে অহংকারের বড় বড গাছের কাছে আসে। তোমার আলোর আগুণ এই ভাবে আমার অজ্ঞানতার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল দগ্ধ করে ফেলেছিল।

হে দিব্য অগ্নি-সংযোগ করনবিদ্! যেন তোমার অন্য সমস্ত সন্তানগণই এই ভাবে তোমার ত্বরান্বিত সাহায্যের জন্য তোমার শরণাপন্ন হয়।

* * * *

তোমার আদি সংগীত আমার মধ্য দিয়ে আবেগভরে বেরিয়েছিল

হে সর্বজন দূতরূপ অভিভাবক, তোমার বাণী শোনবার জন্য ভালবাসার কোমল স্পর্শ দিয়ে আমি আমার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত বেতার যন্ত্রটি চালিয়েছি।

ধ্যানের মধ্যে আমি, তোমার কাছে যাঁরা থাকেন, তাঁদের কণ্ঠের সুমিষ্ট সুর-মূর্ছনা, অত্যুন্নত আত্মাগণের ঐক্যতান, আমার অন্তরের পবিত্র ভাবধারার 'ভেষ্টা' দেবীকে উৎসর্গ করা পবিত্র কুমারীগণের সমবেত কণ্ঠ-সংগীতের মত অত্যুৎকৃষ্ট রাগিণী এবং তোমাকে পাবার জন্য আমার যুগ যুগান্তরের করুণ প্রার্থনা-গীতি প্রায়ই মন দিয়ে শুনি।

আমার গভীরতম অনুভূতিগুলি আমি ধৈর্য সহকারে সুরে বেঁধে রেখেছি। তার পরে যখন আমি একটু শুয়েছিলাম ও একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন তোমার আদি সংগীত আমার ভেতর দিয়ে আবেগভরে ফুঠে উঠেছিল।

এখন আমি তোমার আনন্দপ্রদ সুরের ধ্বনিকে সুখকর প্রতিধ্বনিতে বেতারে প্রচার ক'রব। আমার কণ্ঠস্বর তোমার ভক্তগণের সমবেত সংগীতের ধ্বনিকেও নিত্য বাড়িয়ে তুল্‌বে।

* * * *

আমি আত্মাগণের সমুদ্রে সাঁতার কাটব

হে পরমাত্মা, তোমার সঙ্গে এক হয়ে আমিও সার্বভৌম জীবন-স্পন্দনে পরিণত হব। আমি আত্মাগণের সমুদ্রে সাঁতার কাটব। মানুষের পবিত্র ভাবধারার তরংগের ওপর নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমি স্বর্গীয় আনন্দে সকলের ওপর উল্লাসের জল ছিটিয়ে দেব। স্বর্গের হিমালয় পর্বত থেকে আমি সাধু-ইচ্ছার চলমান একটি সুবৃহৎ বরফখণ্ডের পৃথিবী সৃষ্টি করব।

আমি সকলের সহানুভূতির নয়নাশ্রু হব। আমি সাধুগণের সুবর্ণ-মণ্ডিত ধ্যান মৌনতার মধ্যে এবং সদিচ্ছা-প্রস্ফুটিত সুন্দর মনগুলির গভীরে উপস্থিত থাকব।

হে সর্ব আশা পূর্ণকারক পরম বিশ্বস্ত ভগবান্! যখন আমার এই শাশ্বত অগ্নি-কণাটি তোমার অনন্ত আলোর সঙ্গে মিশে যাবে তখন আমি জগতের সমস্ত চোখগুলির ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকব।

* * * *

আমি তোমাকে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের নৃত্যের মধ্যে দেখি

হে কালি! সকলের আশ্রয়ভূতা দিব্য জননি! কাল, স্থান, রূপ ও কারণের নিয়ন্ত্রী, আমি তোমাকে প্রণাম করি। মহা প্রকৃতি স্বরূপে! অপরিদৃশ্যমান পরমাত্মা তোমার মধ্যে রূপ নিয়েছে। তোমার সুপ্রশস্ত ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থলে চন্দ্রের সুষমা খচিত রয়েছে। স্বর্গীয় মেঘপুঞ্জ তোমার বদন মণ্ডল আবৃত করে রেখেছে। ঈশ্বরচিহ্নিত ব্যক্তিগণের জীবনরূপ দম্‌কা হাওয়ায় সাময়িকভাবে তোমার রহস্যময় মুখাবরণ খুলে যায় ও তখনই মানুষের কাছে তোমার অবর্ণনীয় রূপ প্রকাশ পায়।

অসংখ্য চক্ষু, চন্দ্রের মালা গলায়, অফুরন্ত দিব্যালঙ্কার ও মহিমায়

পূর্ণ তোমার প্রতিমূর্তি অসংখ্য জগৎ-চিত্রে উদ্ভাসিত হয়। তোমার পরিবর্তনশীল পোষাকে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের স্বপ্ন বোনা আছে। তোমার ইচ্ছারূপ অসীম মহাকাশের পর্দ্দায় সহস্র সহস্র মহাজাগতিক নাটক অভিনীত হ'চ্ছে। তুমি তোমার ভাল ছেলে মেয়েদের আদর অভ্যর্থনা কর ও দুরন্তদের ভীতি-বিহ্বল করে তোলো।

হে আদি জননি কালি! তোমার সৃজন কারিনী একটি হাত থেকে 'ওম্' ধ্বনি ভেসে ওঠে, ও তা থেকেই অনন্ত বিহ্বলকারী ও অত্যদ্ভুত জীব ও জড়জগত সকল রূপ পরিগ্রহ করে। অপর একটি হাত নক্ষত্র-জগতের স্থিতিকারিনী খড়্গ ধারণ করে গ্রহাদির গতিবিধি ও ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত করছে। তৃতীয় হাত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দুর্দ্দান্ত মস্তক ধারণ করে রেখেছে, যা ব্রহ্মার রাত্রির অবসানের প্রতীক। চতুর্থ হাতে ভ্রান্তির দৈব-দুর্যোগকে প্রশমিত করে ভক্তগণকে মুক্তির আলো দেখাচ্ছে।

তুমি উপকথার মত যুগ যুগান্তরের পরিকল্পনা কর, যাতে থাকে মনুষ্যগণের জীবন ও মৃত্যুর আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা, সভ্যতার অভ্যুত্থান ও পতন এবং সৌর মণ্ডলের বিবর্তন ও নানা ধ্বংসের তাণ্ডব।

পৃথিবীতে তুমি সমভাবে দুঃখ দৈন্যের বস্তিতে, আনন্দ মুখরিত উৎসব-সভায় ও জ্ঞানের নীরব মন্দিরে উপস্থিত থাক।

হে আদি জননি! সৃষ্টি চক্রের প্রথম আবর্তনের প্রভাতে আমি তোমাকে বন্য স্বভাবের মুকুট পরতে, আদি সভ্যতায় খুব ছোট খাট লজ্জা বস্ত্র পরতে ও অশিক্ষিতদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেও দেখেছি।

সৃষ্টির মধ্যাহ্নে আমি তোমাকে অত্যন্ত কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে দেখেছি। তোমার অনন্ত দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে,—তোমার সন্তানগণের চাওয়া একটার পর একটা উচ্চাকাঙ্খাগুলি পূর্ণ করতে। তারা সংগ্রামে কঠোরতা অনুভব করেছে, মানুষ তাদের স্বেচ্ছাকৃত অহংএর দাব-দাহে

তপ্ত হয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছে—আত্মার শান্তিপ্রদ সুশীতল বায়ুর জন্য।

তার পরে মহা প্রলয়ের রাত্রি এগিয়ে এল ; আমি তখন তোমাকে শোকের অমংগল সূচক মুখাবরণ ঢাকতে দেখলাম। তুমি তখন ব্রহ্মাণ্ডকে প্রচণ্ড অথচ পরিশুদ্ধকারী পরীক্ষার অগ্নির মধ্যে ডুবিয়ে দিলে। অমনি সূর্য বিদীর্ণ হয়ে ধূম ও অগ্নি উদগীরণ করতে লাগল এবং মহাব্যোমে চরম কম্পন সুরু হয়ে নক্ষত্রে নক্ষত্রে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল। সমস্ত জগৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে দ্রবীভূত অবস্থায় তোমার হাতে ধারণ করা সুরাপাত্রের মধ্যে নির্মল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রপঞ্চময় পরিবেশ, যা আলো থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল তাও নক্ষত্র-জগতের জ্বলন্ত অংগারে পরিণত হল। তার পরে হে মৃত্যুহীনা মহামাতা! তোমার উত্তেজনায় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবর্ণনীয় লেলিহান্ অগ্নিশিখার মহা কম্পনশীল দেহ নিয়ে পুনঃ জাগরিত হল।

মায়ার যাদুবস্ত্রে ঢাকা অবস্থায় অরূপের অসীমতা লুকানো থাকে। তার পরে হে অনন্ত প্রসবিণী স-প্রকাশময়ী জননি! তুমি সসীমের নৃত্যের অদ্ভুত চাকা ঘুরিয়ে দাও। তোমার প্রচণ্ড পাদক্ষেপ কেবলমাত্র তখনই বন্ধ হয় যখনই তোমার স্বামী শিবের, যাঁর ভেতরে সমস্ত সৃষ্টি সংহৃত হ'য়ে রয়েছে, তাঁর পরম বক্ষে গিয়ে তোমার পদ স্পর্শ করে।

হে কালি! আমি তোমার কণ্ঠস্বর বজ্রেতে প্রতিধ্বনিত হতে. পরমাণু প্রবাহের মধ্যে মৃদুভাবে গীত হতে এবং সর্বত্রই ঝঙ্কৃত হতে শুনতে পাই। নক্ষত্র মণ্ডলীকে যথাযথভাবে সাজাবার ধ্বনি সাম্যের মধ্যে আমি তোমাকে শুনি। আমি তোমাকে ছোট ছোট হাস্যমুখর সুর সমন্বিত জীবন ধরার মৃদুমন্দ ঘণ্টাধ্বনির মধ্যেও চিনি। তুমি আমার হৃদ্স্পন্দনের চেয়েও নিকটতর হয়ে আছ। আবার সর্বদূরবর্তী আকাশমণ্ডলেও তোমাকে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে অনুভব করি।

ওগো গুহ্যাতিগুহ্যা, খামখেয়ালী, নৃত্যপটিয়সি! তোমার মনোমোহিনী পাদক্ষেপের মহাধ্বনি যেন আমার আত্মায় নিত্য প্রতিধ্বনিত হয়।

* * * *

পার্থিব-ভ্রান্তির বিভীষিকাময় স্বপ্ন

পার্থিব-আশার কম্বল মুড়ি দিয়ে আমি দীর্ঘকাল যাবৎ ঘুমিয়েছিলাম। তখন স্বপ্ন দেখেছিলাম যেন আমি একটি সিংহাসনের ওপর বসে রয়েছি আর আমার মুখখানি যেন একটি হাসির ফুলের তোড়ার মধ্যে ধরা রয়েছে। পরক্ষণেই যেন আমি ম্লান হয়ে উঠলাম, আর একটির পর একটি করে আনন্দের পাপ্‌ড়িগুলি খসে পড়তে লাগল্।

তারপরে অনুভব করলাম আমি কম্বলের ভেতরেই দারিদ্রঘেরা অমসৃণ রুক্ষ পাথরের ওপর শুয়ে আছি। দুঃখ দৈন্যের প্রতিকূল অবস্থার কবলে পড়ে আমি করুণভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে লাগলাম। সহানুভূতি শূন্য অবস্থায় আমার নয়নাশ্রু ঝরতে লাগল, আর পৃথিবীটা যেন আমার চোখের ওপর দিয়ে নীরবে ব্যঙ্গ করে ঘুরতে রইল।

আমার অন্তরাত্মা তোমার সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমার অবিচ্ছিন্ন আবেগের স্ক্রুর পাকের মত টানে তুমি আমাকে অবশেষে জাগিয়ে দিলে। উল্লসিত হয়ে আমি নিজেকে দেখলাম যে দ্বৈতবাদের বিভ্রান্তির অতীত হয়ে আমি তোমার ভেতরেই একান্ত নিরাপদ অবস্থায় এক হ'য়ে রয়েছি।

এমনি করেই তুমি অন্য সকলকেই ঐশ্বর্যের হাস্যমুখরতার এবং দারিদ্রের ক্রন্দন-বিহ্বলতার পার্থিব স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দিও। হে স্বপ্নময়ী দেবি: মৃত্যুর বিশ্রী স্বপ্নাতংক থেকে তুমি তাদের মুক্ত কর।

তাদের ভেতরে অমরত্বের চেতনা জাগিয়ে দাও। তাদের আশীর্বাদ কর যেন অখণ্ড স্থিরতার দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারে যে পার্থিব ভ্রান্তির বিভীষিকা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * * *

তোমার আলোয় কি স্বর্গীয় আনন্দ!

যখন আমি গভীরভাবে তোমার চিন্তা করি তখন একটি রোমাঞ্চকর ফোয়ারার ধারা যেন বিদ্যুৎ গতিতে আমার হৃদয় থেকে বেরিয়ে দেহের সমস্ত রক্ত-কণিকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ও তাদের স্বর্গীয় প্রার্থনায় সিক্ত করে। আমি তখন তোমার উপস্থিতির-স্বর্গের একান্ত অন্তঃস্থলে প্রবেশের কামনা করি।

তখন আত্মার গুপ্তদ্বার হঠাৎ খুলে যায়, আর তখনই তোমার অপূর্ব আলো দেখা মাত্রেই আমি কি অনির্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি করি!

* * * *

স্বর্গীয় টুন্ টুনে পাখী

আমি একটি স্বর্গীয় টুন্ টুনে পাখী রূপে বহু দেহ-রূপ গাছে বসেছিলাম। আমি যুগ যুগান্তরের বাগানে আমার প্রভাতী গান গেয়ে অনেক নিদ্রিতকে তোমার ভেতরে জাগিয়ে তুলেছিলাম।

আমি এক থেকে অপর হৃদয়-বৃক্ষ-শাখে উড়ে বসে তোমার স্বর্গীয় আনন্দের গানের ঐক্যতান তাদের শুনিয়েছিলাম।

আমি পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ আসব। আমি ইতঃস্তত উড়ে বেড়ান পাখীগুলিকে আকৃষ্ট করে, তোমার পবিত্র সুর মূর্ছ'না শিখিয়ে একত্রে

তাদের সঙ্গে—শাশ্বত স্বাধীনতার আকাশে উড়ে যেতে প্রবলভাবে চেষ্টা করব।

* * * *

পরমাত্মার অবিনশ্বর আলোক রশ্মি

আমি নীরবতার সীমাহীন মন্দিরে প্রবেশ করে—দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, গন্ধ গ্রহণ ও স্পর্শন-রূপ উজ্জ্বল আলোগুলি, যা ইন্দ্রিয়রূপ ডুমের ভেতর দিয়ে জ্বলছিল, সেগুলি সব নিভিয়ে দিলাম।

আমি এই গোলমালকারী দেহ, যার ভেতর দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস পরিষ্কৃত হয় তাকে আয়ত্তে আনলাম ও আমার অন্তঃকরণকে বলে দিলাম যে আমার দেহকোষগুলিকে মাত্র রক্তের পুষ্টিকর খাদ্যের দাস করে না রাখতে। কেন না, হে মহাজাগতিক জননি! যখন তুমি স্বর্গীয় আলোক রশ্মিতে ভরে সুপবিত্র পান-পাত্র হাতে নিয়ে এলে তখন আমার অন্তরে তোমার পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।*

প্রভু, তুমি আমাকে নিত্য পরমাত্ম-উন্মেষক দিব্য খাদ্য খেত দিও যাতে এই মস্তিষ্ক, হৃদয় ও দেহকোষগুলি কখনও ধ্বংস না হয়ে পরম বিকাশের দ্বারা অমরত্ব লাভ করে।

* * * *

তোমার সঙ্গে আমি লুকোচুরি খেলি

হে লীলাময়, তুমি তোমার এই ভৃত্যের সঙ্গে জাগরণ ও নিদ্রার সীমারেখায় খেলা করতে এস। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার

*"Be still and know that I am God."
Psalms 46:10

সমুদ্রে ভাস্‌তে ভাস্‌তে আমি আনন্দের মহাজাগতিক তরঙ্গের উপর নৃত্য করি। উচ্চৈস্বরে হাসতে হাসতে আমি তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলি।

আমি একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী হলেও তোমার বিনম্র মহত্ব, আমাকে তোমার অনন্ত স্বর্গীয় সিংহাসনে বসতে দিয়েছে।

* * * *

আমি তোমার পবিত্র নাম প্রচার করব হে শুভ সংবাদের অধিকর্তা! তোমার অতি প্রয়োজনীয় বাণী প্রচার করবার জন্য আমি মহাজাগতিক একটি চূড়া থেকে অপর চূড়ায় উড়ে উড়ে বেড়াব।

নক্ষত্র জগতের নৃত্যে ঘুরতে ঘুরতে আমি তোমার মহিমা সর্বান্তঃকরণে প্রচার করে বেড়াব।

নীহারিকার সঙ্গে ও মহা ব্যাপ্তির ওপর দিয়ে আমি তোমার পবিত্র নাম প্রচার করব।

তোমার অনন্ত সময়ের সঙ্গে আমার সময় মিলিয়ে পরমাণুর গুণ্‌গুণ্‌কারী স্বরে আমি গান গাইব।

তোমার প্রেমের বর্শায় মনুষ্য-হৃদয় বিদ্ধ করব, আর অযথা চীৎকার-কারী পাখীদের তোমার স্বরূপের অপূর্ব গল্প বলে চুপ করাব।

* * * *

সমস্ত যুগ যুগান্তর ধরে তোমার পূজা করি প্রভাতের এবং নিজ জাগরণের প্রতীক স্বরূপ আমি ধ্যানের মন্দিরে দুটি বাতি জ্বালি। তোমার সর্বব্যাপী চরণ-যুগলে আমার প্রার্থনার উৎকৃষ্ট মালাগুলি জড়িয়ে থাকে।

আমার হৃদয়ের পুষ্পাধারে রাখা প্রেমের ফুল থেকে সৌরভ ছড়িয়ে আমার সত্বার সমস্ত নিভৃত কোণগুলিকেও সুগন্ধিযুক্ত করে।

হে প্রভু! আমার রচনা করা সমস্ত অন্ধকার ও ভয় তোমার আলোর প্রকাশে বিদূরিত হয়েছে। তুমি আমাকে নশ্বর-অবস্থার দুঃস্বপ্ন থেকে চিরদিনের জন্য জাগিয়ে দিয়েছ।

বিনিদ্র অবস্থায়, অর্চনার দৃষ্টিতে, নিত্যকালের ভেতর দিয়ে তোমার অনন্ত বদনমণ্ডলের মাধুর্যময় ভাববিকাশের পরিবর্তনগুলি আমি নিত্য লক্ষ্য করব।

* * * *

আমি হব একটি আনন্দের দূত

আমি যশের কোন সুবৃহৎ সাধারণ হল ঘরে কীর্তি-স্তম্ভ রাখতে চাই না। মৃত্যুর পরে আমি অসংখ্য আত্ম-প্রেমের গুহায় প্রবেশ করব ও গোপনে আমার সকল ভাইদের সুমধুর অধ্যাত্ম ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ করে তুলব।

অলক্ষ্যে অবস্থান করে আমি হব একটি শান্ত ও নিরবয়ব আনন্দের দূত। আমি সেখানে—উজ্জ্বল উচ্চাকাঙ্খার সমাধিস্থলরূপ মনুষ্য-মনের আপাতঃ অন্ধকারময় ছোট ছোট গিরি গহ্বরগুলি পরিদর্শন করে বেড়াব।

সেখানে আমি আমার নীরবতার নিভৃত স্থানের উপকরণে তৈরী আশার বাতি জ্বেলে দেবো।

* * * *

"ওগো ক্রীড়াসাথী ! আমি এখানে"

সাথীহীন আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে সিন্ধুতীরে—
দেখিনু চাহিয়া—
তাণ্ডবে মাতি মহা অনন্ত একান্ত অস্থিরে—
কহি যেন এক মহা-চঞ্চল জীবন-কথা
হানিল মরমে মোর সুতীব্র বেদনা ব্যথা ।
শুনি সেই রুষ্ট ভাষা ঢেউ-ভাঙা রূঢ়-স্বরে
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে ত্বরিতে ফিরিনু ঘরে ॥

হেরি পরক্ষণে—
পল্লবিত তরু এক কত না আপন করে
ইসারায় ডাকিতেছে আশ্রয় দানিতে মোরে ।
মৌনের মাধুরী ভরা হিল্লোলিত শাখাচয়—
শুনিনু গাহিছে যেন তব গীত মধুময় ॥

চাহি ঊর্দ্ধাকাশে—
সীমাহীন বক্ষে তার খুঁজি তোমা আনমনে,
বালকের মত সদা খেলিবারে তব সনে ।
বৃথা আমি খুঁজি দূরে কাছে থাকা দেবতায়
বারে বারে ব্যর্থ করে মেঘে ঢাকা অন্তরায় ।

জড় আঁখি নাহি দেখে তব সূক্ষ্ম দেহখানি
বাহ্যকর্ণে নাহি পশে দিব্য তব প্রেম বাণী

জানিগো তবুও—
তোমার প্রেমের ধারা বহিতেছে নিত্যকাল
লুকোচুরি খেলা তব বুনিয়া মায়ার জাল।
অন্ধতা, আলস্য, পাপ তোমা হতে টানি দূরে
লক্ষ্যভ্রষ্ট করে রাখে জ্ঞানচক্ষু নাহি স্ফূরে॥

ত্বরিতে আবার—
ফিরে পুনঃ আসি যবে একান্ত হতাশ প্রাণে
সমুদ্রের তট আর মোরে যেন নাহি টানে।
বৃক্ষ নাহি কহে কথা আকাশ নিঃস্তব্ধ রহে
প্রকৃতি বিমুখ অতি পূতি গন্ধ বায়ু বহে॥

অন্তরে ডুবিয়া—
সহসা চাহিয়া দেখি তোমার অদৃশ্য কর
টুটিল শৃঙ্খল,—গেল অমানিশা ভয়ঙ্কর।
পুলকে ভরিল প্রাণ, সুন্দর হইল সব
মধুময় দশদিশি বিহঙ্গের কলরব।
সমুদ্র হাসিছে এবে নাহিক রূঢ়তা আর
ধরণী মাধুর্যে ভরা উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার॥

প্রেম নেত্রে দেখি—
অতি কাছে রহিয়াছ সূক্ষ্মতম অন্তরে
দেখেও দেখিনি হায় আসিয়াছ চুপিসাড়ে.
স্নেহভাষে কহিতেছ ধরি মোর দুটি হাতে
"আসিয়াছি প্রিয় এবে, খেলিবে কি মোর সাথে" ॥

* * * *

—সমাপ্ত—

পরিভাষা

পরিভাষা

অহং : অহংবোধ বা অহংকার হোল দ্বৈতবাদ অথবা মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্ত্তার মধ্যে পার্থক্য রচনার মূল কারণ। অহংকার মানুষকে 'মায়ার' পথে চালিত করে যার ফলে অহংকেই মূল উদ্দেশ্য বলে প্রতীত হয়। জীব নিজেকেই সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে কল্পনা করে।

অহংকার ত্যাগের দ্বারা মানুষ দিব্য চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং নিজেকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে অনুভব করে।

আল্লা : মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ঈশ্বরের আরবিক নাম।

আত্মজ্ঞা : 'ষড ইন্দ্রিয়' ; ইন্দ্রিয় বা যুক্তির ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী না হয়ে আত্মা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত'ভাবে এবং নিমেষ মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান।

আধ্যাত্মিক নেত্র : প্রজ্ঞার কেন্দ্র বিন্দু। এই দ্বারপথে মহাজাগতিক চৈতন্যলাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে। এই অতি গোপনীয় দ্বার প্রবেশের পদ্ধতি যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া প্রদান করে। "আমিই সেই দ্বার ; যদি আমার সাহায্যে কেহ তথায় প্রবেশ করে, তবে সে অবশ্যই রক্ষা পাইবে—প্রবেশ ও নির্গমন করিতে পারিবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাইবে।"—জন্ ১০ : ৯ "যখন তোমার দৃষ্টি একাগ্র তখন তোমার সর্বাঙ্গ আলোকময় হইবে······অতএব প্রণিধান কর, তোমার মাঝে যে জ্যোতি আছে তাহা যেন তমিস্রায় পরিণত না হয়।"—লুক্ ১১ : ৩৪-৩৫

ওম : সকল ধ্বনির সার ; ঈশ্বরের সার্বজনীন প্রতীক। বেদোল্লিখিত

'ওম্' হোল তিব্বতীদের পবিত্র 'হ্‌ম্', মুসলমানদের 'আমিন্', এবং মিশরীয়, গ্রীক্, রোমান, ইহুদি ও খৃষ্টানদের 'আমেন্'। হিব্রু ভাষায় উল্লিখিত 'আমেন্' কথার অর্থ 'নিশ্চিত' ও 'বিশ্বাসী'। 'ওম্' হোল 'পবিত্র আত্মা' (Holy Ghost, অদৃশ্য মহাজাগতিক কম্পন ; ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তা রূপ) থেকে সৃষ্ট সর্বব্যাপী ধ্বনি ; বাইবেলে লিখিত শব্দ বা কথা : সৃষ্টি-ধ্বনি —প্রতি অনুতে ঐশ্বরিক উপস্থিতির প্রমাণ। যোগদা সৎসঙ্গ অনুসৃত ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা 'ওম্' ধ্বনি শ্রুত হইতে পারে।
"এই সব কথা বললেন আমেন, যিনি বিশ্বাসী এবং সৎ সত্য সাক্ষী, ঈশ্বরের সৃষ্টির সূত্রপাত।"—রেভেল্যেশান্ ৩ : ১৪ "প্রথমেই সৃষ্ট হোল 'শব্দ' এবং শব্দ ছিল ঈশ্বরের সাথে যুক্ত এবং ঈশ্বরই শব্দ······সবকিছু তাঁরই (শব্দ বা ওম্) সৃষ্ট ; সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে হয় না।"—জন্ ১ : ১, ৩

'কূটস্থ চৈতন্য' : সৃষ্টির প্রতি অনুর অনুরণনের মধ্যে আত্মার অন্তর্নিহিত উপস্থিতির সচেতনতা। সৎ-তৎ-ওম্ দ্রষ্টব্য।

কালী : প্রকৃতিরূপিনী ভগবান—বিশ্ব জননী। হিন্দু শিল্পকলায় তিনি চতুর্ভুজা রূপিনী। তাঁর একটি দিব্য হস্ত সৃষ্টি শক্তির প্রতীক ; দ্বিতীয় হস্ত সর্বভূতের স্থিতিকারিনী শক্তি ; তৃতীয় হস্ত সর্বশুচিকারিনী লয় এবং চতুর্থ হস্ত বরাভয় ও মুক্তিদায়িনী রূপে কল্পিত। এই চতুবর্গ রূপে তিনি সমস্ত সৃষ্ট জীবকে পুনরায় তাদের আত্মার আদি উৎসে প্রত্যাবর্তন ঘটান।

কর্ম : হিন্দু শাস্ত্র বর্ণিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কার্য্য-কারণ এবং বপন-সংগ্রহের সাম্যবস্থাই হোল কর্ম্ম-সূত্র। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজ নিজ চিন্তা ও কার্য্যের স্বাভাবিক সদাচারের দ্বারা আপন

ভাগ্য রচনা করে। যেমন একটি বৃত্ত অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে তার সূচক বিন্দুতে এসে সমাপ্ত হয়, তদ্রূপ মানুষ তার নিজ শক্তিকে বিজ্ঞ বা অবিজ্ঞ যেভাবেই চালনা করুক না কেন, তারই মধ্যে সূচক বিন্দুরূপে মিলিত হবে। "পৃথিবীকে একটি গাণিতিক সমাধান (**Mathematical Equation**) বলে মনে হয়—তাকে যেভাবেই ঘোরান যাক্ না কেন সে নিজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম। সব গোপনীয়তাই পরিস্ফুট হয়ে পড়ে, সর্ব অপরাধেরই শাস্তি হয়, সকল সৎ কার্য্য পুরস্কৃত হয়, সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার হয় নিঃশব্দে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে।" [**Emerson, in *Compensation***] কর্মকে সুবিচারের আইন হিসাবে চিন্তা করলে মানুষ তার মন থেকে ঈশ্বর ও অন্য মানুষের প্রতি অসূয়া ত্যাগ করতে পারবে। পুনর্জন্ম দ্রষ্টব্য।

কোরান : মহম্মদের পবিত্র বাণীর সংকলন ; মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ।

কৃষ্ণ (খৃঃ পূর্ব ৩১০২ অব্দ) : ভারতবর্ষের একজন অবতার। ভগবদ্-গীতায় উদ্ধৃত তাঁর ঐশ্বরিক বাণী সকল পাঠক ভক্তিভরে পাঠ করেন। এই রাখালবালক শিশুকালে তাঁর সঙ্গীদের বংশী-ধ্বনিতে মুগ্ধ করতেন। ভাবগত অর্থে শ্রীকৃষ্ণ হলেন আত্মার প্রতিভূ যিনি সকল অসংহত চিন্তাকে ধ্যানের বংশীবাদনের দ্বারা স্বয়ম্ভুর দিকে আকৃষ্ট করেন।

ক্রিয়া যোগ : ভারতবর্ষের এক সুপ্রাচীন যৌগিক পদ্ধতি যার অনু-শীলনের দ্বারা মহাজাগতিক চৈতন্য লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ 'ভগবদ্গীতায়' এবং পাতঞ্জলি তাঁর 'যোগ সূত্রে' এই পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া এই মুক্তিদায়িনী পদ্ধতি প্রচার করে।

গান্ধী, মোহনদাস, করমচাঁদ (মহাত্মা) : এই মহান্ তপস্বী—রাজনীতিবিদের অসাধারণ কর্মনিপুণতা সমগ্র বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৪৭ সালে তিনি বিনাযুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর হাজার হাজার শ্রদ্ধার্ঘের মধ্যে রোমের ভ্যাটিক্যান হইতে প্রেরিত শ্রদ্ধার্ঘটি ছিল এইরূপ : "খ্রীষ্টীয় গুণাবলীর মহান্ প্রচারক গান্ধীর তিরোধানে শোকার্ত।" মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে এ্যালবার্ট আইনষ্টাইন বলেন : "যুগ যুগ ধরে আগামী মানুষ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না যে রক্ত-মাংসের এমন একজন লোক পৃথিবীতে বিচরণ করেছিল।"

গুণ : প্রকৃতির ত্রি-রূপ ; তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব অর্থাৎ বাধা, কর্মচাঞ্চল্য ও ব্যাপ্তি অথবা জড়, শক্তি ও বোধ। মানুষের মধ্যে এই ত্রিগুণের প্রকাশ এইরূপ—অজ্ঞতা বা জড়তা ; উদ্যোগ বা সংগ্রাম এবং প্রজ্ঞা।

গুরু : অধ্যাত্ম উপদেষ্টা যিনি ভক্তকে ঈশ্বর লাভ করার পথ প্রদর্শন করেন। শিক্ষক ও গুরুর মধ্যে অর্থের তারতম্য আছে। কোন একজনের বহু শিক্ষক থাকতে পারেন কিন্তু তাঁর গুরু মাত্র একজনই।

জী : ভারতবর্ষে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নাম এবং পদবীর সংগে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় ; যথা গান্ধীজী, পরমহংসজী, গুরুজী।

নাক্ষত্রিক জগৎ : আনন্দ ও আলোময় এক অপূর্ব রাজ্য যেখানে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ মৃত্যুর পর আরও উন্নতির জন্য

গমন করেন। এর থেকেও উচ্চ হোল নৈমিত্তিক বা অনন্য মণ্ডল। 'অটোবাইওগ্রাফী অফ্-এ যোগী'র ৪৩ অধ্যায়ে এই জগতের বর্ণনা আছে।

নানক : মধ্যযুগের একজন নেতা এবং শিখ সম্প্রদায়ের আলোকপ্রাপ্ত সাধু।

পবিত্র অনুকম্পন : ওম্ দ্রষ্টব্য।

পদ্ম-চিহ্ন : নামপত্রে অঙ্কিত পদ্মের মধ্যস্থ তারকা, জ্ঞাননেত্রের প্রতীক। আধ্যাত্মিক নেত্র দ্রষ্টব্য।

পরমহংস : একটি ধর্মীয় উপাধি যার অর্থ হোল নিজেই নিজের প্রভু। গুরু শিষ্যকে এই উপাধি দান করেন। 'পরমহংস' আক্ষরিক অর্থে 'পরম হংস'। 'হংস'কে হিন্দু শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্নের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্যাগোডা : ভারত, চীন ও জাপানের সুপ্রচলিত গম্বুজসদৃশ মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ। ভারতের সুউচ্চ প্রস্তর নির্মিত প্যাগোডা সমূহ মন্দির স্থাপত্যের সুন্দরতম নিদর্শন। চৈনিক প্যাগোডা সাধারণতঃ ইষ্টক নির্মিত হয় এবং প্রত্যেক তলে ছাদের মত সামান্য অংশ বাহির হইয়া থাকে।

প্রাণ : মানব এবং অন্যান্য জীব দেহের মধ্যস্থিত মহাজাগতিক জীবনী-শক্তি।

পুনর্জন্ম : হিন্দু শাস্ত্রে বলে, মনুষ্যগণ অচরিতার্থ বাসনার ঊর্ণনাভে জড়িত হওয়ার ফলে বারংবার ভূমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন করে। মানুষ যে ঈশ্বরের সন্তান, এই চৈতন্য যখন তার লাভ হয়, তখন পুনর্জন্মলাভের অপরিবর্তনশীল চক্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। "যে তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে, তাহাকে আমি দেবদেউলের

স্তম্ভ করিব এবং সে আর কখনও বহির্গমন করিবে না।"—রেভ্ ৩ঃ ১২ বাইবেলের বহু পরিচ্ছদে কর্মসূত্র ও তাহার উপ-সিদ্ধান্ত পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নানা উক্তি আছে।

প্রাচীন খৃষ্টান মতবাদীগণ পুনর্জন্ম তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। এই মতের প্রবক্তা ছিলেন নস্টিক্স (Gnostics), বিভিন্ন যাজক সম্প্রদায় যাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্লিমেণ্ট অফ্ আলেকজান্দ্রিয়া-বিখ্যাত অরিজেন্ ও পঞ্চম শতাব্দীর সেণ্ট জেরোমী। ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ধর্ম সম্মেলনে ইহাকে সর্বপ্রথম ধর্ম-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তখনকার বহু খৃষ্টান মনে করতেন পুনর্জন্ম মতবাদ মানুষকে দ্রুত মোক্ষলাভের জন্য অনুসন্ধানী করে তাকে অকারণে অত্যধিক সময় ও কালক্ষেপ করার সুযোগ দিয়েছে। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্তের বহু মনীষি কর্ম ও পুনর্জন্মের তত্ত্বকে অনুমোদন করেন এই কারণে যে ইহা জীবনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আইন। [কর্ম দ্রষ্টব্য]

বাবাজী : লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু। বাবাজী একজন অমর অবতার। তিনি সঙ্গোপনে হিমালয়ে বাস করেন। যীশু খ্রীষ্টের মতই তাঁর শক্তি। তিনি 'মহাবতার' নামে পরিচিত। শ্রীশ্রীপরম-হংস যোগানন্দ রচিত 'অটোবাইওগ্রাফী অফ্ এ যোগী'তে তাঁর জীবনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা : সংস্কৃত শব্দ (বৃ—ধাতু থেকে উৎপত্তি, অর্থ ব্যাপ্তি) ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তার রূপ ; সৃষ্টির অন্তর্নিহিত আত্মা।

বেদ : হিন্দুদের মূল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহা চার ভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব বেদ। ইহা প্রধানতঃ মন্ত্র ও স্তব সমষ্ঠি।

অসংখ্য ভারতীয় পুঁথির মধ্যে বেদ (সংস্কৃত বিদ্ বা জ্ঞান ধাতু হইতে গৃহীত) হোল একমাত্র পুস্তক যার কোন সুনির্দিষ্ট লেখকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঋক্‌বেদের স্তোত্রের উৎপত্তি ঐশ্বরিক বলিয়া ধরা হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে ইহা নব নব ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া আবহমান কাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। যুগ যুগ ধরিয়া এই চতুর্বেদ ঋষিদের কাছে দিব্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং তার ফলে 'নিত্যত্ব' প্রাপ্ত হয়েছে।

বিহার : বৌদ্ধ এবং জৈনদের উপাসনার ভূমি ও মন্দির।

বুদ্ধ : 'প্রবুদ্ধ ব্যক্তি', ভারতবর্ষের একজন অবতার : তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কপিলাবস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন।

ভগবদ্-গীতা : (দিব্য সংগীত) বহু যুগ আগে মহর্ষি ব্যাসদেব সংকলিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র বাণী।

মহাজাগতিক চৈতন্য : সৃষ্টির সসীমতাকে অতিক্রমকারী আত্মজ্ঞা : সৎ-তৎ-ওম্ দ্রষ্টব্য।

মহাজাগতিক শব্দ : ওম্ দ্রষ্টব্য।

মায়া : যার দ্বারা একক বহুরূপে দৃষ্ট হয় সৃষ্টির সেই প্রপঞ্চনাময় শক্তিই হোল মায়া। 'মায়া' হোল আপেক্ষিকতাবাদ, উৎক্রমণ, বৈপরীত্য, দ্বৈতবাদ এবং প্রতিকূল অবস্থার মূল কারণ : বাইবেলের পূর্বভাগে (Old Testament) 'শয়তান' (হিব্রু ভাষায়—'প্রতিপক্ষ'), ধর্ম প্রবর্ত্তক দ্বারা কথিত এবং 'পিশাচ' যাকে যীশু সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন 'খুনী' ও 'মিথ্যাবাদী' বলে, কারণ 'তার মধ্যে অনুমাত্রও সত্য নেই' [জন্ ৮ : ৪৪]। শ্রী শ্রী যোগানন্দজী লিখেছেন : "সংস্কৃত ভাষায় 'মায়া' শব্দের অর্থ 'পরিমাপক' ; এটা হোল সৃষ্টির এমনই এক যাদুকরী শক্তি

যার দ্বারা আপতদৃষ্টিতে অপরিমেয় ও অবিচ্ছেদ্যকে সসীম ও খণ্ড বলিয়া অনুভূত হয়। 'মায়া' ই হোল প্রকৃতি — এই দৃশ্যজগত যা ঐশ্বরিক অপরিবর্ত্তনশীলতার প্রতিপক্ষ রূপে পরিবর্ত্তনশীলতার চিরপ্রবাহে বিদ্যমান।"

"ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং খেলায় (লীলা) মায়ার বা শয়তানের কাজই হোল মানুষকে আত্মা থেকে বস্তু এবং সত্য থেকে অসত্যের পানে চালিত করা। শয়তান সুরু থেকেই পাপ করে। সেইজন্য ঈশ্বর-পুত্রের আবির্ভাব হয়েছিল যাতে তিনি শয়তানের কার্য্যকে ধ্বংস করতে পারেন।' (জন্ ৩ : ৮) অর্থাৎ মানুষের নিজস্ব 'কূটস্থ চৈতন্যর' প্রকাশ যাহা সহজেই প্রপঞ্চ বা শয়তানের ক্রিয়াকে ধ্বংস করতে পারে।

'মায়া' হোল প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীলতার ওড়না বিশেষ—সৃষ্টির অবিরাম মনোহর রূপ। সেই পর্দা, যার পশ্চাত্তস্থ সৃষ্টি-কর্তার অপরিবর্ত্তনশীল চিরস্থায়ী সত্ত্বার উপলব্ধি অনুভব করার জন্য, প্রত্যেক মানুষেরই সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

মহম্মদ : সপ্তম শতাব্দীর একজন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ; ইসলাম ধর্মের সুবিখ্যাত প্রবর্তক।

যোগ : আক্ষরিক অর্থ—আত্ম উপলব্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থার সাহায্যে মানুষের সহিত সৃষ্টিকর্তার মিলন পদ্ধতি। যোগের তিনটি প্রধান পথ হোল জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ ও রাজ যোগ। (ক্রিয়া যোগ রাজযোগের অন্তর্গত।)

যোগি : যিনি যোগ অভ্যাস করেন। যোগির সন্ন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যোগির একমাত্র করণীয় হোল প্রত্যেক দিন বিশ্বস্ততার সংগে ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া : ১৯১৭ সালে শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্য্যালয় : যোগদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, পশ্চিমবঙ্গ। সোসাইটির প্রকাশনা ও যোগদা শিক্ষা বিতরণ এবং চিঠিপত্র আদান প্রদানের কেন্দ্র : যোগদা শাখা মঠ, ওল্ড হাজারীবাগ রোড, রাঁচী, বিহার।

যুগ : প্রাচীন হিন্দু লিপিতে বর্ণিত সৃষ্টি-চক্র। স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর তাঁর ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'হোলি সায়েন্স' (Holy Science) পুস্তকে ২৪,০০০ বৎসরের সম-রাত্রদিন চক্রের ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই সময় মধ্যে বর্তমান কালের মানুষের অবস্থান নির্ণয় করেছেন।

সৃষ্টির এক দিন হোল চার মহাপদ্ম বৎসর। 'ব্রহ্মার এক যুগ' বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুষ্কাল ৩১৪ শত-পরার্দ্ধ বৎসর বলিয়া ধরা হয়।

রাম : ভারতবর্ষের এক জন প্রাচীন অবতার ; রামায়ণ নামক পবিত্র মহাকাব্যের মূল চরিত্র।

রামপ্রসাদ (১৭১৮—১৭৭৫) : একজন বাঙালী সাধক যিনি মা ভগবতীর কালিকা রূপের বন্দনায় বহু সংগীত রচনা করেন।

লাহিড়ী মহাশয় (১৮২৮—১৮৯৫) : শ্রীযুক্তেশ্বরজীর গুরু এবং বাবাজীর শিষ্য। লাহিড়ী মহাশয় বিস্মৃতপ্রায় সুপ্রাচীন যোগশাস্ত্র পুণরুদ্ধার করেন এবং তার ব্যবহারিক পদ্ধতিকে 'ক্রিয়া যোগ' আখ্যা দেন। তিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের মত অলৌকিক শক্তিশালী এক আচার্য্য। তিনি ব্যবসায়িক দায়িত্বসম্পন্ন গৃহীও ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল আধুনিক মানুষের উপযোগী এক যৌগিক পদ্ধতি প্রচার করা যার দ্বারা সাধনা এবং ন্যায়সঙ্গত পার্থিব কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। লাহিড়ী

মহাশয় ছিলেন একজন 'যোগাবতার'। তাঁর জীবনী শ্রীশ্রী যোগানন্দের 'অটোবাইওগ্রাফী অফ্ এ যোগী' পুস্তকে আলোচিত হয়েছে।

শংকর (শংকরাচার্য্য) স্বামী : ভারতবর্ষের মহা প্রসিদ্ধ দার্শনিক। তাঁর আবির্ভাবের কাল অনির্দ্ধারিত। বহু পণ্ডিতের মতে তিনি অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে এক নঞর্থক অকল্পনীয়রূপে ব্যাখ্যা করেননি বরঞ্চ তাঁকে ব্যাখ্যা করেছেন সর্বব্যাপী নব নব পরমানন্দর অক্ষয় আধাররূপে।

শিব : কালিকা দেবী অর্থাৎ সসীমা প্রকৃতির সঙ্গী বা স্বামী। ইনি হলেন অনন্ত লোকত্তর আত্মার প্রতীক।

শ্বাস : শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ লিখেছেন "নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে অগণিত মহাজাগতিক স্রোত মানব দেহে প্রবেশের ফলে তার মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, সুতরাং নিঃশ্বাস মানুষকে চলমান্ দৃশ্যময় জগতের সংগে সংযুক্ত রাখে। এই অনিত্য জগতের শোক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং পরম সত্যের আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশের জন্য যোগী বৈজ্ঞানিক ধ্যান পদ্ধতি অনুসরণের দ্বারা নিঃশ্বাস স্তম্ভনের অনুশীলন করেন।

সমাধি : অতি মানস চেতনা। প্রাচীন কালের মহামনিষী পাতঞ্জলি প্রণীত 'যোগসূত্র' বর্ণিত অষ্ট পথ, যাহার অনুসরণ দ্বারা 'সমাধি' লাভ হয়। 'সমাধি' হোল অষ্টম ধাপ বা শেষ লক্ষ্য। বিজ্ঞান-সম্মত ধ্যানই (ভারতীয় ঋষি বা সাধুগণ কর্তৃক যুগ যুগ ধরিয়া অনুসৃত যোগের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি) ভক্তকে 'সমাধি' বা পরমাত্ম উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। যেমন তরঙ্গ সমুদ্রে মিশে যায়, সেইরকম মানব-আত্মা নিজেকে সর্বব্যাপী আত্মা হিসাবে অবলোকন করে।

সেলফ্ রিয়েলাইজেশন্ ফেলোশিপ অর্ডার : শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ প্রতিষ্ঠিত সাধু সঙ্ঘ। এস, আর, এফ্ আশ্রমে দশ বৎসর অনুশীলন লাভের পর উপযুক্ত শিষ্যরা এস, আর, এফ্ সংস্থার সন্যাসী বা সন্যাসিনী হইতে পারে। তারা সন্যাসধর্ম গ্রহণ করে : ভিক্ষুক (বিষয় সম্পত্তির প্রতি লালসামুক্ত), শুচিতা এবং আনুগত্য (অর্থাৎ শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ প্রবর্তিত জীবন যাপনের পদ্ধতি স্বেচ্ছায় অনুসরণ করা)।

সেলফ্ রিয়েলাইজেশন্ ফেলোশিপ : ১৯২০ সালে আমেরিকায় শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ প্রবর্তিত অসাম্প্রদায়িক মুনাফাহীন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষে ১৯১৮ সালে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ প্রতিষ্ঠিত যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি ইহার অন্তর্গত। শ্রীশ্রী দয়ামাতা উভয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘমাতা ও সভানেত্রী।

সেলফ্ রিয়েলাইজেশন্ ফেলোশিপের মুখ্য কাজ হোল ছাত্রদের প্রতি সপ্তাহে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর বাণী অনুশীলনের আকারে প্রচার করা; গৃহত্যাগী আশ্রমবাসী শিষ্যদের শিক্ষণ দেওয়া, এবং নিজস্ব মুদ্রণালয়ে এস, আর, এফ্ পুস্তক প্রকাশ করা; এবং সেলফ্ রিয়েলাইজেশন ম্যাগাজিনে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর পূর্বেকার অপ্রকাশিত লেখার প্রকাশ করা।

ফেলোশিপের অধীনে এস, আর, এফ্ ভলেণ্ট্যারি লীগের সভ্যরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দুঃস্থ লোকেদের খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করে; আর আছে সর্বসাধারণের জন্য এস, আর, এফ প্রার্থনা অনুষ্ঠান। প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সভ্যরা প্রতিদিন এস, আর, এফ্ শিষ্য এবং অন্যান্যরা, যারা মানুষের ত্রিমুখী যাতনা—

শারীরিক অসুস্থতা, চিত্তচাঞ্চল্য ও আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা থেকে মুক্ত ও সুস্থ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, তাদের প্রতি তাহাদের প্রার্থনার সহায়তায় আরোগ্যকারী অনুকম্পন প্রেরণ করেন।

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর (১৮৫৫-১৯৩৬): শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দজীর প্রখ্যাত গুরু, যাঁহাকে তিনি 'জ্ঞানাবতার' বলেছেন। শ্রীযুক্তেশ্বরের অত্যুৎকৃষ্ট জীবনের পূর্ণ বিবরণ শ্রীশ্রীযোগানন্দ লিখিত 'অটোবাইওগ্রাফী অফ্ এ যোগী' [যোগিকথামৃত] পুস্তকে মিলিবে।

স্বামী: ভারতবর্ষের এক সুপ্রাচীন সাধু সম্প্রদায়ের সভ্য। এই সম্প্রদায়কে স্বামী শংকরাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীতে পুনর্গঠিত করেন। যে কোন স্বামী চিরকৌমার্য গ্রহণ ও পার্থিব বিষয়ের বাসনা ত্যাগ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি নিজেকে ধ্যান ও মানব সেবায় নিয়োজিত করেন। এই পূজনীয় সম্প্রদায় দশটি পদবীতে বিভক্ত: যথা গিরি, পুরী, ভারতী, তীর্থ, সরস্বতী ইত্যাদি। স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর ও শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ গিরি (পর্বত) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত।

স্বামী শব্দের সংস্কৃত অর্থ হোল: "যিনি স্ব বা আত্মার সহিত যুক্ত।"

সৎ-সঙ্গ: সত্যের দ্বারা মানুষের সহিত সখ্য-স্থাপন; তপস্যার সাহায্যে ঈশ্বরের সাথে সংযোগ। ভারতবর্ষে সেলফ্ রিয়েলাইজেশন্ ফেলোশিপকে, যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া বলা হয়।

সৎ-তৎ-ওম্: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা; অথবা ঈশ্বরের পিতৃ-রূপ; অলৌকিক বা 'নিগু'ণ'—পার্থিব জগত ও সৃষ্টির পরপারে অবস্থিত মহাজাগতিক চৈতন্যের পরম সুখময় মহাশূণ্যতা; ঈশ্বরের সন্তান-রূপ; কূটস্থ চৈতন্য যাহা সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিত এবং ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার রূপ; ওম্—দিব্য সৃষ্টির অনুরণন

Books by :—

Sri Sri Paramahansa Yogananda

AUTOBIOGRAPHY OF A YOGI. Sri Sri Paramahansa Yogananda gives a unique account of his spiritual search and its fulfillment under the spiritual training of his Guru, Swami Sriyukteswar Giri. (*Available in Bengali*)

WHISPERS FROM ETERNITY. Heartfelt prayers that convey to men an infinite hope.

THE SCIENCE OF RELIGION. A clearly written exposition of man's inescapable search for God. (*Available in Bengali*)

SAYINGS OF YOGANANDA. A collection of Sri Sri Paramahansa Yoganandaji's wise counsel and practical philosophy. (*Available in Bengali*)

SCIENTIFIC HEALING AFFIRMATIONS. A practical guide for awakening the inner powers that free man from the consciousness of sickness in body, mind, and soul.

METAPHYSICAL MEDITATIONS. Pocket size, this book contains meditations for inspiration, self-improvement, and expansion of consciousness.

THE LAW OF SUCCESS. Sri Yoganandaji explains immutable laws for the attainment of success, happiness, and material sufficiency.

HOW YOU CAN TALK WITH GOD. The art and science of devotionally calling upon the Lord until He replies. The simple and singlehearted approach to God. (*Available in Bengali*)

INCREASING THE POWER OF INITIATIVE (*Available in Bengali*)

THE WAY TO GOD

NERVOUSNESS—CAUSE AND CURE

THE MYSTERY OF LIFE AND DEATH

THE ART OF LIVING

REALIZING GOD IN YOUR DAILY LIFE

YOGA BELONGS TO ALL

Other Books

THE HOLY SCIENCE by Swami Sriyukteswar Giri
QUALITIES OF A DEVOTEE by Sri Sri Daya Mata

Packing and Posting charges extra

Books by Sri Sri Paramahansa Yogananda
available from your bookstore or from:

YOGODA SATSANGA SOCIETY OF INDIA
Yogoda Sakha Math—Book Sales Section
Old Hazaribagh Road, Ranchi-834001, Bihar